

## সাম্প्रতিক (বাংলাদেশ ও আন্তর্জাতিক)



## ইউক্রেন ও রাশিয়ার যুদ্ধ

- > ইউক্রেনের পূর্বাঞ্চলের কুশভাষ্যী দুটি অঞ্চল দোনেৎক ও লুহানস্ক স্বাধীনতা ঘোষণা করে- ২০১৪ সালের ১২ মে।
  - > রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন একটি ডিক্রিতে স্বাক্ষর করে দোনেৎক ও লুহানস্ককে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেয়- ২১ ফেব্রুয়ারি, ২০২২।
  - > রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের নির্দেশে কুশ সৈন্য ছল, আকাশ ও জলপথে ইউক্রেন আক্রমণ করেন- ২৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২২।
  - > ইউক্রেন বিষয়ে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ১১তম বিশেষ জরুরি অধিবেশন বসে- ২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২২।
  - > ইউক্রেন ও রাশিয়ার মধ্যে দুই দফা প্রথম শান্তি আলোচনা হয়- ২৮ ফেব্রুয়ারি এবং ৩ মার্চ, ২০২২ বেলারুশ সীমান্তের গোমেল অঞ্চলে।
  - > ৪ মার্চ, ২০২২ সালে কুশ সৈন্য ইউরোপের সর্ববৃহৎ পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণ নেয়- ইউক্রেনের এনারদোহার শহরের জাপোরিয়ায় অবস্থিত।
  - > ১০ মার্চ, ২০২২ সালে যুদ্ধ বিরতি নিয়ে রাশিয়া ও ইউক্রেনের মধ্যে পরাত্মক মজ্জীরা বৈঠক করে ব্যর্থ হন- তুরস্কের আস্তালিয়া শহরে।
  - > ইউক্রেন সংকট নিয়ে দুই দেশের প্রতিনিধিদের ভার্চুয়াল আলোচনা হয়- ১৪ মার্চ ২০২২।
  - > ১৮ মার্চ, ২০২২ সালে বিশ্বের প্রথম দেশ হিসেবে রাশিয়া হাইপারসনিক ক্ষেপণাস্ত্র Kinzhal” হামলা করে- ইউক্রেনে।
  - > ইউক্রেনের বর্তমান প্রেসিডেন্ট - ভলোদিমির জেলেনস্কি।
  - > নিষিক্ষ ঘোষিত বোমা ভাকুয়াম বা ধার্মোব্যারিক বোমা রাশিয়া ব্যবহার করে- ইউক্রেনে।
  - > রাশিয়ার সবচেয়ে বড় যুদ্ধজাহাজ মাস্কভা ধ্বংস হয়ে ডুবে যায়- ক্ষয়সাগরে ( নেপসুন কুর্জ মিসাইলের হামলার মাধ্যমে )
  - > আগ্রাসন বক্সে রাশিয়ার শর্ত- ৩টি ।  
 ১) ইউক্রেনকে অবশ্যই মেনে নিতে হবে ক্রিমিয়া রাশিয়ার অংশ ।  
 ২) দোনেৎক ও লুহানস্ককে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে মেনে নিতে হবে ।  
 ৩) ইউক্রেনের সংবিধান সংশোধন করতে হবে এবং ন্যাটো জোট বা এমন কোন জোটে অন্তর্ভুক্তির অভিলাষ ত্যাগ করতে হবে ।
  - > দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ইউরোপের সবচেয়ে বড় হামলা হলো- ইউক্রেনে।
  - > রাশিয়া ও ইউক্রেনের দ্বন্দ্বের প্রধান দুটি কারণ- ইউক্রেন ন্যাটো ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের সদস্য হতে চায় ।
  - > সম্প্রতি ইউক্রেন ইস্যুতে জাতিসংঘের মানবাধিকার পরিষদে রাশিয়ার সদস্যপদ ছাঁচিত চেয়ে সাধারণ পরিষদে খসড়া প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দেয়- ৯৩টি দেশ

- সম্প্রতি রাশিয়া ইউক্রেনের পূর্বাঞ্চলীয় শহর- ডনবাস, মারিউপোল দখলের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।
  - মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ও রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্রাদিমির পুতিন বৈঠক করেন- জেনেভা, সুইজারল্যান্ড (১০ জানুয়ারি, ২০২২)
  - ইউক্রেন ইস্যুতে মুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষামন্ত্রী ও চীনের প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর মধ্যে বিরল আলোচনা হয়- ২০ এপ্রিল, ২০২২

## ইউক্রেন ও রাশিয়া যুদ্ধের সূত্রপাত

- রাশিয়ার কারণে ইউক্রেন ইউরোপীয় ইউনিয়নে যোগ দেওয়ার চেষ্টা থেকে সরে আসে- ২০১৩ সালে।
  - ২০১৪ সালে রুশপত্তি ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ইয়ানু কোভিচ পদত্যাগ করে আশ্রয় নেন- রাশিয়ায়।
  - রাশিয়া সামরিক ও রাজনৈতিক শক্তি অটুট রাখতে ইউক্রেনের ত্রিমিয়া দখল করে- ২০১৪ সালে।
  - ইউক্রেন ও বিদ্রোহীদের সাথে ফ্রান্স ও জার্মানির মধ্যস্থতায় বেলারুশে “মিনক চক্ষি” হয়- ১২ ফেব্রুয়ারি ২০১৫।

## ବେସିକ ତଥ୍ୟ ଇଡ଼କ୍ରେନ

- ইউরোপের দ্বিতীয় বৃহত্তম দেশ- ইউক্রেন।
  - খারকিক অঞ্চলটি অবস্থিত- ইউক্রেন
  - ইউরোপের কুটির বৃড়ি কলা হয়- ইউক্রেনকে (প্রচুর গম উৎপাদন হয়)।
  - ১৯৯৪ সালেও বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম পরমাণু শক্তিধর দেশ ছিল- ইউক্রেন।
  - ইউরোপের একমাত্র রাষ্ট্র হিসেবে পরমাণু শক্তিধর দেশ হয়েও পরমাণু কর্মসূচি ত্যাগ করে- ইউক্রেন।
  - ২৬ এপ্রিল, ১৯৮৬ সালে ইতিহাসে সবচেয়ে ভয়াবহ পারমাণবিক দুর্ঘটনা ঘটে - ইউক্রেনের প্রিপসাত এলাকার চেরনোবিল নিউক্লিয়ার প্লান্টে।
  - ইউক্রেন অবস্থিত- ইউরোপের পূর্বাঞ্চলে কৃষিসাগরের তীরে।
  - ইউক্রেনের সাথে সীমান্তবর্তী দেশ- ৭টি (দেশগুলো হলো: বেলারুশ, পোল্যান্ড, ফ্রান্স, ইস্রায়েল, রোমানিয়া, মলদেভা ও রাশিয়া।)
  - রাশিয়ার সাথে সীমান্তবর্তী ১৪টি দেশগুলো হলো- ইউক্রেন, বেলারুশ, জর্জিয়া, চীন, আজারবাইজান, কাজাখস্তান, মঙ্গোলিয়া, উভর কোরিয়া, নরওয়ে, ফিনল্যান্ড, এন্টোনিয়া, লাটভিয়া, লিথুনিয়া ও পোল্যান্ড।

ৰাষ্ট্ৰিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধে বাংলাদেশী জাহাজ আক্ৰমণ

- রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধে আটকে পড়া বাংলাদেশি জাহাজ- 'এমভি বাংলার সমৃদ্ধি' (এমভি = মোটর ভেসেল)
  - জাহাজে রকেট হামলা হয়- ২ মার্চ ২০২২।
  - জাহাজটিতে মোট নাবিক ছিল- ২৯ জন
  - জাহাজটি আটকা পড়েছিল- ইউক্রেনের অলিভিয়া বন্দরে
  - 'এমভি বাংলার সমৃদ্ধি' জাহাজে নিহত নাবিক- হাদিসুর রহমান (থার্ড ইঞ্জিনিয়ার)।
  - জাহাজটি তুরক থেকে ইউক্রেনের অলিভিয়া বন্দরে নোঙ্গর করে- ২২ ফেব্রুয়ারি, ২০২২
  - ২৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২২ ইউক্রেনের অলিভিয়া বন্দর থেকে সিমেন্ট ক্রে নিয়ে যাওয়ার কথা ছিল- ইতালিয়ার গেভেনা বন্দরে

### ইউক্রেন ও ক্রিমিয়া সংকট

- ক্রিমিয়া উপনদীপ অবস্থিত - কৃষ্ণসাগরের উভর উপকূলে।
- ক্রিমিয়া বর্তমানে - রাশিয়ার অংশ (২০১৪ থেকে)।
- ক্রিমিয়াকে ইউক্রেনের কাছে হাতাত্তর করেছিল - সোভিয়েত নেতা নিকিতা ত্রুশেভ (১৯৫৪)
- ঐতিহাসিক ক্রিমিয়ার যুদ্ধ সংগঠিত হয় - ১৮৫৩-১৮৫৬।
- ক্রিমিয়ার রাজধানী - সিমফোর্পোল।
- ক্রিমিয়ার ঐতিহাসিক শহর - ইয়াল্টা।
- রাশিয়া ও ইউক্রেনের মধ্যে বিতর্কিত নৌঘাঁটি - সেভাতোপোল।
- নিষেধাজ্ঞায় শীর্ষ ৪ দেশ:

১. রাশিয়া	২. ইরান	৩. সিরিয়া	৪. উত্তর কোরিয়া
------------	---------	------------	------------------

### EU তে যোগদানের আবেদন

- ২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২২ সালে ইউরোপীয় ইউনিয়নে যোগদানে আবেদন স্বাক্ষর করে - ইউক্রেন।
- ৩ মার্চ, ২০২২ সদস্য পদের আবেদন করে - জর্জিয়া ও মলদোভা।
- আনুষ্ঠানিকভাবে বুলগেরিয়া ও ক্রেয়েশিয়া ইউরো মুদ্রাত্তুল দেশ হবে - ২০২৩ সালে।

### শ্রীলংকার অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংকট

- একক দেশ হিসেবে সবচেয়ে বেশি ঝণ নেয় - চীনের কাছ থেকে
- চীন শ্রীলংকার যে বন্দর ১৯ বছরের জন্য লিজ নেয় - হাস্থানটোটা বন্দর।
- শ্রীলংকার বর্তমান প্রেসিডেন্ট গোতাবায়া রাজাপক্ষের দল - পদুজানা পেরামুনা (এসএলপিপি)।
- পৃথিবীতে বর্তমানে যে দেশের আপন দুই ভাই প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রী - শ্রীলংকা
- দ্বিপ্রাণী শ্রীলংকার বর্তমান জনসংখ্যা - ২ কোটি ২০ লাখ
- ২০১৯ সালে "ইস্টার বোমা হামলা" ঘটে যে দেশে - শ্রীলংকা
- বর্তমানে শ্রীলংকার ঝণ রয়েছে - ৩৩ বিলিয়ন ডলার
- বর্তমানে শ্রীলংকার মাথাপিছু ঝণ রয়েছে - ১৬৫০ মার্কিন ডলার
- ৪ এপ্রিল ২০২২ সাল পর্যন্ত শ্রীলংকার রিজার্ভ - ২ বিলিয়ন ডলার
- ইউক্রেনে যুদ্ধ শুরু হলে তীব্র বিদেশী মুদ্রার সংকটে পড়ে ঝানে জরিনিত - শ্রীলংকা
- চৰম মুদ্রাক্ষীতি দেখা দিলে দেওলিয়া ঘোষণা করে - শ্রীলংকাকে
- বাংলাদেশ ব্যাংক সোয়াপের আওতায় প্রথম যে দেশকে ঝণ দেয় - শ্রীলংকাকে। (২৫ কোটি মার্কিন ডলার)
- দক্ষিণ এশিয়ায় মুদ্রাক্ষীতিতে শীর্ষ দেশ - শ্রীলংকা
- শ্রীলংকা যে কারণে অর্থনৈতিক সংকটে পড়েছে-
  - ২০১৯ সালে শ্রীলংকার কলম্বোতে বোমা হামলার ফলে পর্যটনে ধ্বন নামে।
  - ২০২১ সালে রাসায়নিক সার নিষিদ্ধ করে ফসল উৎপাদনের পদক্ষেপ নেয় ফলে খাদ্য উৎপাদন কমে যায়।
  - ২০২০ সালে করোনার প্রভাবে লাভজনক পর্যটন শিল্প ও বিদেশি শ্রমিদের হতে রেমিটেন্স অনেকক্ষণই কমে যায় ফলে বৈদেশি মুদ্রার রিজার্ভ হাস পায়।
  - মাহিন্দ্র রাজাপাক্সে নির্বাচনী ইশতেহার অনুযায়ী ভ্যাটের পরিমাণ ১৫% থেকে কমিয়ে ৮% ধার্য করেন ফলে রাজ্য আয় কমে যায়।
  - বিদেশী ঝণ নিয়ে শ্রীলংকা অনেক মেগা প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে না পারায় ঝণ সংকটে পতিত হয়।

➤ শ্রীলংকার কেন্দ্রীয় ব্যাংক - Central Bank Of Sri Lanka

➤ বর্তমানে দেওলিয়া ঘোষণা করা হয় - ২টি দেশকে

১) লেবানন	৪ এপ্রিল, ২০২২
২) শ্রীলংকা	১২ এপ্রিল, ২০২২

### পাকিস্তানের রাজনৈতিক সংকট

- পাকিস্তানের ইতিহাসে অনাধ্য ভোটে হেরে যাওয়া প্রথম প্রধানমন্ত্রী - ইমরান খান (১৭৪ ভোটে)
- ইমরান খান অনাধ্য ভোটে হেরে যান - ৯ এপ্রিল, ২০২২
- ইমরান খানের রাজনৈতিক দল - পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনসাফ
- ইমরান খান পাকিস্তানের ২২তম প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ক্ষমতা গ্রহণ করেন - ২০১৮ সালে
- পাকিস্তানের আইন সভার মোট আসন - ৩৪২টি
- অনাধ্য ভোটে পাসের জন্য প্রয়োজন - ১৭২টি ভোট
- ইমরান খানের বিপক্ষে অনাধ্য ভোট পড়ে - ১৭৪টি
- ১৭৪টি ভোটের মাধ্যমে ২৩তম নতুন প্রধানমন্ত্রী হন - শাহবাজ শরীফ
- শাহবাজ শরীফের রাজনৈতিক দল - পিএমএল-এন
- শাহবাজ শরীফ ৩৪ সদস্যের মন্ত্রীসভার শপথ গ্রহণ - ১৯ এপ্রিল, ২০২২
- পাকিস্তানের প্রথম নারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী হন - হিনা রাকবানী খান
- পাকিস্তানের বর্তমান প্রেসিডেন্ট - আরিফ আলভি
- পাকিস্তানের অনাধ্য প্রাত্বাবের মুখোযুখি প্রধানমন্ত্রী - ৩ জন
- পাকিস্তানের
- পাকিস্তানের ইতিহাসে কোন প্রধানমন্ত্রীই এখন পর্যন্ত মেয়াদ পূর্ণ করতে পারেন নি।

### রিপোর্ট ও সমীক্ষা - ২০২১/২২

রিপোর্টের নাম	শীর্ষ দেশ	সর্বনিম্ন দেশ	বাংলাদেশের অবস্থান
প্রবাসী আয় সূচক- ২০২২	ভারত	২য় দেশ চীন	৫ম
অর্থনৈতিক স্বাধীনতা সূচক ২০২২***	সিঙ্গাপুর	উত্তর কোরিয়া	১৩৭তম
চীন হাউস গ্যাস নিঃসরণ সূচক ২০২১	চীন (২৭%)	যুক্তরাষ্ট্র (১১%)	-
টেকসই উন্নয়ন (SDG) রিপোর্ট ২০২১	ফিনল্যান্ড	মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্র	১০৯তম
ধনী দেশ সূচক ২০২১	লুক্সেমবুর্গ	বুর্কিন্তি	১৪০তম
বিশ্বের বাসযোগ্য শহর সূচক ২০২১***	অকল্যান্ড, নিউজিল্যান্ড	দামেক, সিরিয়া	৭৫৬-১৩৭ নিম্নতম- ৩য়
মানব সম্পদ সূচক ২০২১	সিঙ্গাপুর	মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্র	১২৩তম
বৈশ্বিক উভাবন সূচক- ২০২১	সুইজারল্যান্ড	ইয়োরেন	১১৬তম
Global Fire Power (GFP) - ২০২২	যুক্তরাষ্ট্র	ভুটান	৪৫তম
বৈশ্বিক শান্তি সূচক - ২০২১	আইসল্যান্ড	আফগানিস্তান (অশান্তির দেশ)	৯১ তম

E-Government Development – ২০২১	ডেনমার্ক ***	দক্ষিণ সুদান	১১৫তম
বিশ্ব গণমাধ্যম স্থায়ীনতা সূচক -২০২২	নরওয়ে ***	উত্তর কোরিয়া	১৬২ তম
আইনের শাসন সূচক - ২০২১	ডেনমার্ক ***	ভেনিজুয়েলা	১২৪তম
সুখ সূচক -২০২২***	ফিনল্যান্ড	-	৯৪তম
গণতন্ত্র সূচক -২০২২	নরওয়ে	আফগানিস্তান	৭৫তম
নারী নিরাপত্তা সূচক - ২০২১	নরওয়ে	আফগানিস্তান	১৫২তম
সামরিক সূচক - ২০২১***	যুক্তরাষ্ট্র, ২য়-রাশিয়া, তৃতীয়-চীন	ভুটান	৪৫তম
জাতীয় সাইবার নিরাপত্তা সূচক-২০২২	ফ্রিস	দক্ষিণ সুদান	৩২তম
বৈশ্বিক টেকসই খাদ্য সূচক-২০২২	সুইডেন	মাদাগাস্কার	৪৪তম
হেল্লী পাসপোর্ট সূচক-২০২২	জাপান ও সিঙ্গাপুর	-	১০৪তম
বৈশ্বিক স্ক্রাস সূচক-২০২২	আফগানিস্তান	ভুটান	৪০তম

রিপোর্ট	শীর্ষদেশ	বাংলাদেশের অবস্থা
বৈশ্বিক বায়ুমান প্রতিবেদন ২০২২	বায়ু দূষণের শীর্ষ দেশ বাংলাদেশ	-
শব্দ দূষণে	বাংলাদেশ	-
দূষিত রাজধানী	নয়া দিল্লি, ভারত	ঢাকার (২য়)

- জাহাজ ভাসায় শীর্ষ দেশ- বাংলাদেশ (২৫৪টি)
  - ভালো বায়ুমানে বাংলাদেশের শীর্ষ জেলা- মাদারীপুর
  - অতিরিক্ত দূষিত বায়ুর জেলায় শীর্ষ- গাজীপুর
- সাক্ষরতার হার-২০২২**
- সাক্ষরতার হার (৭ বছর+)- ৭৫.২% (পুরুষ: ৭৭.৪% এবং নারী: ৭২.৯%)।
  - সাক্ষরতার হার বেশি যে বিভাগে- বরিশাল (৮৩.৩%)।
  - সাক্ষরতার হার কম যে বিভাগে- ময়মনসিংহ (৬৫.৩%)।
  - সাক্ষরতার হার বেশি যে জেলায়- পিরোজপুর (৮৭.৭%)।
  - সাক্ষরতার হার কম যে জেলা- জামালপুর (৫৫.১%)।

### Ethnologue এর ভাষাচিত্র

সর্বাধিক ভাষার দেশ	পাপুয়া নিউগিনি (৮৪০টি), ইন্দোনেশিয়া (৭১৫টি)।
সর্বাধিক ব্যবহৃত ভাষা	ইংরেজি (১৩৪৮ মিলিয়ন)
মাতৃভাষা হিসেবে ব্যবহৃত সর্বাধিক ভাষা	মাদারিন (১১২০ মিলিয়ন)
মাতৃভাষা হিসেবে বাংলা ভাষার অবস্থান	৫ম (২৬৮ মিলিয়ন)
ব্যবহারকারীর দিয়ে বাংলা ভাষার অবস্থান	৬ষ্ঠ

প্রবর্তী সকল আপডেট ও বইটির উপরে ধারাবাহিকভাবে পরীক্ষা দিতে Join করুন 'Mihir's GK পেইজে'

অন্তর্বর্তী আমদানি-রঙানি প্রতিবেদন ২০২২	
অন্তর্বর্তী আমদানি-রঙানি শীর্ষদেশ	যুক্তরাষ্ট্র
অন্তর্বর্তী আমদানি-রঙানি শীর্ষদেশ	সৌন্দি আরব
অন্তর্বর্তী আমদানি-রঙানি বাংলাদেশের অবস্থান	২৪তম
বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি অন্তর্বর্তী আমদানি করে	চীন থেকে
সামরিক ব্যয়ে বিশ্বের শীর্ষদেশ	যুক্তরাষ্ট্র
বিনিয়োগ প্রাপ্তিতে শীর্ষ দেশ	যুক্তরাষ্ট্র
বিনিয়োগে শীর্ষ দেশ	চীন
বাংলাদেশে বিনিয়োগে শীর্ষ দেশ	নেদারল্যান্ডস

তেল-গ্যাস প্রতিবেদন -২০২২	
তেল উৎপাদনে শীর্ষ দেশ	যুক্তরাষ্ট্র
তেল রঙানীতে শীর্ষ দেশ	সৌন্দি আরব
তেল আমদানীতে শীর্ষ দেশ	চীন
উত্তোলনযোগ্য তেল মজুদে শীর্ষ দেশ	ভেনিজুয়েলা
গ্যাস উৎপাদন, রঙানী ও রিজার্ভে শীর্ষ দেশ	রাশিয়া
গ্যাস আমদানীতে শীর্ষ দেশ	জার্মানি
তেল রঙানীর অর্থকে বলে	পেট্রো ডলার

বিশ্ব বাণিজ্য পরিসংখ্যান পর্যালোচনা-২০২২	
বিশ্বে রঙানীতে শীর্ষ দেশ	চীন
বিশ্বে আমদানিতে শীর্ষ দেশ	যুক্তরাষ্ট্র
বিশ্বে পোশাক রঙানীতে শীর্ষ দেশ	চীন
বিশ্বে পোশাক আমদানিতে শীর্ষ দেশ	যুক্তরাষ্ট্র
বিশ্বে বজ্র আমদানিতে শীর্ষ দেশ	যুক্তরাষ্ট্র
তৈরি পোশাক রঙানীতে বাংলাদেশ	২য়
বজ্র আমদানিতে বাংলাদেশ	৬ষ্ঠ
বিশ্বে আমদানিতে বাংলাদেশের অবস্থান	৪৯তম

রেমিটেস প্রাপ্তিতে শীর্ষ ৫ দেশ		
ক্রম.	দেশ	রেমিটেস প্রাপ্তি
১ম	ভারত**	৮৩.১ বিলিয়ন ডলার
২য়	চীন	৫৯.৫ বিলিয়ন ডলার
৩য়	ফিলিপাইন	৩৪.৯ বিলিয়ন ডলার
৪র্থ	পাকিস্তান	২৬.১ বিলিয়ন ডলার
৫ম	বাংলাদেশ****	২১.৭ বিলিয়ন ডলার

- বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি লোক পাঠায় ও রেমিটেস পায়- সৌন্দি আরব থেকে
- ১ জানুয়ারি, ২০২২ সালে প্রবাসী আয়ে প্রগোদনা ২% থেকে বেড়ে হয়- ২.৫%

তৈরি পোশাক রঙানী		
ক্রম	রঙানীকৰী দেশ	রঙানী আয়
প্রথম	চীন	
দ্বিতীয়	বাংলাদেশ	৩,৫৮০ কোটি ডলার
তৃতীয়	ভিয়েতনাম	৩১০৮ কোটি ডলার

আন্তর্জাতিক সংস্থার সম্মেলন ***				জাতিসংঘ জলবায়ু সম্মেলন : COP -26		
নাম	তারিখ	সময়কাল	ছান			
ব্রিক্স (BRICS)	১৩তম	২০২১	ভারত			
ব্রিক্স (BRICS)**	১৪তম	২০২২	চীন			
ব্রিক্স (BRICS)	১৫তম	২০২৩	দক্ষিণ আফ্রিকা			
জি-৭ (G-7)***	৪৭তম	১১-১৩ জুন, ২০২১	কর্ণওয়াল, মুন্ডুরাজ্য			
জি-৭ (G-7)***	৪৮তম	২০২২	জার্মানি			
জি-২০ (G-20) *	১৬তম	২০২১	রোম, ইতালি			
জি-২০ (G-20) ***	১৭তম	২০২২	বালি, ইন্দোনেশিয়া			
জি-২০ (G-20) **	১৮তম	২০২৩	নয়াদিল্লী, ভারত			
ডি-৮ (D-8) ***	১০ম	৮ এপ্রিল, ২০২১	ঢাকা, বাংলাদেশ			
ডি-৮ (D-8) ***	১১তম		মিশন			
সার্ক (SAARC)	২০তম	২০২২	ইসলামাবাদ, পাকিস্তান			
OIC	১৫তম	২০২২	গান্ধীয়া			
কমনওয়েলথ	২৬তম	২০-২৬ জুন ২০২২	কিগালি, রুয়ান্ডা			
LDC সম্মেলন	৫ম	২০২২	দোহা, কাতার			
NATO	৩১তম	১৪ জুন, ২০২১	ট্রাসেলস, বেলজিয়াম			
NATO**	৩২তম	২০২২	মাদ্রিদ, স্পেন			
NATO**	৩৩তম	২০২৩	ভিলিনিয়াস, লিপুনিয়া			
ন্যাম	১৯তম	২০২৩	উগান্ডা			
আন্তর্জাতিক এইচসি সম্মেলন	২৪তম	২০২২	মাদ্রিদ, কানাডা			
আরবলীগ	৩১তম		আলজেরিয়া			
আসিয়ান	৪০ ও ৪১তম	২০২২	কখোড়িয়া			
অ্যাপেক	২৯তম		ব্যাংকক, থাইল্যান্ড			
অ্যাপেক	৩০তম	২০২৩	যুক্তরাষ্ট্র			
২০২২ সালে যে সম্মেলন হয়েছে***				COP পরিবর্তী সম্মেলন		
আফ্রিকান ইউনিয়ন	৩৫তম	৫-৬ ফেব্রুয়ারি ২০২২	অন্দিস আবাবা, ইথিওপিয়া	সম্মেলনের নাম	সময়কাল	অনুষ্ঠিত হবে
মিউনিখ নিরাপত্তা সম্মেলন	৫৮তম	১৮-২০ ফেব্রুয়ারি	মিউনিখ, জার্মানি	COP-27	৭-১৮ নভেম্বর, ২০২২	শার্প অল শেখ, মিশন
Gas Exporting Countries Forum (GECF)	৬ষ্ঠ	২০-২২ ফেব্রুয়ারি ২০২২	দোহা, কাতার	COP-28	৬-১৭ নভেম্বর, ২০২৩	সংযুক্ত আরব আমিরাত
বিম্সটেক (BIMSTEC) **	৫ম	৩০ মার্চ, ২০২২	কলম্বো, শ্রীলঙ্কা	স্টকহোম +৫০	২-৩ জুন, ২০২২	স্টকহোম, সুইডেন
OIC পররাষ্ট্রমণ্ডলী সম্মেলন	৪৮তম	২২-২৩ মার্চ, ২০২২	ইসলামাবাদ পাকিস্তান	পরিবেশ বিষয়ক তথ্য		
IPU সম্মেলন	১৪৪তম	২০-২৪ মার্চ, ২০২২	বালি, ইন্দোনেশিয়া			
FAO এশিয়া ও প্যাসিফিক আঞ্চলিক সম্মেলন (APRC)	৩৬তম	৮-১১ মার্চ ২০২২	ঢাকা, বাংলাদেশ			

বিভিন্ন সংজ্ঞার উকুলপূর্ণ ব্যক্তি ***		বাংলাদেশ থেকে সভাপতি	
সংজ্ঞা	অধ্যান	সংজ্ঞার নাম	সভাপতি
জাতিসংঘ (UN)	আজেন্টেনও ফেডেরেশন, প্রদূষণ (১৯ম মহাসচিব)	CVF, D-8, BIMSTEC	প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা
বিশ্বব্যাকে (WB)	ডেভিড ম্যালপাস, ১০ তম (USA)	V-20	আ. স. ম. মোজাফফা কামাল
ইসলামি সহযোগিতা সংজ্ঞা (OIC)	হাসেইন ইব্রাহিম তাহার, ১২তম (শাদ/চাল)	World Food Programme (WFP)	মো: শার্মিম আহসান
কমনওয়েলথ	প্রাচীনস্য কল্যাণ (মুক্তবাজা)		
বিমস্টেক (BIMSTEC)	তেনজিন লেকফেল (ডুটিন)	বাংলাদেশ বর্তমানে যে সংজ্ঞাগুলোর সভাপতি	
আন্তর্জাতিক মুদ্রা সংজ্ঞা (IMF)	জিন্যুল্লাহ জারিজেভা (কুর্মোরিয়া)	D-8	UN WOMEN
ইউনেস্কো (UNESCO)	আব্রে আজলে (ফ্রান্স)	UN Peacebuilding	WFP
ন্যাটো (NATO)	জেনেস স্ট্রেলেনবার্গ (নরওয়ে)	জিভিপি'র চূড়ান্ত হিসাব-২০২২	
আসিয়ান (ASEAN)	লিমজাক হাই, ১৪তম (ক্রুনাই)	> মাধ্যপিক্ত আয়- ২১৯১ মার্কিন ডলার	
সার্ক (SAARC)	এলেন গোরেনবুল, ১৪তম (শ্রীলঙ্কা)*	> মাধ্যপিক্ত জিভিপি- ২৪৬২ মার্কিন ডলার	
আরব লীগ (Arab League)	আহমেদ আবুল ফেজিত (মিশর)	> জিভিপির প্রবৃক্ষির হার- ৬.৯৪%	
ফিফা (FIFA)	জিয়ান্না ইমফার্জিনো (সুইজারল্যান্ড)	> প্রবৃক্ষির হার- কৃষি খাতে ৩.১৭%, শিল্প খাতে- ১০.২৯%, সেবা খাতে- ৫.৭০%	
FAO (বাদ্য ও কৃষি সংজ্ঞা)	কিউ মানগিড (চীন)	> জিভিপিতে অবদান- কৃষি খাতে ১২.০৭%, শিল্প খাতে- ৩৬.০১%, সেবা খাতে- ৫১.৯২%	
D-8	ইস্যাক আবুল কান্দর ইমাম (নাইজেরিয়া)	> জিভিপিতে অবদান- বেশি- সেবা খাতের	
অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল	আগনেস কল্পুমার্ট (ফ্রান্স)	> প্রবৃক্ষির হার সবচেয়ে বেশি- শিল্প খাতে	
WHO - মহাপরিচালক	তেনরেস আবানোম কেন্টেরাসুস, ৯ম (ইথিওপিয়া)	> বাংলাদেশে মোট জনসংখ্যা- ১৬ কোটি ১১ লক্ষ ১০ হাজার	
WTO (ভিস্টিও)	গোজা কেনেজে উইয়ালা (নাইজেরিয়া)	> মারিস্টো শীর্ষ জেলা- কৃতিক্যাম	
আন্তর্জাতিক সংজ্ঞার সদস্য ও সর্বশেষ দেশ			
নাম	সদস্য	সর্বশেষ সদস্য	
বিশ্ব বাণিজ্য সংজ্ঞা (WTO)**	১৬৪	আফগানিস্তান (২০১৬)	
ওপেক (OPEC)***	১০	কসো প্রজাতন্ত্রী (২০১৮)	
ন্যাটো (NATO) ***	৫০	উগ্র মেসিজেনিয়া (২০২০)	
ফিফা (FIFA)	২১১	জিনালিটার (২০১৬)	
আফ্রিকান ইউনিয়ন (AU)	৫৫	মরকো (২০১৭)	
ইউরোপীয় ইউনিয়ন (EU)**	২৭	জেনেভারিয়া (২০১৩)	
সিরভাপ (CIRDAP)	১০	ফিঝি (২০১০)	
ইউরো জোনের সদস্য	১৯	লিপুন্যা (২০১৫)	
ইউনেস্কো (UNESCO)	১৯০	ফিলিপ্পাইন (২০১৮)	
বিশ্বব্যাকে ***	১৮৯	নাউরু	
IMF ***	১৯০	এণ্ডোরা (২০২০)	
বিমস্টেক (BIMSTEC)	৭	নেপাল ও তুনিস (২০০৮)	
সার্ক (SAARC)	৮	আফগানিস্তান (২০০৭)	
আই.এল.ও (ILO)	১৮৭	চৌবা	
IAEA (আন্তর্জাতিক অধিবিক পর্ক সংজ্ঞা)	১৭০	সামোয়া (২০২১)	
LDC(Least Developed Countries)	৪৬	সর্বশেষ কোরে হয়- অন্যান্য (২০২০)	
TPP (Trans Pacific Partnership)	১১	আলান (২০১৭)	
FAO (Food and Agriculture Organization)	১৯৭	ক্রুনাই, সিসামুর ও লাক্ষদ্বীপ সুবান	
WHO (World Health Organization)	১৯৮	দক্ষিণ সুদান	
ইন্টারপোল (Interpol)	১৯২	মাইক্রোনেশিয়া (২০২১)	

### করমুক্ত আয়সীমা

সাধারণ ব্যক্তির করমুক্ত আয়সীমা	৩ লক্ষ টাকা ***
মহিলা ও ৬৫ বছরের উর্ধ্ব ব্যক্তি	৩ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা
প্রতিবন্ধী ব্যক্তি করমুক্ত আয়সীমা	৪ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা
গেজেটভুক্ত যুদ্ধাত্মক মুক্তিযোদ্ধা	৪ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা

### বাজেট নিয়ে বিশেষ তথ্য

- কৃষি কাজে ভর্তুকি - ৯ হাজার ৫০০ কোটি টাকা।
- পদ্ধা সেতুর জন্য বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে - ৫ হাজার কোটি টাকা। \*\*\*
- করোনা মোকাবেলায় বাজেটে বরাদ্দ - ১০ হাজার কোটি টাকা। \*\*\*
- বাংলাদেশে এ পর্যন্ত অন্তর্বর্তীকালীন বাজেট ছিল - ১টি (১৯৯৬-৯৭ অর্থ বছরে)।
- প্রথম বাজেট উত্থাপনকারী (১৯৭২-৭৩) - তাজউদ্দিন আহমদ।
- প্রথম বাজেটের আকার ছিল- ৭৮৬ কোটি টাকা।
- প্রথম জেলা বাজেট পায় - টাঙ্গাইল।
- সংবিধানে বাজেটকে বলা হয়- Annual Financial Statement. (অনুচ্ছেদ ৮৭)
- বাজেটের আকারে শীর্ষ দেশ - যুক্তরাষ্ট্র (২য় দেশ - চীন)।
- বাংলাদেশ সরকার সর্বোচ্চ আয় করে যে খাত থেকে - মূল্য সংযোজন কর (মূসক/VAT)

### অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০২১ \*\*\*

- প্রতি বছর 'বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা' প্রকাশিত হয়- অর্থ মন্ত্রণালয়ের 'অর্থ বিভাগ' থেকে।
- মোট জনসংখ্যা - ১৬ কোটি ৮২ লক্ষ।
- জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার- ১.৩৭%।
- জনসংখ্যার ঘনত্ব - ১১৪০ জন (প্রতি বর্গ কি.মি.)।
- নারী-পুরুষের অনুপাত - ১০০ : ১০০.২।
- মাথাপিছু আয় - ২২২৭ মার্কিন ডলার। \*\*\*
- মাথাপিছু জিডিপি - ২০১৭ মার্কিন ডলার।
- মূদ্রাস্ফীতি - ৫.৫৬%। প্রতি হাজারে শিশু মৃত্যুর হার - ২১ জন।
- জিডিপি'র প্রবৃদ্ধি হার - ৫.৪৭%।
- সাক্ষরতার হার - ৭৫.২ শতাংশ। \*\*\*
- দারিদ্র্যের হার - ২০.৫ শতাংশ।
- চরম দারিদ্র্যের হার - ১০.৫ শতাংশ।
- প্রত্যাশিত গড় আয়কাল - ৭২.৮ বছর। (পুরুষ - ৭১.১, নারী- ৭৪.৫)
- শ্রম শক্তিতে নিয়োজিত - কৃষি ৪০.৬%, শিল্প ২০.৪% ও সেবাখাত ৩৯ শতাংশ। \*\*\*
- পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নতি - ৮১.৫ শতাংশ।
- সুপেয় পানি পান - ১৮.৩ শতাংশ।
- বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি রঙ্গানি করে - যুক্তরাষ্ট্র (তৈরি পোশাক)।
- বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি রঙ্গানি করে - চীন থেকে।
- বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি রেমিট্যান্স পায় - সৌদি আরব থেকে।
- বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ- ৪৬.৪ বিলিয়ন, রঙ্গানি আয়- ৩৭.৮৮ বিলিয়ন ডলার।
- আমদানি আয়- ৬০.৬৮ বিলিয়ন ডলার।
- রেমিটেন্স- ২৪.৭৭ বিলিয়ন ডলার।

- হৃল জন্মহার (প্রতি হাজারে)- ১৮.১
- হৃল মৃত্যুহার (প্রতি হাজারে)- ৫.১
- মোট ব্যাংক- ৬১টি (রাষ্ট্রায়ত্ব বাণিজ্যিক ব্যাংক- ৬টি, বিশেষায়িত ব্যাংক- ৩টি, বেসরকারি ব্যাংক- ৪৩টি ও বৈদেশিক ব্যাংক- ৯টি)
- গর্ভ নিরোধক ব্যবহারের হার- ৬৩.৪ শতাংশ।
- ডাক্তার ও জনসংখ্যার অনুপাত- ১৪.১৭২৪।

নোট: বিবিএস রিপোর্ট অনুযায়ী বর্তমান মাথাপিছু আয়- ২৫৯১ মার্কিন ডলার (১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২২)

### গ্রীষ্মকালীন টোকিও অলিম্পিক- ২০২০

- আসর- ৩২তম, মাঝট- মিরাইটোভা
- সাগরিক শহর- টোকিও, জাপান
- সময়কাল- ২৩ জুলাই থেকে ৮ আগস্ট, ২০২১
- নীতিব্যাক্য- United By Emotion
- মোগান- Discover Tomorrow
- উদ্বোধনী অনুষ্ঠান- ন্যাশনাল অলিম্পিক স্টেডিয়াম।
- অংশগ্রহণকারী জাতি- ২০৫ টি
- ২য় বারের মতো আয়োজক- টোকিও, জাপান
- সবচেয়ে বেশি পদক লাভ করে- যুক্তরাষ্ট্র (৩৯টি স্বর্ণসহ ১১৩টি)
- দ্বিতীয় সর্বোচ্চ পদক লাভ করে- চীন (৩৮ টি স্বর্ণপদকসহ ৮৮টি)
- ২০২০ অলিম্পিকে লরেল সমাননা পান- ড. মুহাম্মদ ইউনুস
- বাংলাদেশ থেকে টোকিও অলিম্পিকে ৪টি ইভেন্টে অংশগ্রহণ করে- ৬ জন (রোমান সানা দ্বিতীয় রান্ড খেলেন আর্চারিতে)
- টোকিও অলিম্পিকে প্রথম স্বর্ণপদক লাভ করে- চীনের শুটার কিয়ান ইয়ং।
- টোকিও অলিম্পিকে জ্যাভলিন প্রাতে স্বর্ণপদক পান- ভারতের নীরাজ চোপড়া
- টোকিও অলিম্পিকে সর্বকনিষ্ঠ স্বর্ণপদক জয়ী- জাপানের মিমিজি নিশিয়া
- টোকিও অলিম্পিকে দক্ষিণ এশিয়ায় একমাত্র স্বর্ণপদক পান- ভারত
- প্রথম ট্রাইঅ্যান্ডের মানুষ হিসেবে অলিম্পিক খেলার অনুমতি পান- নিউজিল্যান্ডের লরেল হাবার্ড
- দ্রুততম মানব- মার্সেল জ্যাকবস (ইতালি)
- দ্রুততম মানবী- অ্যালেইন থম্পসন হেরাহ (জ্যামাইকা)
- প্রথম নারী সাতারু হিসেবে অলিম্পিকের ইতিহাসে ব্যক্তিগত বিভাগে ৬টি সোনা জিতেন- কেটি লেডেকি (যুক্তরাষ্ট্র)
- অলিম্পিক গেমসে ক্রিকেট যুক্ত হবে- ২০২৮ সালে

### বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের বর্তমান অধিনায়ক

খেলা	অধিনায়ক
টেস্ট	মুমিনুল হক (১১তম)
ওয়ানডে	তামিম ইকবাল (১৪তম)
টি-২০	মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ (৬ষ্ঠ)

### বাংলাদেশ নারী ক্রিকেট দলের স্ট্যাটাস লাভ

ফরম্যাট	স্ট্যাটাস লাভ
ওয়ানডে স্ট্যাটাস লাভ	২০১১ সালে
টি-২০ স্ট্যাটাস লাভ	২০১১ সালে
টেস্ট স্ট্যাটাস লাভ	১ এপ্রিল, ২০২১ সালে

### দক্ষিণ আফ্রিকায় বাংলাদেশের ওয়ানডে সিরিজ জয়

- দক্ষিণ আফ্রিকার মাটিতে বাংলাদেশ ওয়ানডে ক্রিকেট দল প্রথমবারের মতো সিরিজ জয়লাভ করে- ২০২২ সালে।
- সিরিজ জয়লাভ করে- ২-১ এ।
- এটি বাংলাদেশের- ৩০তম ওয়ানডে সিরিজ জয়।
- বিদেশের মাটিতে এটি- সপ্তম সিরিজ জয়।
- প্রথম ওয়ানডে সিরিজ জয়লাভ করে- কেনিয়ার বিপক্ষে (২০০৬)।
- সিরিজে বাংলাদেশের পক্ষে সেঞ্চুরি করেন- লিটন কুমার দাস।
- বাংলাদেশের পক্ষে এক ম্যাচে ৫ উইকেট পান- তাসকিন আহমেদ।
- বাংলাদেশ ওয়ানডে ক্রিকেট দলের বর্তমান অধিনায়ক- তামিম ইকবাল খান।
- দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে জয়ে ম্যান অব দ্য টুর্নামেন্ট হন- তাসকিন আহমেদ (৩ ম্যাচে ৮ উইকেট)।

### নারী বিশ্বকাপ-২০২২

- নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপ ২০২২ জয়ী দল- অস্ট্রেলিয়া।
- রানার্স আপ দল- ইংল্যান্ড। আয়োজক দেশ- নিউজিল্যান্ড।
- অংশগ্রহণকারী দেশ- ৮টি।
- টুর্নামেন্টের সেরা খেলোয়াড়- অ্যালিসা হিলি (৫০৯ রান)।
- সর্বোচ্চ উইকেট শিকারী- সোফি একলস্টোন (২১টি)।
- প্রথম মহিলা ক্রিকেট বিশ্বকাপ অনুষ্ঠিত হয়- ১৯৭৩ সালে (ইংল্যান্ড)।
- এ পর্যন্ত ১২টি আসরে ৭বার অস্ট্রেলিয়া, ৪ বার ইংল্যান্ড ও ১ বার নিউজিল্যান্ড বিশ্বকাপ জয়লাভ করে।

### বিশ্বকাপে বাংলাদেশের নারীদের প্রথম জয়

- প্রথমবারের মতো বাংলাদেশ নারী ক্রিকেট দল ওয়ানডে বিশ্বকাপে অংশগ্রহণ করে- নিউজিল্যান্ড বিশ্বকাপ (২০২২)। (১২তম আসর)
- বিশ্বকাপে নারী ক্রিকেট দল প্রথম জয়লাভ করে- পাকিস্তানের বিপক্ষে (৯ রানে)। এটি এই বিশ্বকারে একমাত্র জয় বাংলাদেশের।
- নারী ক্রিকেট দলের বর্তমান অধিনায়ক- নিগার সুলতানা জ্যোতি।
- বিশ্বকাপে পাকিস্তানের বিপক্ষে বাংলাদেশের প্রথম জয়ে ম্যান অব দ্য ম্যাচ হন- ফাহিমা খাতুন।
- নারী বিশ্বকাপ ২০২২ সালের সেরা একাদশে জায়গা করে নেওয়া একমাত্র বাংলাদেশি- সালমা খাতুন।

### ২০২২ সালে আফগানিস্তানের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজ জয়

- বাংলাদেশ আফগানিস্তানের সাথে সিরিজ জয়লাভ করে- ২-১ ব্যবধানে।
- বাংলাদেশ আফগানিস্তানের সাথে সিরিজ জয়ের মধ্য দিয়ে প্রথম দল হিসেবে ওয়ানডে সুপার লীগ খেলার যোগ্যতা অর্জন করল।
- সিরিজে বাংলাদেশের পক্ষে সেঞ্চুরি করেন- লিটন কুমার দাস।

### সপ্তম টি-২০ বিশ্বকাপ ২০২১

- আয়োজন- ৭ম, অংশগ্রহণকারী দেশ- ১৬টি।
- সময়- ১৭ অক্টোবর- ১৪ নভেম্বর ২০২১
- ভেন্যু- ৪টি (দুবাই, শারজাহ, আবুধাবি ও মাস্টেক)।
- চ্যাম্পিয়ন- অস্ট্রেলিয়া\*\*\*, রানার্স আপ- নিউজিল্যান্ড।
- ম্যান অব দ্য ফাইনাল- মিশেল মার্শ।
- ম্যান অব দ্য টুর্নামেন্ট- ডেভিড ওয়ার্নার।
- সর্বাধিক রান সংগ্রহক- বাবর আজম (পাকিস্তান)।
- টি-২০ বিশ্বকাপে সর্বাধিক উইকেটের অধিকারী- সাকিব আল হাসান (৩১ ম্যাচে ৪১ উইকেট)।
- আন্তর্জাতিক টি-২০ বিশ্বকাপ ৪ বলে ৪টি উইকেট নেয় একমাত্র- কার্টস ক্যাসফার (আয়ারল্যান্ড)।

### ২২তম কমনওয়েলথ গেমস ২০২২

- সময়- ২৮ জুলাই- ৮ আগস্ট, ২০২২
- আয়োজক- বার্মিংহাম, যুক্তরাজ্য \*\*
- কমনওয়েলথ গেমসে পুনরায় যে খেলাটি চালু হবে - ক্রিকেট (মহিলাদের টি-২০)।
- কমনওয়েলথে সর্বশেষ ক্রিকেট খেলা অন্তর্ভুক্ত ছিল- ১৯৯৮ সালে।

### সাফ অনূর্ধ্ব-১৯ নারী ফুটবল চ্যাম্পিয়নশীপ

- আসর- দ্বিতীয়।
- ফাইনাল মুখোমুখি হয়- বাংলাদেশ ও ভারত।
- ফাইনাল খেলা ছিল- ২২ ডিসেম্বর ২০২১ (কমলাপুর বীরশ্রেষ্ঠ সিপাহী মোন্টফু কামাল স্টেডিয়ামে)
- চ্যাম্পিয়ন হয়- বাংলাদেশ (১ গোলে ভারতকে পরাজিত করে)
- ম্যাচে একমাত্র গোলটি করেন- আনাই মগিনি (বাংলাদেশ)\*\*
- বাংলাদেশ দলের অধিনায়ক ছিল- মারিয়া মান্দা।\*\*\*

### আইসিসি অ্যাওয়ার্ড-২০২১

- বর্ষসেরা ক্রিকেটার- শাহিন আফিদি (পাকিস্তান)।
- বর্ষসেরা টেস্ট ক্রিকেটার- জো রুট (ইংল্যান্ড)।
- বর্ষসেরা ওয়ানডে ক্রিকেটার- বাবর আজম (পাকিস্তান)

### ১৬তম গ্রীষ্মকালীন প্যারালিম্পিক - ২০২১

- আয়োজক- টোকিও, জাপান।
- গোপন- United by Emotion
- মাসকট- সোমেতি (যার অর্থ খুব শক্তিশালী)
- সর্বোচ্চ পদক জয়ী- চীন (২০৭টি)।
- ১৭তম প্যারা অলিম্পিক অনুষ্ঠিত হবে- ২০২৪ সালে প্যারিস, ফ্রান্স।\*\*\*\*

### এশিয়ান আর্চারি চ্যাম্পিয়নশিপ

- ২২তম এশিয়ান আর্চারি চ্যাম্পিয়নশিপে স্থানীয় দেশ- বাংলাদেশ।
- ভেন্যু- আর্মি স্টেডিয়াম, ঢাকা।
- একক চ্যাম্পিয়ন পুরুষ- নি সিয়াং ইয়ান (দক্ষিণ কোরিয়া)
- একক চ্যাম্পিয়ন নারী- লিম হা- জিন (দক্ষিণ কোরিয়া)
- প্রথম বারের মতো দ্বৈত ইভেন্টে বাংলাদেশের হয়ে রৌপ্য লাভ করেন- দিয়া সিন্দিকী ও হাকিম আহমেদ রুবেল।

### খেলাধুলা নিয়ে কিছু তথ্য

- ফিফার স্থানীয় প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক ম্যাচে সবচেয়ে বেশি গোল করেন- ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো (৮০৭)
- একদিনের আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ইতিহাসে অভিযন্তে ম্যাচে প্রথম সেঞ্চুরি করে- ডেনিস এমিস; ইংল্যান্ড
- অস্ট্রেলিয়ার কিংবদ্ধি ক্রিকেটার শেন ওয়ার্ন মৃত্যু বরণ করেন- কোহ সামুই, থাইল্যান্ড
- ২০২২ সালে ফিফা র্যাকিংয়ে প্রথম অবস্থানে রয়েছে যে দেশ- বেলজিয়াম
- কমনওয়েলথ গেমস ২০২২ এ ক্রিকেটের যে ধরনটি অন্তর্ভুক্ত করা হয়- নারী টি-২০ ক্রিকেট
- বিশ্ব টেনিস র্যাকিংয়ে প্রথম অবস্থানে রয়েছেন- নোভাক জকোভিচ (সার্বিয়া)
- শীতকালীন ও গ্রীষ্মকালীন অলিম্পিক গেমস আয়োজন করা একমাত্র শহর- বেইজিং, চীন।

- বিশ্বের প্রথম দেশ হিসেবে ১০০০তম ওয়ানডে ম্যাচ খেলে- ভারত (৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২২)
- অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ ক্রিকেটে সবচেয়ে বেশি চ্যাম্পিয়ন হয়- ভারত (৫ বার)
- ২০২২ সালের অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে নারী এককে চ্যাম্পিয়ন হয়- অ্যাশলে বার্টি (অস্ট্রেলিয়া)
- ২০২২ সালের অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে পুরুষ এককে চ্যাম্পিয়ন - রাফায়েল নাদাল (স্পেন)
- UEFA বর্ষসেরা ২০২০-২১ নির্বাচিত হন - জর্জিনহো (চেলসি)।
- ২০২০-২১ মৌসুমে ইউরোপের সর্বোচ্চ গোলদাতা পুরুষ এককে চ্যাম্পিয়ন - ইউরোপীয়ান গোভেন্স সু লাভ করেন - রবার্ট লেভান্ডোক্স (পোল্যান্ড) ৪১টি গোল।
- ব্যালন ডি'আর ২০২১ সেরা খেলোয়াড় হিসেবে লাভ করে - লিওনেল মেসি (আর্জেন্টিনা)। (এ পর্যন্ত সর্বোচ্চ ৭ টি লাভ করেন)
- ২০২০ সালে FIFA The Best পুরুষার লাভ করেন - রবার্ট লেভান্ডোক্স (পোল্যান্ড)।
- প্রথম খেলোয়াড় হিসেবে ইতিহাসে ৮০০ গোলের রেকর্ড গড়েন - পর্তুগালের ক্রিস্টিয়ানো রোলান্দো
- আন্তর্জাতিক ফুটবলে ইরানের আল দাইয়ির রেকর্ড ভেঙে সর্বোচ্চ ১১৫ গোলের মালিক - ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্দো।
- প্রথম আইসিসি ওয়ান্ড টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ অনুষ্ঠানে চ্যাম্পিয়ন হয় - নিউজিল্যান্ড (রানার্স আপ - ভারত)

#### খেলাধূলায় বাংলাদেশের বিবিধ

- বাংলাদেশ ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত ওয়ানডে সিরিজ খেলে- ৭৯টি
- মেয়েদের ওয়ানডেতে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ দলীয় রান- ২৩৪/৭ (বিপক্ষ- পাকিস্তান)
- ওয়ানডেতে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ রানের জুটি- ২০২ রান (লিটন দাস ও মুশফিকুর রহিম)
- ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২২ সপ্তম উইকেটে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রানের জুটি করে- আফিফ হোসেন ও মেহেন্দী হাসান
- বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের নতুন পেস বোলিং কোচ- অ্যালান ডেনাল্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা
- নারী বিশ্বকাপে প্রথম বাংলাদেশি হিসেবে হাফ সেঞ্চুরি করেন- ফারজানা হক পিংকি (৫২/৬৩) বিপক্ষ নিউজিল্যান্ড
- ২০২২ সালে কমনওয়েলথ গেমসে ভার উত্তোলনে অংশগ্রহণ করবে যে বাংলাদেশি খেলোয়াড়- মারিয়া আক্তার সীমান্ত ও আশিকুর রহমান তাজ
- ২০২২ সালে ফিফা র্যাঙ্কিং এ বাংলাদেশের অবস্থা- ১৮৬তম
- বাংলাদেশ নারী ফুটবল দল প্রথম বার এশিয়ান গেমসে অংশগ্রহণ করবে- ১৯তম এশিয়ান গেমস, হ্যাংকু, চীন
- আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিলের অনূর্ধ্ব-১৯ সেরা একাদশ-২০২২ যে বাংলাদেশি ছান পাও- পেস বোলার রিপন মতল
- আন্তর্জাতিক ফুটবল সংস্থা ফিফার একমাত্র বাংলাদেশি নারী কাউন্সিল সদস্য- মাহফুজা আক্তার কিরণ
- বাংলাদেশে এ পর্যন্ত ওয়ানডে সিরিজ জয় করে- ৩০টি।
- প্রতিপক্ষকে হোয়াইটওয়াশ করে বাংলাদেশ এ পর্যন্ত ওয়ানডে সিরিজ জয় লাভ করেছে - ১৪টি
- টেস্টে বাংলাদেশের ক্রিকেটে সর্বাধিক সেঞ্চুরি করেছেন - মুমিনুল হক
- প্রথম বাংলাদেশি হিসেবে ২০২১ সালের মে মাসের ICC Player of the Month নির্বাচিত হন - মুশফিকুর রহিম।

- দেশের ঘৰোয়া ক্রিকেটে প্রথম ট্রিপ্ল সেঞ্চুরিয়ান - তারিকুজ্জামান মুনির।
- ২০২১ সালে বাংলাদেশে প্রথমাবের মতো যে খেলাটির প্রচলন হয়- ডজবল (Dodgeball) প্রতি দলে ৬ জন করে খেলোয়াড় থাকে।
- আন্তর্জাতিক আচারিতে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ সাফল্য - রোমান সানা ও দিয়া সিদ্দিকীর দলগত ইভেন্টে রোপ্য লাভ।
- বাংলাদেশ রোপ্য লাভ করে যে আর্চারি প্রতিযোগিতায়- বিশ্বকাপ আর্চারি, লুজান, সুইজারল্যান্ড
- প্রথম বাংলাদেশি ক্রিকেটার হিসেবে টি - ২০ ক্রিকেটে ১০০০ রান ও ১০০ উইকেট এর মাইলফলক স্পর্শ করেন - সাকিব আল হাসান।

#### ২০২২ সালে আইসিসি অনূর্ধ্ব-১৯ ক্রিকেট বিশ্বকাপ

- আয়োজক - ওয়েস্ট ইন্ডিজ, অংশ গ্রহণকারী দেশ- ১৬
- খেলার সংখ্যা- ৬৪, ক্রিকেটের ধরন-৫০ ওভার

#### ১৩তম অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ

- সময়- ১৭ জানুয়ারি- ৯ ফেব্রুয়ারি- ২০২০।
- আসর অনুষ্ঠিত হয়- দক্ষিণ আফ্রিকা।
- চ্যাম্পিয়ন হয়- বাংলাদেশ, \*\*: রানার্স আপ- ভারত।
- প্রেয়ার অব দ্য ফাইনাল হন- আকবর আলী (বাংলাদেশ)।
- অনূর্ধ্ব-১৯ দলের অধিনায়ক ছিলেন- আকবর আলী খান।\*\*

#### কোপা আমেরিকা-২০২১

- আসর- ৪৭তম, আয়োজক দেশ- ব্রাজিল, ভেনু- ৫টি
- ফাইনাল ভেনু- মারাকানা স্টেডিয়াম, রিওডি জেনেরিও, ব্রাজিল
- বিজয়ী- আর্জেন্টিনা (১৫তম বার কোপা আমেরিকা জয়)
- ম্যান অব দ্য ফাইনাল- এঙ্গেল ডি মারিয়া (আর্জেন্টিনা)
- সেরা খেলোয়াড়/ গোভেন্স বল বিজয়ী- লিওনেল মেসি�\*\*
- সর্বোচ্চ গোলদাতা/ গোভেন্স বুট বিজয়ী- লিওনেল মেসি�\*\*\*
- সেরা গোলরক্ষক/ গোভেন্স গ্রাউন্ড বিজয়ী- এমিলিয়ানো মার্টিনেজ

#### উয়েফা ইউরো কাপ ২০২০

- আসর- ১৬তম, আয়োজক দেশ- ইংল্যান্ড
- ফাইনাল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়- ওয়েলসি, লন্ডন, ইংল্যান্ড
- চ্যাম্পিয়ন- ইতালি \*\*, রানার্সআপ- ইংল্যান্ড \*\*
- ম্যান অব দ্য ফাইনাল- লিওনার্দো বোনুচি
- প্রেয়ার অব দ্য টুর্নামেন্ট- জিয়ান লুইজি দোজ্জারম্যা (ইতালি) \*\*
- সর্বোচ্চ গোলদাতা/ গোভেন্স বুট বিজয়ী- ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্দো \*\*\*

#### বাংলাদেশী আর্চার রোমান সানা

- বিশ্ব আর্চারি চ্যাম্পিয়নশিপ অনুষ্ঠিত হয় - ১৩ জুন, ২০১৯ নেদারল্যান্ডসে
- বিশ্ব আর্চারি চ্যাম্পিয়নশিপে পদক জয়ী - আর্চার রোমান সানা।
- এশিয়া কাপ আর্চারিতে প্রথম বাংলাদেশি হিসেবে স্রষ্ট জিতেন- রোমান সানা
- ২০২১ সালে টেকিও অলিম্পিকে খেলার যোগ্যতা অর্জন করেন- রোমান সানা
- দেশের সর্বপ্রথম সরাসরি অলিম্পিকে অংশগ্রহণকারী খেলোয়াড়- গলফার সিদ্দিকুর রহমান
- ২০২০ সালে অলিম্পিকে প্রথম বাংলাদেশি হিসেবে আর্চারিতে দ্বিতীয় রাউন্ডে উঠেন- রোমান সানা

### আগাম আসরগুলো (প্রতি বছর ১/২ টি প্রশ্ন থাকে)

#### কাতারে ২০২২ সালে বিশ্বকাপ ফুটবল

- আয়োজক দেশ - কাতার, আসর - ২২তম।
- মাস্টে - লায়েব, বল - আল রিহলা (অর্থ - ভ্রমণ) Adidas কোম্পানির তৈরী
- উদ্বোধনী ম্যাচ - ২১ নভেম্বর ২০২২ (আল-বাইত স্টেডিয়াম)
- ফাইনাল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে কাতারের জাতীয় দিবসে - ১৮ ডিসেম্বর ২০২২ (লুসাইল স্টেডিয়াম, কাতার)।
- অংশগ্রহণ করবে - ৩২টি দেশ এবং ভেন্যু - ৮টি।
- বিশ্বকাপ ফুটবলের প্রথম আয়োজক মুসলিম দেশ - কাতার।
- কাতারের সবচেয়ে বড় স্টেডিয়াম - লুসাইল স্টেডিয়াম।

**Note:** ২০১৮ সালে ২১তম বিশ্বকাপ ফুটবল অনুষ্ঠিত হয়- রাশিয়ায় (চ্যাম্পিয়ন হয়- ফ্রাঙ্ক)

#### ২৩তম বিশ্বকাপ ফুটবল-২০২৬

- আয়োজক দেশ - যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, মেক্সিকো
- অংশগ্রহণ করবে - ৪৮ টি দেশ, ভেন্যু - ১২টি
- ফাইনাল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে- মেটলাইফ স্টেডিয়াম, নিউইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্র
- মোট ম্যাচ হবে-৮০টি (যুক্তরাষ্ট্র-৬০টি, কানাডা-১০টি, মেক্সিকো- ১০টি)।
- ২০২৬ সালে প্রথমবারের মতো ফুটবল বিশ্বকাপ আয়োজন করবে - কানাডা।

### পরবর্তী আয়োজন

ফুটবল টুর্নামেন্ট	সাল	আয়োজক
৯ম নারী বিশ্বকাপ ফুটবল	২০২৩	অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড
১৮তম এশিয়া কাপ ফুটবল	২০২৩	চীন
১৭তম ইউরো ফুটবল	২০২৪	জার্মানি
২৪ তম বিশ্বকাপ ফুটবল	২০৩০	আর্জেন্টিনা, প্যারাগুয়ে, উরুগুয়ে ও চিলি
৪৮তম কোপা আমেরিকা	২০২৪	ইকুয়েডর

ক্রিকেট টুর্নামেন্ট	সাল	আয়োজক
৮ম টি-২০ বিশ্বকাপ	২০২২	অস্ট্রেলিয়া
১৫তম এশিয়া কাপ	২০২২	শ্রীলঙ্কা
১৩ তম বিশ্বকাপ ক্রিকেট	২০২৩	ভারত
৯ম টি-২০ বিশ্বকাপ	২০২৪	উইল্ডজ, যুক্তরাষ্ট্র
১৪ তম বিশ্বকাপ ক্রিকেট	২০২৭	দক্ষিণ আফ্রিকা, নামিবিয়া ও জিম্বাবুয়ে
১৫ তম বিশ্বকাপ ক্রিকেট	২০৩১	বাংলাদেশ, ভারত

অলিম্পিক গেমস	সাল	আয়োজক
৩০তম গ্রীষ্মকালীন অলিম্পিক	২০২৪	প্যারিস, ফ্রাঙ্ক
৩৪তম গ্রীষ্মকালীন অলিম্পিক	২০২৮	লস এঞ্জেলস, যুক্তরাষ্ট্র
২৪তম শীতকালীন অলিম্পিক (হয়েছে)	২০২২	বেইজিং, চীন।
২৫তম শীতকালীন অলিম্পিক	২০২৬	মিলান এবং কর্তিনা, ইতালি
১৭তম প্যারাঅলিম্পিক	২০২৪	প্যারিস, ফ্রাঙ্ক

এশিয়ান গেমস	সাল	আয়োজক
১৯তম এশিয়ান গেমস	২০২২	হাংজু, চীন
২০তম এশিয়ান গেমস	২০২৬	নাগোয়া, জাপান
২১তম এশিয়ান গেমস	২০৩০	দোহা, কাতার
২২তম এশিয়ান গেমস	২০৩৪	রিয়াদ, সৌদি আরব
২২তম কমনওয়েলথ গেমস	২০২২	বার্মিংহাম, যুক্তরাজ্য
১৩তম সাফ চ্যাম্পিয়ন শীপ	২০২১	মালদ্বীপ
১২তম মহিলা বিশ্বকাপ ক্রিকেট (হয়েছে)	২০২২	নিউজিল্যান্ড

৬ষ্ঠ এশিয়ান হকি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি অনুষ্ঠিত হবে- বাংলাদেশ।

### আগাম বার্তা

২০২২	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ভারতের স্থায়ীনতার ৭৫ বছর বা প্লাটিনাম জুবিলি পালিত হবে। প্রধান অতিথি থাকবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।</li> </ul>
২০২৩	<ul style="list-style-type: none"> <li>• আশ্রয়ন প্রকল্প-২ এর কাজ শেষ হবে।</li> </ul>
২০২৪	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ক্লিপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের চুল্লি-১ থেকে জাতীয় হিতে বিদ্যুৎ যুক্ত হবে ১২০০ মেগাওয়াট</li> </ul>
২০২৫	<ul style="list-style-type: none"> <li>• FIFA চ্যাম্পিয়নশিপের ট্রফি আয়োজন করবে পাকিস্তান</li> <li>• ক্লিপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের চুল্লি-২ থেকে জাতীয় হিতে বিদ্যুৎ যুক্ত হবে ১২৪ মেগাওয়াট</li> </ul>
২০২৬	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ৩০ বছরের গঙ্গার পানি চুক্তির মেয়াদ শেষ হবে। (১৯৯৬ সালের ১২ ডিসেম্বর চুক্তি হয়)</li> <li>• বাংলাদেশ LDC থেকে ২০২৬ সালে বের হয়ে উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা লাভ করবে।</li> </ul>
২০৩০	<ul style="list-style-type: none"> <li>• টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য মাত্রা (SDG) অর্জনের মেয়াদ শেষ হবে ৩১ ডিসেম্বর।</li> <li>• পৃথিবীতে নারী-পুরুষ সমান হবে (Planet 50:50)</li> <li>• বিশ্ব এইচস যুক্ত হবে ২০৩১ সালে</li> </ul>
২০৩১	<ul style="list-style-type: none"> <li>• বাংলাদেশ উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হবে।</li> </ul>
২০৪১	<ul style="list-style-type: none"> <li>• বাংলাদেশ উন্নত দেশে পরিণত হবে।</li> </ul>
২০৪৭	<ul style="list-style-type: none"> <li>• চীনে দৈত নীতির মেয়াদ শেষ হবে।</li> </ul>
২০৬২	<ul style="list-style-type: none"> <li>• হ্যালিল ধূমকেতু আবার দেখা যাবে (৭৬ বছর পর পর দেখা যায়)</li> </ul>
২০৭১	<ul style="list-style-type: none"> <li>• বাংলাদেশের স্থায়ীনতার শতবর্ষ পালিত হবে।</li> </ul>

### পুরকার

#### স্থায়ীনতা পুরকার-২০২২

- স্থায়ীনতা পুরকার -২০২২ পেয়েছে-৯ বিশিষ্ট ব্যক্তি ও ২টি প্রতিষ্ঠান।
- পুরকার প্রদানের বিষয়- স্থায়ীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ, চিকিৎসাবিদ্যা, স্থাপত্য এবং গবেষণা-প্রশিক্ষণ ও শতভাগ বিদ্যুতায়ন।
- রাষ্ট্র কর্তৃক প্রদান করা সর্বোচ্চ বেসামরিক পদক- স্থায়ীনতা পুরকার।

#### স্থায়ীনতা পুরকার ২০২২ প্রাপ্ত বিশিষ্ট ব্যক্তি

বিশিষ্ট ব্যক্তি	অবদানের বিষয়
১. বীর মুক্তিযোদ্ধা ইলিয়াস আহমেদ চৌধুরী	স্থায়ীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ
২. শহীদ কর্নেল খন্দকার নাজমুল হুদা (বীরবিক্রম)	স্থায়ীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ
৩. বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল জালিল	স্থায়ীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ
৪. বীর মুক্তিযোদ্ধা সিরাজ উদ্দীন আহমেদ	স্থায়ীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ

### Mihir's GK Final Suggestion (বল্ল সময়ে পূর্ণাঙ্গ প্রস্তুতির জন্য সাম্প্রতিকসহ বাংলাদেশ, আন্তর্জাতিক, ভূগোল ও ICT)

৫. বীর মুক্তিযোদ্ধা মোহাম্মদ ছফিউদ্দিন বিশ্বাস (মরণোত্তর)	স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ
৬. বীর মুক্তিযোদ্ধা সিরাজুল হক (মরণোত্তর)	স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ
৭. অধ্যাপক ডা. মো. কামরুল ইসলাম	চিকিৎসাবিদ্যা
৮. অধ্যাপক ডা. কলক কান্তি বড়ুয়া	চিকিৎসাবিদ্যা
৯. সৈয়দ মাইনুল হোসেন (মরণোত্তর)	হাপত্যবিদ্যা

স্বাধীনতা পুরস্কার-২০২২ প্রাপ্ত ২টি প্রতিষ্ঠান

প্রতিষ্ঠান	অবদানের বিষয়
০১. বাংলাদেশ গম ও তৃষ্ণা গবেষণা ইনসিটিউট	গবেষণা ও প্রশিক্ষণ
০২. বাংলাদেশ বিদ্যুৎ বিভাগ	মুজিববর্ষে শতভাগ বিদ্যুতায়ন

৩. অর্থনীতি ***	ডেভিড কার্ড (কানাডা) জোওয়া ডি অ্যাংগ্রিস্ট (যুক্তরাষ্ট্র) গুইডো ড্রাইভ ইমবেস (নেদারল্যান্ডস)	ডেভিড শ্রম অর্থনীতিতে এবং অ্যাংগ্রিস্ট ও ইমবেস কার্যকরণ সম্পর্ক নিয়ে গবেষণার জন্য।
৪. চিকিৎসা	ডেভিড জুলিয়াস (যুক্তরাষ্ট্র) আরডাম পাটাপুটিয়াল (লেবানন)	মানুষের উষ্ণতা ও স্পর্শের অনুভূতি বৃক্ষতে পারার রিসেন্ট্র আবিক্ষারের জন্য।
৫. পদার্থ	সিউকুরো মানালে (জাপান) ক্লাউস হ্যাসেলম্যান (জার্মানি) জর্জিও প্যারিসি (ইতালি)	জটিল ভৌত ব্যবস্থা (ফিজিক্যাল কম্প্যুটের সিস্টেম) নিয়ে গবেষণার জন্য।
৬. রসায়ন	বেঙ্গামিন লিস্ট (জার্মানি) ডেভিড ম্যাকমিলান (যুক্তরাজ্য)	জৈব - অনুষ্টুন বিক্রিয়া (আসিমেট্রিক আর্গানোক্যাটালাইসিস) আবিক্ষারের জন্য।

### একুশে পদক ২০২২

- তাষা আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধ, শিল্পকলা, গবেষণা, ভাষা ও সাহিত্যে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে এ বছরের একুশে পদক পেয়েছেন - ২৪ গুণীজন।

নাম	ক্যাটাগরি
মির্জা তোফাজ্জল হোসেন মুকুল (মরণোত্তর)	ভাষা আন্দোলন (দুজন)
এম এ মতিন (মরণোত্তর)	
বীর মুক্তিযোদ্ধা মো. মতিউর রহমান সৈয়দ মোয়াজ্জেম আলী (মরণোত্তর)	মুক্তিযুদ্ধ (চারজন)
কিউ এ বি এম রহমান, আমজাদ আলী খন্দকার	
কবি কামাল চৌধুরী, বার্ণা দাশ পুরকায়স্ত	ভাষা ও সাহিত্য (দুজন)*
এম এ মালেক	সাংবাদিকতা
মো. আনোয়ার হোসেন	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি
অধ্যাপক ড. গৌতম বুদ্ধ দাশ	শিক্ষায়
এস এম আত্মাহাম লিংকন, সংঘরাজ জ্ঞানশ্রী মহাথের	সমাজসেবা
ড. মো. এনামুল হক (দলনেতা)	গবেষণায় (উচ্চ ফলনশীল
ড. সহানাজ সুলতানা, ড. জামাতুল ফেরদৌস।	জাতের ধান আবিক্ষারের জন্য)
দলগতভাবে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনসিটিউটের	চারজন (দলগতভাবে তিনজন)।

### নোবেল পুরস্কার-২০২০

বিষয়	নোবেল বিজয়ী	অবদান
১. শান্তি (peace) *****	জাতিসংঘের বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি বা ওয়ার্ল্ড ফুড প্রোগ্রাম (WFP)	সুরামান্ত বিশ্ব গড়তে এবং সংঘাত কবলিত এলাকায় শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য।
২. সাহিত্য ****	মার্কিন কবি লুইস গ্রাক	সরল ও সৌন্দর্যময় সুস্পষ্ট কাব্যিক কষ্টব্যরের জন্য
৩. অর্থনীতি	পল আর মিলগ্রোম (USA) রবার্ট বি উইলসন (USA)	নিলাম তত্ত্ব উন্নয়ন ও নতুন তত্ত্ব উন্নয়নের জন্য

### ৯৪তম অক্ষার (একাডেমি অ্যাওয়ার্ড)-২০২২

- ৯৪তম অক্ষার জয়ী চলচ্চিত্র- কোডা (CODA) | \*\*\*
- সেরা পরিচালক - জেন ক্যাম্পিয়ান।
- সেরা অভিনেতা- উইল শিথ।
- সেরা অভিনেত্রী- জেসিকা চ্যাস্টেইন।
- সেরা এনিমেটেড চলচ্চিত্র- এনচ্যাটে।
- সেরা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র- ড্রাইভ মাই কার (জাপান)।

তারিখ	চলচ্চিত্র	পরিচালক
৯৪তম	কোডা ***	জেন ক্যাম্পিয়ান
৯৩তম	নোম্যাডল্যান্ড ***	ক্রোয়ি বাও, চান
৯২তম	প্যারাসাইট	বং জুন হো

### কান চলচ্চিত্র উৎসব-২০২১

আসর	৭৪তম
স্বর্ণপাম জয় করে	তিতান
সেরা পরিচালক	লিও কারা অ্যানেট
সেরা অভিনেতা	ক্যালেব ল্যানি জোনস

- কান আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে অফিশিয়াল সিলেকশনে আমত্রণ পাওয়া প্রথম বাংলাদেশি চলচ্চিত্র- রেহানা মারিয়ম নূর \*\*\*
- রেহানা মারিয়ম নূর চলচ্চিত্রের পরিচালক- আন্দুল্যাহ মোহাম্মদ সাদ\*
- প্রথম বাংলাদেশি অভিনেত্রী হিসেবে কানে যোগদান করেন- আজমেরী হক বাঁধন

সাল	ব্যক্তি	উপন্যাস
২০২০	ডগলাস স্টুয়ার্ট	গুগি বেইন
২০২১	ডেভিড ডিওপ (ফরাসি)	অ্যাট নাইট অল ব্রাড ইস ব্ল্যাক

### পুলিংজার পুরকার-২০২১

- ২০২১ সালে পুলিংজার পুরকার লাভ করেছেন- ১৭ বছর বয়সী কিশোরী ডারনেলা ফ্রিজিয়ার (যুক্তরাষ্ট্র পুলিশের নির্যাতনে কৃষ্ণাঙ্গ জর্জ ফ্লেয়েড হত্যাকান্দের ভিডিওচিত্র ধারণ করার পুরকার পান)
- পুলিংজার পুরকার দেয়া হয়- ২১টি ক্যাটাগোরিতে

### জাতীয় চলচ্চিত্র পুরকার ২০২০

- সেরা চলচ্চিত্র- গোর (পরিচালক- গাজী রাকায়েত হোসেন), বিশ্ব সুন্দরী (পরিচালক- চয়লিকা চৌধুরী) |\*\*\*
- সেরা অভিনেতা- সিয়াম আহমেদ (চলচ্চিত্র- বিশ্ব সুন্দরী)
- সেরা অভিনেত্রী- রোজালিন দিপাখিতা মার্টিন (চলচ্চিত্র- গোর)
- সেরা শিশু শিল্পী- ঝদি
- সেরা বল্লদেৰ্ঘ চলচ্চিত্র- আডং (পরিচালক- জাহানুল ফেরদাউস)
- সেরা প্রামাণ্য চলচ্চিত্র- বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক জীবন ও বাংলাদেশের অভ্যন্তর (পরিচালক- সৈয়দ আশিক রহমান) |\*\*
- আজীবন স্মাননা- আনোয়ারা বেগম ও রাইসুল ইসলাম আসাদ

### সাম্প্রতিক সময়ে মুক্তিপ্রাপ্ত চলচ্চিত্র

- বল্লদেৰ্ঘ চলচ্চিত্র “জনকের মুখ” পরিচালক- মাঝান হীরা।
- মুক্তিপ্রাপ্ত ভিত্তিক চলচ্চিত্র “একজন মহান পিতা” পরিচালক- মির্জা সাখাওয়াত হোসেন।
- বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে নির্মিত প্রামাণ্য চলচ্চিত্র “মধুমতি পাড়ের মানুষ: শেখ মুজিবুর রহমান” এর পরিচালক- তানভীর মোকামেল |\*\*\*
- মুক্তিপ্রাপ্ত ভিত্তিক চলচ্চিত্র “১৯৭১ সেইসব দিন” পরিচালক- হাদি হক।
- জেমস বন্ড সিরিজের ২৫তম চলচ্চিত্রের নাম- No Time to Die

### জাতীয় পরিবেশ পদক-২০২১

- জাতীয় পরিবেশ পদক-২০২১ ঘোষণা করা হয়- ২০২২ সালে।
- জাতীয় পরিবেশ পদক প্রবর্তন করা হয়- ২০০৯ সালে।
- জাতীয় পরিবেশ পদক প্রদানের উদ্দেশ্য- পরিবেশ দৃষ্টি নিয়ন্ত্রণ, পরিবেশ সংরক্ষণ ও পরিবেশ উন্নয়নের অসমান্য অবদানে স্বীকৃতি প্রদানের লক্ষ্যে ব্যক্তিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে পদক প্রদান করা হয়

### অন্যান্য পুরকার

- নোম্যাডল্যান্ড চলচ্চিত্রের জন্য ২য় নারী পরিচালক হিসেবে অক্ষয় বিজয়ী- চীনের ক্লোয়ি বাও
- কূটনৈতিক ক্ষেত্রে অবদানের জন্য ২০২০ সালে প্রবর্তিত পুরকারের নাম- বঙ্গবন্ধু ডিপ্লোমেটিক অ্যাওয়ার্ড ফর এক্সিলেন্স |\*\*\*
- ‘বঙ্গবন্ধু ডিপ্লোমেটিক অ্যাওয়ার্ড ফর এক্সিলেন্স’ পুরকার লাভ করেন- দেশীয় কূটনৈতিবিদ এম খোরশেদ আলম এবং বিদেশী কূটনৈতিবিদ আরব আমিরাতের রাষ্ট্রদূত সায়েদ মোহাম্মদ আল মেহেরি। |\*\*\*
- পল্লীবন্ধু পুরকার-২০২২ পেয়েছেন- বিশিষ্ট ৮ জন ব্যক্তি (প্রথমবারের মতো এই পুরকার প্রদান করা হয়েছে)।
- ২০২২ সালে একুশে পদক পান- ২৪ বিশিষ্ট ব্যক্তি।
- ২০২১ সালে সাহিত্যের নোবেল খ্যাত বুকার পুরকার লাভ করে “দ্য প্রিমিজ” এন্ড্রের জন্য- দক্ষিণ আফ্রিকার লেখক ডেমন গ্যালগেট।
- ২০২১ সালের ৭৪তম কান চলচ্চিত্র উৎসবে পাম ডিসির জিতলো- ফরাসি ছায়াছবি তিতান। |\*\*

### বাংলাদেশের বিভিন্ন পদের প্রধান \*\*\*

প্রধান	ব্যক্তি
প্রথম নারী স্পিকার	শিরিন শারমীন চৌধুরী (১৩তম)
ডেপুটি স্পিকার	ফজলে রাবীী মিয়া
প্রধান বিচারপতি	হাসান ফয়েজ সিদ্দিকী (২৩তম)*
প্রধান নির্বাচন কমিশনার	কাজী হাবিবুল আউয়াল (১৩তম)***
বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর	ফজলে কবির (১১তম)
অ্যাটর্নি জেনারেল (রাষ্ট্রের প্রধান আইন কর্মকর্তা)	এ এম আমিন উদ্দিন (১৬তম)***
দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) এর চেয়ারম্যান	মোহাম্মদ মঙ্গলউদ্দীন আব্দুল্লাহ (৬ষ্ঠ)***
বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্চুরি কমিশন (UGC)	অধ্যাপক ড. কাজী শহীদুল্লাহ
মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান	নাহিমা বেগম (৪র্থ), নারী হিসেবে প্রথম চেয়ারম্যান***
চাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি	ড. আখতারুজ্জমান খান (২৮তম)
বাংলা একাডেমির সভাপতি	সেলিনা হোসেন*** (১ম নারী)
বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক	মুহাম্মদ নূরুল হুদা
বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্রধান	জেলারেল এস এম শফিউদ্দিন আহমেদ (১৭তম)
বাংলাদেশ নৌবাহিনীর প্রধান	এডমিরাল শাহীন ইকবাল
বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর প্রধান	এয়ার চীফ মার্শাল শেখ আব্দুল হাফাজ
পুলিশের প্রধান পরিদর্শক (IGP)	ড. বেনজির আহমেদ (৩০তম)
বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (BGB)	মেজর জেনারেল সাকিল আহমেদ
র্যাবের মহাপরিচালক	চৌধুরী আব্দুল্লাহ আল মামুন (৯ম)
সরকারি কর্ম কমিশনের চেয়ারম্যান (BPSC)	সোহরাব হোসাইন (১৪তম) ***
BGMEA এর সভাপতি	ফারক হাসান
জাতিসংঘে বাংলাদেশের বর্তমান	রাবাৰ ফাতিমা (১৪তম)
ছায়া প্রতিনিধি*	

### বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন (BPSC)

- বর্তমান সরকারি কর্ম কমিশনের সদস্য- ১৫ জন
- বর্তমান চেয়ারম্যান- মো: সোহরাব হোসাইন (১৪তম)
- বর্তমান ক্যাডার সংখ্যা- ২৬টি
- ৭ ফেব্রুয়ারি ২০২২ সালে নতুন সদস্য হয় ২ জন- অধ্যাপক দেলোয়ার হোসেন (আন্তর্জাতিক সম্পর্ক) ও অধ্যাপক মুবিন খন্দকার (মার্কেটিং বিভাগ)

### নতুন তিন জাতীয় অধ্যাপক

আলমগীর সিরাজুল্লাহ	মোহাম্মদ	চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য ও ইমেরিটাস অধ্যাপক
অধ্যাপক একে আজাদ খান		বারডেমের সভাপতি
অধ্যাপক মাহমুদ হাসান		বাংলাদেশ গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজি সোসাইটির সভাপতি

### বাংলাদেশের মন্ত্রিসভা (৭ ডিসেম্বর, ২০২১)

মন্ত্রিসভার মোট সদস্য সংখ্যা	৪৮ জন
মন্ত্রিসভায় মন্ত্রীর সংখ্যা	২৬ জন (প্রধানমন্ত্রী ব্যৱতীত-২৫ জন)
মন্ত্রিসভায় প্রতিমন্ত্রীর সংখ্যা	১৯ জন
মন্ত্রিসভায় টেকনোঅ্যান্ট মন্ত্রী	৩ জন

### ৫৯তম মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচন - ২০২০

নির্বাচনের তারিখ	৩ নভেম্বর, ২০২০
প্রধান প্রতিষ্ঠানী	ডেমোক্রেটিক পার্টি ও রিপাবলিকান পার্টি।
রাজনৈতিক দল	
নির্বাচনী প্রতীক	গাঢ়া- ডেমোক্রেটিক পার্টি, হাতি - রিপাবলিকান পার্টি।
প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী	জো বাইডেন -ডেমোক্রেটিক পার্টি, ডেনাল্ড ট্রাম্প- রিপাবলিকান পার্টি।
রানিং মেট, ভাইস প্রেসিডেন্ট প্রার্থী	কমলা হ্যারিস-ডেমোক্রেটিক পার্টি, মাইক পেইস- রিপাবলিকান পার্টি।
যোট ইলেক্টোরাল কলেজ ভোট	৫৩৮টি *** (সিনেটে ১০০, প্রতিনিধি পরিষদে - ৪৩৫ টি এবং সংরক্ষিত ৩টি।
জয়ের জন্য প্রয়োজন	২৭০ টি ***
প্রাপ্ত ইলেক্টোরাল কলেজ ভোট	জো বাইডেন - ৩০৬ টি ***, ডেনাল্ড ট্রাম্প - ২৩২ টি
বিজয়ী প্রেসিডেন্ট	জো বাইডেন ***
বিজয়ী ভাইস প্রেসিডেন্ট	কমলা হ্যারিস
সবচেয়ে বেশি ইলেক্টোরাল কলেজ ভোট	ক্যালিফোর্নিয়াতে -৫৫ টি, টেক্সাস - ৩৮ টি
জো বাইডেনের প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন	২০ জানুয়ারি ২০২১***
জো বাইডেন যততম প্রেসিডেন্ট	৪৬তম ***
প্রথম বিজয়ী নারী ভাইস প্রেসিডেন্ট, অশেষাঙ্গ নারী ও ভারতীয় বংশোদ্ধৃত	কমলা হ্যারিস (৪৯তম) ***

### জো বাইডেনের নতুন প্রশাসনে নির্বাচিত ব্যক্তিবর্গ

পদের নাম	ব্যক্তি
পররাষ্ট্রমন্ত্রী (সেক্রেটারী অব স্টেট)	অ্যান্টন ব্রিনকেন
অর্থমন্ত্রী (ট্রেজারি সেক্রেটারী)	জ্যানেট ইয়েলেন (১ম নারী অর্থমন্ত্রী)
স্বাস্থ্যমন্ত্রী	ডেব হল্যান্ড (১ম নারী স্বাস্থ্যমন্ত্রী)
জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক দৃত	জন কেরি

### অতি গুরুত্বপূর্ণ কিছু তথ্য

- মুকুরান্ট্রে সক্রিয় রাজনৈতিক দল রয়েছে - ৬৪টি।
- জো বাইডেনের নির্বাচনী প্রোগ্রাম- Restore American Leadership Abroad.
- মুকুরান্ট্রের ইতিহাসে সবচেয়ে বয়ক প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন - জো বাইডেন, ৭৮ বছর বয়স।
- হোয়াইট হাউজ প্রশাসনের ডেপুটি চীপ অব স্টাফ কার্যালয়ের সিনিয়র উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন- বাংলাদেশের ময়মনসিংহের ছেলে জাইন সিদ্ধিকী।
- ক্যালিফোর্নিয়া অঙ্গরাজ্য থেকে সিনেটের নির্বাচিত হন - কমলা হ্যারিস (তিনি প্রথম ভারতীয় বংশোদ্ধৃত নারী সিনেটর)।
- মার্কিন মুকুরান্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন - ইলেক্টোরাল কলেজ ভোট বা নির্বাচকমণ্ডলী ভোট দ্বারা।
- রাজনৈতিক দলগুলোর পরিচালিত নির্বাচন ব্যবস্থাকে বলা হয় - ককাস।

- মার্কিন নির্বাচনে নিম্নকক্ষ প্রতিনিধি পরিষদে নির্বাচিত মুসলিম প্রতিনিধি - ৫ জন। (ইমান জোদেহ, রাশিদা তালিব, ইলহাম ওমর, মদিনাহ এটোন, আবুল খান)।
- মার্কিন প্রেসিডেন্টের ক্রীকে বলা হয় - ফাস্ট লেডি (বর্তমান ফাস্ট লেডি - জিল বাইডেন)।
- জো বাইডেনের নির্বাচনী এলাকা ছিলো- ডেলাওয়্যার
- ট্রাম্পের নির্বাচনী এলাকা ছিলো- নিউইয়র্ক

### বিশ্বের ক্ষমতাসীন ও আলোচিত কিছু রাজনৈতিক দল

দেশের নাম	রাজনৈতিক দল
মুকুরান্ট্র	ডেমোক্রেটিক পার্টি ***
ভারত	ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক এ্যালায়েন্স (NDA) / ভারতীয় জনতা পার্টি (BJP)
পাকিস্তান	পিএমএল-এন
মালদ্বীপ	মালদ্বীভিয়ান ডেমোক্রেটিক পার্টি (MDP)
শ্রীলঙ্কা	ইউনাইটেড ন্যাশনাল পার্টি (UNP)
নেপাল	কম্পুনিস্ট পার্টি অব নেপাল (CPN) ও ইউনাইটেড মার্কিস্ট-লেনিনিস্ট (UML)
মালয়েশিয়া	ইউনাইটেড মালয়েশিয়া ন্যাশনাল অর্গানেইজেশন
ইরান	Cambatant Clergy Association (CCA)
সিরিয়া	বাথ পার্টি (১৯৬৩ সাল থেকে ক্ষমতায়) ***
ইসরাইল	নিউ রাইট ***
দক্ষিণ আফ্রিকা	আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেস (ANC) ***
ইন্দোনেশিয়া	ডেমোক্রেটিক পার্টি অব স্ট্রাগল
নিউজিল্যান্ড	লেবার পার্টি ***
জার্মান	সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টি (SDP) ***
রাশিয়া	ইউনাইটেড রাশিয়া ***
ফ্রান্স	লা রেপ্যুব্লিক অ মার্শ
মুকুরাজা	কলজারাভেটিভ পার্টি
তুরস্ক	এ কে পার্টি (জাস্টিস এন্ড ডেভেলপমেন্ট পার্টি)***

### বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ ও আলোচিত কিছু প্রেসিডেন্ট

দেশ	প্রেসিডেন্ট	দেশ	প্রেসিডেন্ট
ইসরাইল	আইস্যাক হারোগে ***	দক্ষিণ কোরিয়া	ইয়ুন সুক ইওল
জিম্বাবুয়ে	এমারসন মানানগান্ডুয়া	সিঙ্গাপুর	হালমা ইয়াকুব
মালদ্বীপ	ইত্রাহিম মোহাম্মদ সলিহ***	ইরান	ইত্রাহিম রাইস ***
ভারত	রামনাথ কোবিন্দ (১৪তম)	সিরিয়া	বাশর আল আসাদ
নেপাল	বিদ্যাদেবী ভান্ডারী	মিশর	আন্দেল ফাত্তাহ আল সিসি
শ্রীলঙ্কা	গোতাবায়া রাজাপক্ষ	ফিলিপ্পিন	মাহমুদ আব্বাস
ফিলিপাইন	রুদ্রগো দুতার্তে	ত্রাজিল	বোল সোনারো
তুরস্ক	রিপেস তাইপে এরদেগান	দক্ষিণ আফ্রিকা	সিরিল রামাফোসা
ইরাক	বারহাম সালিহো	লাইবেরিয়া	জর্জ উইয়াহ
কিউবা	মিশেল দিয়াজ কানেল***	ক্রোয়েশিয়া	জোরান মিলানো ভিচ
মুকুরান্ট্র	জো বাইডেন (৪৬তম)	তাইওয়ান	সাই ইং-ওয়েন

রাশিয়া	ভার্ডিমির পুতিন (৪৪বারের মত নির্বাচিত হন)	ফ্রান্স	ইমানুয়েল ম্যাক্রো***
চীন	শি জিন পিং	উক্তর কোরিয়া	কিম জং উন

### বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ ও আলোচিত কিছু প্রধানমন্ত্রী

দেশ	প্রধানমন্ত্রী	দেশ	প্রধানমন্ত্রী
ভারত	নরেন্দ্র মোদী (১৬তম)	জাপান	যুমিও কাশিদা
পাকিস্তান	শাহবাজ শরীফ (২৩তম)	ইসরাইল	নাফতালি বেনেট (১৩তম)
নেপাল	কে পি শর্মা অলি	ফিলিপ্পিন	মোহাম্মদ শাতায়াহ
ভূটান	লোটে শেরিং***	অস্ট্রেলিয়া	কট মরিসন
মালয়েশিয়া	ইসমাইল সাবরি ইয়াকুব (৯ম)	নিউজিল্যান্ড	জেসিন্ডা আরডার্ন***
কানাডা	জাস্টিন ট্রিডো***	জার্মানি	ওলাফ শলসই (চ্যাসেলর)***
চীন	লি কেকিয়াং	ফ্রান্স	জি কেন্টে
থাইল্যান্ড	প্রাইট্যু শান-ওশা	নরওয়ে	আর্না সোলবার্গ
ইতালি	দ্রাঘি	শ্রীলঙ্কা	মাহিন্দা রাজাপক্ষ
দক্ষিণ কোরিয়া	কিম বু কিয়াম	হাইতি	অ্যারিয়েল হেনরি

### বিভিন্ন দেশের বর্তমান রাজা-বাদশা

সালমান বিন আব্দুল আজিজ	সৌদি বাদশাহ
মুহাম্মদ বিন সালমান	সৌদি ক্রাউন প্রিন্স
সৈয়দ আলী হোসেনী খামেনেয়ী	ইরানে সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা
নারহিতো***	জাপানের ১২৬ তম মিকাডো
মাহা ভাজিরালহকন	থাইল্যান্ডের রাজা
জুলিয়ান ফ্রান্সিস ***	ভ্যাটিকানের রাষ্ট্র ও সরকার প্রধান ও ২৬৬তম পোপ

### সম্প্রতি কয়েকটি স্বাধীনতাকামী প্রদেশ

স্বাধীনতাকামী প্রদেশ	যে দেশের অংশ	স্বাধীনতাকামী প্রদেশ	যে দেশের অংশ
ক্যালিফোর্নিয়া ***	যুক্তরাষ্ট্র	বাংসামুরো	ফিলিপাইন
কাতালোনিয়া ***	স্পেন	আবৰ্খাজিয়া, দক্ষিণ পেনিসিয়া	রাশিয়া
কুর্দিস্তান ***	ইরাক	তাতারিজ্জান	
নিউ ক্যালিফোর্নিয়া ***	ফ্রান্স	ইরিয়ান জায়া, বাদ্দা আচেহ	ইন্দোনেশিয়া
কারেন রাজ্য ***	মিয়ানমার	পশ্চিম পাপুয়া, পশ্চিম তিমুর	

### UNESCO কর্তৃক ঘোষিত বাংলাদেশের বিশ্ব ঐতিহ্য-৩টি

নাম	অবস্থান	সাল	তারিখ
ষাট গম্বুজ মসজিদ	বাগেরহাট	১৯৮৫ সালে	৩২১ তারিখ
সোমপুর বিহার	নওগাঁ	১৯৮৫ সালে	৩২২ তারিখ
সুন্দরবন	বাংলাদেশ	৬ ডিসেম্বর ১৯৯৭	৭৯৮ তারিখ

### ইউনেস্কো স্বীকৃত স্বীকৃতিকার্যকলাপ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য - ৪টি

বাটুল গান- ২০০৮	জামানানী শাড়ি - ২০১৩	মঙ্গল শোভাযাত্রা - ২০১৬	শীতলপাটি - ২০১৭
--------------------	--------------------------	----------------------------	--------------------

### (GI) ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য - ৯টি \*\*\*\*

- GI এর পূর্ণরূপ- Geographical Indication
- জাতিসংঘের বিশেষায়িত সংস্থা - WIPO GI পণ্য হিসেবে স্বীকৃত দেয়।

জামানানী শাড়ী - ২০১৬	ইলিশ মাছ - ২০১৭	খিরসাপাতি আম/ হিমসাগর আম- ২০১৯
চাকাই ২০২০	মসলিন- ২০২১	রংপুরের শতরঞ্জ ২০২১
দিনাজপুরের কালিজিরা- ২০২১	দিনাজপুরের কাটারিভোগ ২০২১	দেশকোনার বিজয়পুরের সাদা মাটি ২০২১

### বাংলাদেশের ২ টি ছান রামসার সাইট হিসেবে স্বীকৃত\*\*

১৯৭১ সালে ইরানের রামসারে বিশ্বব্যাপী জৈব পরিবেশ রক্ষায় চুক্তি স্বাক্ষর হয়। ১৯৭৫ সালে এই চুক্তি কার্যকর হয়। আন্তর্জাতিক গুরুত্বপূর্ণ জলাভূমি রামসার সাইট হিসেবে তালিকাভূক্ত করে।

সুন্দরবন (১৯৯২ সালে স্বীকৃতি)	টাঙ্গুয়ার (সুনামগঞ্জ) ২০০০ সাল	হাওর মৌলভীবাজার (৩য় টি প্রক্রিয়াধীন)
----------------------------------	---------------------------------------	--

### বাংলাদেশের উন্নয়নমূলক প্রকল্প

- বাংলাদেশের মেগা প্রজেক্ট- ১০টি
- সরকার মেগা প্রজেক্ট প্রকল্প গ্রহণ করেন- ২০০৯ সালে
- মেগা প্রজেক্টগুলোকে “Fast Track Project” ঘোষণা করে-
- “Fast Track Monitoring Authority – অর্থ মন্ত্রণালয়ের অধীনে  
পদ্মা সেতু \*\*\*

- অফিসিয়াল নাম - পদ্মা বহ্মুখী সেতু, (ডিজাইন-Truss Bridge)
- নির্মাণ কাজ শুরু হয় - ৭ ডিসেম্বর ২০১৪।
- মূল সেতুর কাজের উদ্বোধন- ১২ ডিসেম্বর, ২০১৫ (প্রধানমন্ত্রী শেখ  
হাসিনা কর্তৃক)
- অবস্থান - মুসিগঞ্জের মাওয়া থেকে শরীয়তপুরের জাজিরা পর্যন্ত।
- পদ্মা সেতুর সাথে প্রত্যক্ষ জড়িত জেলা- ৩টি (মুসিগঞ্জ, শরীয়তপুর  
ও মাদারীপুর)।
- দৈর্ঘ্য - ৬.১৫ কিলোমিটার, প্রস্থ - ১৮.১০ মিটার।
- সংযোগ সেতুসহ মোট দৈর্ঘ্য- ৯.৮৩ কি.মি.
- পদ্মা সেতুর ফলে দেশের জিডিপি বাড়বে- ১.২৩%
- দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের জিডিপি বাড়বে- ২.৩%
- লেন- ৪টি, পিলার - ৪২টি।
- স্প্যান- ৪১টি (স্প্যানের দৈর্ঘ্য - ১৫০ মিটার)।
- সেতুর মূল আকৃতি- দুই তলা, চার লেন
- নদী শাসনের কাজ করছে- সিলো হাইড্রো কর্পোরেশন
- পদ্মা সেতুতে পাইপ লাইন হাপন করা হয়েছে- ১২২মিটার
- আয়ুকাল হবে - ১০০ বছর, উপাদান - কংক্রিট, স্টিল।
- সেতুর ধরন - ডিলল (উপরে সড়ক এবং নিচে রেলপথ)।
- নির্মাণ প্রতিষ্ঠান - চায়না মেজের বিজ ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানি লিমিটেড
- দক্ষিণাঞ্চলের সাথে সংযুক্ত করবে- ২১টি জেলা এবং দক্ষিণ  
পশ্চিমাঞ্চলের সাথে যুক্ত করবে ২৯টি জেলা।
- ভূমিকম্পের সহনশীল মাত্রা রিখটাৰ ক্ষেত্র - ৯।
- পদ্মা সেতু নির্মাণে অর্থায়ন করছে - বাংলাদেশ সরকার।

- নকশা করে- AECOM (American Multinational Engineering Firm)
- রক্ষণাবেক্ষক - বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ।
- প্রথম স্প্যান বসে - ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০১৭ (৩৭ ও ৩৮ নং পিলারে)
- ৪১ তম স্প্যান বসে - ১০ ডিসেম্বর ২০২০ (১২ ও ১৩ নং পিলারে)
- পদ্মা সেতুর প্রকল্পের পরিচালক - মোঃ শফিকুল ইসলাম।
- সম্পূর্ণ কাজ সমাপ্ত হওয়ার সম্ভাব্য সময় - ২০২২ সালের ২৩ জুন।

#### প্রাথমিক ২য় পদ্মা সেতু

- অফিসিয়াল নাম - দ্বিতীয় পদ্মা বহুমুখী সেতু।
- নির্মিত হবে - মানিকগঞ্জের পাটুরিয়া থেকে রাজবাড়ির গোয়ালন্দ পর্যন্ত।
- দৈর্ঘ্য - ৬.১০ কিলোমিটার, প্রস্থ - ১৮.১০ মিটার।
- সেতুতে বিনিয়োগ করবে - বাংলাদেশ সরকার ও এডিবি (এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক)
- প্রাথমিক ব্যয় ধরা হচ্ছে - ১৩ হাজার ১২১ কোটি টাকা।
- দ্বিতীয় পদ্মা সেতু ঢাকার সাথে যুক্ত করবে - মেহেরপুর, কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা, জিনাইদহ, মাঞ্ডা, রাজবাড়ি।

#### মেট্রোরেল (MRT-6) \*\*\*

- মেট্রোরেল ১ম পরীক্ষামূলকভাবে উড়ালসড়ক পথে উত্তরার দিয়া বাড়ি থেকে মিরপুরের পল্লবী পর্যন্ত চলে - ২৯ আগস্ট, ২০২১
- প্রকল্পের কাজ উদ্বোধন করা হয় - ২৬ জুন, ২০১৬।
- কুট - উত্তরা থেকে মতিবিল, স্টেশন থাকবে - ১৬টি
- দৈর্ঘ্য - ২০.১ কি.মি।
- মেট্রোরেলের কাজ করছে - ম্যাস র্যাপিড ট্রানজিট কোম্পানি
- পরিবহনের ধরন - দ্রুতগামী গণপরিবহন ব্যবস্থা
- রেলপথের গেজ - আদর্শ গেজ।
- মেট্রোরেল প্রকল্পের শোগান - বাঁচবে সময় বাঁচবে তেল জ্যাম কমাবে মেট্রোরেল।
- ১ম ধাপ চালু হবে - ২০২২ সালে (উত্তরা থেকে আগারগাঁও)।
- ২য় ধাপ চালু হবে - ২০২৪ সালে (আগারগাঁও থেকে মতিবিল)।
- প্রকল্পে অর্থায়ন করছে - বাংলাদেশ সরকার ও জাপানের জাইকা।
- প্রকল্পের অর্থায়ন করছে জাপান - ৮৫ শতাংশ।
- ঢাকা মাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড (DMTCL) এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক - এম এন সিদ্দিক
- ১ম মেট্রোরেলের জন্য ট্রেন কেনা হয়েছে - ২৪ সেট
- ১ম সেট ট্রেন জাপান থেকে দেশে পৌছেছে - ২১ এপ্রিল ২০২১
- মেট্রোরেলের ট্রেনগুলো নির্মাণ করছে - জাপানি প্রতিষ্ঠান কাওয়াসাকি - মিতসুবিশি
- প্রতি ঘণ্টায় যাত্রী পরিবহন করবে - ৬০ হাজার

#### মেরিন ড্রাইভ সড়ক

- বিশ্বের দীর্ঘতম মেরিন ড্রাইভ সড়ক অবস্থিত - কর্বাজারে।
- উদ্বোধন করা হয় - ৬ মে, ২০১৭।
- মেরিন ড্রাইভ সড়কের দৈর্ঘ্য - ৮০ কিলোমিটার।
- সড়কটির নির্মাণ কাজ শুরু হয় - ১৯৯৩ সালে।
- সড়কটির বিস্তৃতি - কর্বাজারের কলাতলী হতে টেকনাফ পর্যন্ত।
- মেরিন ড্রাইভ সড়ক হচ্ছে - সমুদ্রের তীর ঘেষা সড়ক।

#### বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেল \*\*

- দক্ষিণ এশিয়ার বৃহত্তম টানেল - বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেল
- নির্মিত হচ্ছে - চট্টগ্রামে, যে নদীতে হচ্ছে - কর্ণফুলী নদীতে।
- নির্মাণ কাজ শুরু হয় - ২৪ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯।
- সংযুক্ত হচ্ছে - পতেঙ্গা নেভাল একাডেমির বন্দর অঞ্চল থেকে চট্টগ্রামের আনোয়ার পর্যন্ত।
- দৈর্ঘ্য - ৩.৪ কিলোমিটার, প্রস্থ - ১০ মিটার।
- অপর নাম - Two towns - one city.
- ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান - চায়না কমিউনিকেশন এ্যান্ড কনস্ট্রাকশন কোম্পানি লিঃ (CCCC), চীন।
- চালু হওয়ার সম্ভাব্য সময় - ২০২২ সাল, সহযোগিতাকারী দেশ - চীন।
- টানেলের প্রবেশপথ - চট্টগ্রাম এয়ারপোর্ট থেকে কর্ণফুলী নদীর ২ কি.মি. ভাটির দিকে নেভি কলেজের নিকট।
- সহযোগিতায় - চীনের এক্সিম ব্যাংক এবং বাংলাদেশ সরকার।

#### ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে

- ❖ অবস্থান - হয়রত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসড়কের কুতুবখালী পর্যন্ত (বিমানবন্দর থেকে কুতুবখালী)
- ❖ সংযোগ সড়কসহ মোট দৈর্ঘ্য - ৪৬.৭৩ কি.মি.
- ❖ মূল সড়কের দৈর্ঘ্য - ১৯.৭৩ কি.মি।
- ❖ নির্মাতা প্রতিষ্ঠান - ইতালিয়ান-থাই ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লি।।
- ❖ সম্পূর্ণ প্রকল্পটি চালু হবে - ২০২৩ সালের জুনে

#### দেশের প্রথম এক্সপ্রেসওয়ে \*\*\*

- চালু হয় - ১২ মার্চ, ২০২০ (উদ্বোধন - প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা)
- কুট - ঢাকা - মাওয়া - ভাঙ্গা এক্সপ্রেসওয়ে।
- এক্সপ্রেসওয়ের দৈর্ঘ্য - ৫৫ কিলোমিটার (ঢাকা-মাওয়া- ৩৫ কিলোমিটার এবং জাজিরা ভাঙ্গা ২০ কিলোমিটার যোগাযোগের জন্যে)
- ঢাকার সাথে যুক্ত হয় - ২২টি জেলা।
- নির্মাতা - সড়ক ও জলপদ অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ২৪ কনস্ট্রাকশন ইঞ্জিনিয়ার বিশ্বেত (২৪ ইসিবি)

#### মাতারবাড়িতে প্রথম গভীর সমুদ্র বন্দর \*\*\*

- অবস্থিত - কর্বাজার জেলার মহেশখালী উপজেলার মাতারবাড়িতে
- অনুমোদন করে - জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদে নির্বাহী কমিটি, একনেক (১০ মার্চ, ২০২০)।
- টার্মিনাল থাকবে - ২টি (৩০০ ও ৪৬০ মিটার দৈর্ঘ্যের)।
- যে বন্দরের আদলে হবে - জাপানের কাশিমা ও নিগাতা নামে দুটি বন্দরের আদলে।
- বাস্তবায়নের সময়কাল - (২০২০ সাল - ২০২৬ সালের জুন পর্যন্ত)
- অর্থায়নে - জাপানের আন্তর্জাতিক সহযোগি সংস্থা (JICA), বাংলাদেশ সরকার এবং চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ।
- সুবিধা - ২৮ কি.মি. দৈর্ঘ্যের চার লেনবিশিষ্ট সড়ক এবং ১৭টি সেতু ১৬মিটার গভীরতা ৮,০০০ TEU (Twenty Foot Equivalent Unit) কনটেইনারবাহী জাহাজ ভিড়তে পারবে।
- এটি দেশের ৪ৰ্থ বন্দর কিন্তু গভীর সমুদ্রবন্দর হিসেবে- প্রথম।
- অন্য তিনটি বন্দর- ১. চট্টগ্রাম(১৮৮৭), ২. মংলা(১৯৫০), ৩. পায়রা (২০১৬)।

### পায়রা সমৃদ্ধ বন্দর

- অবস্থান- পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলার রামনাবাদ চ্যানেলে
- এটি বাংলাদেশের - তৃতীয় সমৃদ্ধ বন্দর, দৈর্ঘ্য - ৩০ কি. মি.।
- আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করে - ১৩ আগস্ট, ২০১৬।
- স্থানীয় বাংলাদেশের প্রথম সমৃদ্ধ বন্দর - পায়রা সমৃদ্ধ বন্দর।
- নির্মাণে ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান - সিএসআইসি ইন্টারন্যাশনাল ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানি লিমিটেড, চীন।

### সরকারি বিভিন্ন প্রকল্পে আর্থিক সহায়তা

খাত	সহায়তাকারী
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেল, তিঙ্গা মহা পরিকল্পনা, সাবমেরিন তৈরিতে, এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে, পায়রা সমৃদ্ধ বন্দর, পদ্মা রেল সেতু	চীন
মেট্রোরেল, বিগ-বি প্রকল্প, বঙ্গবন্ধু রেল সেতু, মহেশখালী বিদ্যুৎকেন্দ্র	জাপান
আট পরিচয়পত্র (NID)	ফ্রান্স
ডেল্টা প্র্যান-২১০০/ব-বৌপ পরিকল্পনা-২১০০	নেদারল্যান্ডস
ই-পাসপোর্ট, ৫০০ টাকার নোট ছাপানো হয়	জার্মানি

### বাংলাদেশের বিদ্যুৎ প্রকল্প

#### দেশের বৃহত্তম পায়রা তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র

- অবস্থান - কলাপাড়া, পটুয়াখালী।
- উৎপাদন ক্ষমতা - ১৩২০ মেগাওয়াট।
- বিদ্যুৎকেন্দ্রটির প্রধান উপাদান - কয়লাভিত্তিক।
- সহায়তাকারী দেশ - চীন।
- দেশে উৎপাদনে আসা বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড় বিদ্যুৎকেন্দ্র - পায়রা তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র।
- প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পায়রা তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র উদ্বোধন করেন - ২১ মার্চ, ২০২২।
- আল্ট্রা সুপার ক্রিটিক্যাল প্রযুক্তি ব্যবহার করে বিদ্যুৎ উৎপাদনে বাংলাদেশ বিশ্বের - ১৩তম দেশ।
- দেশের দ্বিতীয় কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র - পায়রা তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র।
- দেশের প্রথম কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র - বড়পুকুরিয়া বিদ্যুৎ কেন্দ্র, দিনাজপুর।
- পায়রা বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্য কয়লা আমদানী হবে - ইন্দোনেশিয়া থেকে

#### মৈত্রী সুপার থার্মাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র রামপাল \*\*\*

- অবস্থান - বাগেরহাটের রামপালের সাপমারী।
- উৎপাদন ক্ষমতা - ১৩২০ মেগাওয়াট।
- কেন্দ্রটি পরিচালিত হবে - কয়লা দ্বারা।
- সহায়তাকারী দেশ - ভারত।
- রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণে ভারতের সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় - ১২ জুলাই, ২০১৬।
- সুব্দরবন হতে দূরত্ব - ১৪ কি. মি.
- রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র অবস্থিত - পশ্চর নদীর তীরে।
- মালিক - ভারতের ন্যাশনাল থার্মাল পাওয়ার কোম্পানি ও বাংলাদেশের পাওয়ার ডেভেলপমেন্ট বোর্ড

### রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র \*\*\*

- অবস্থিত - পাবনার ইশ্বরগাঁও উপজেলার রূপপুরে।
- রাশিয়ার সাথে চূড়ান্ত ঝণ চুক্তি হয় - ২০১৫ সালে।
- প্রথম পর্যায়ের নির্মাণ শুরু হয় - ২০১৩ সালের ২ অক্টোবর।
- উৎপাদন ক্ষমতা - ২৪০০ মেগাওয়াট।
- ১ম বার - ১২০০ মেগাওয়াট, ২য় বার ১২০০ মেগাওয়াট।
- সহায়তা করছে - রাশিয়া ও ভারত।
- রাশিয়া সহযোগিতা করবে - ৯০ ভাগ এবং ভারত ১০ ভাগ।
- নির্মিত হচ্ছে - রাশিয়ার রোসাটোম স্টেট অ্যাটমিক এনার্জি কর্পোরেশনের দায়িত্বে।
- বিদ্যুৎ কেন্দ্রের আয়ুকাল - ৫০ বছর।
- উৎপাদন শুরু করবে - ২০২৩ সালে।
- রোসাটোম - রাশিয়ার পারমাণবিক বিদ্যুৎ সংস্থা।
- পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের প্রথম নিউক্লিয়ার রিয়াক্টর ভেসেল বা চুল্লি উদ্বোধন করে প্রধানমন্ত্রী - ১০ অক্টোবর, ২০২১\*\*\*
- দেশের ২য় পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র - বরিশালের হিজলাতে।

### মাতারবাড়ি কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্প \*\*\*

- অবস্থিত - কর্বাজারের মহেশখালী উপজেলার মাতাবাড়ি ও ধলঘাটা ইউনিয়নে ১ হাজার ৪১৪ একর জমিতে।
- ধরণ - কয়লাভিত্তিক আল্ট্রাসুপার প্রযুক্তির।
- উৎপাদন ক্ষমতা - ১২০০ মেগাওয়াট।
- প্রথম ইউনিটে ৬০০ এবং দ্বিতীয় ইউনিটে ৬০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপন্ন হবে।
- সহযোগিতা - জাপান ও বাংলাদেশ সরকার।
- প্রকল্প বাস্তবায়ন - জাপানের সুমিত্রমো টেকনোলজি
- নির্মাণ শেষ হবে - ২০২৪ সালের জানুয়ারিতে ১ম ইউনিটের।

### মহেশখালী বিদ্যুৎ প্রকল্প

- অবস্থিত - কর্বাজারের মহেশখালীতে।
- বিদ্যুৎ উৎপাদন হবে - ৩,৬০০ মেগাওয়াট।
- বিদ্যুৎ কেন্দ্র হবে - এলএনজি ভিত্তিক।
- বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ করবে - কোম্পানী জেনারেল ইলেক্ট্রনিক (জিই)
- বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (পিডিবি) ও জেনারেল ইলেক্ট্রনিকের সঙ্গে সমর্থোত্তা স্বারক সহি করে - ১১ জুলাই, ২০১৮

### শতভাগ বিদ্যুতায়িত

- বাংলাদেশ শতভাগ বিদ্যুতায়িত হয় - ২১ মার্চ, ২০২২।\*\*\*
- বাংলাদেশ শতভাগ বিদ্যুতায়নের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করেন - প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।
- সর্বশেষ বাংলাদেশের যে উপজেলায় বিদ্যুতায়ন ঘটে - রাসাবালী উপজেলা, পটুয়াখালী (সাবমেরিন ক্যাবলের মাধ্যমে বিদ্যুতায়ন ঘটে)
- প্রথম সাবমেরিন ক্যাবলের মাধ্যমে বিদ্যুতায়ন ঘটে যে দ্বীপে - সন্ধীপ, চট্টগ্রাম।
- ২০০৯ সালে দেশের জনগোষ্ঠীর বিদ্যুতের আওতায় ছিল - ৪৭ শতাংশ
- ২০১৬ সালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উদ্যোগ গ্রহণ করেন - শেখ হাসিনার উদ্যোগ, ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ।
- দেশে বর্তমান বিদ্যুৎ সংযোগ রয়েছে - ৪ কোটি ২২ লাখ।
- বর্তমানে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সংখ্যা - ১৪৮টি।
- বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা - ২৫,৫৬৬ মেগাওয়াট।
- সর্বোচ্চ বিদ্যুৎ উৎপাদন - ১৪,৭৮২ মেগাওয়াট (১৬ এপ্রিল, ২০২২)
- মাথাপিছু বিদ্যুৎ উৎপাদন - ৫৬০ মেগাওয়াট।
- বিদ্যুৎ বিতরণ লস - ৮.৪৮%।

### BIIG – B প্রকল্প

- পূর্ণপ- Bay of Bengal Initiatives for Industrial Growth Belt
- পরিচয়- বাংলাদেশকে কেন্দ্র করে জাপান সরকারের প্রস্তাবিত প্রকল্প
- প্রকল্পটি চালু হয়- ২০১৪ সালে
- প্রকল্পটির পরিকল্পিত এলাকা- ঢাকা-চট্টগ্রাম-কক্ষবাজার
- প্রকল্পের অধীনে সর্ববৃহৎ কার্যক্রম- মাতারবাড়ী বিদ্যুৎ প্রকল্প।

### বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্পনগর

- দেশের সর্ববৃহৎ অর্থনৈতিক অঞ্চল- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্পনগর
- আয়তন- ৩০ হাজার একর ( জোন হবে ৩০টি)
- সবচেয়ে বেশি বিনিয়োগ- চীনের
- অবস্থান- মিরসরাই, চট্টগ্রাম ও সীতাকুণ্ড উপজেলা এবং ফেনীর সোনাগাঁজী উপজেলা
- নিয়ন্ত্রণের দায়িত্বে- বাংলাদেশ ইকোনোমিক জোন অথরিটি (BEZA)

### টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDG)\*\*\*

- SDG এর পূর্ণপ- Sustainable Development Goals.
- মেয়াদ - ২০১৬ সালের ১ জানুয়ারি থেকে ২০৩০ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত।
- লক্ষ্যমাত্রা (Goals) - ১৭টি, সহযোগী লক্ষ্যমাত্রা (Target)- ১৬৯টি।
- গৃহিত হয় - ২০১৫ সালে যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে।
- SDG- ধারণা প্রতিষ্ঠা - ২০১২ সালে ব্রাজিলের রিও ডি জেনিরিওতে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন সম্মেলনে
- শিরোনাম- Transforming our world; the 2030 Agenda for Sustainable Development
- ইনডিকেটর- ২৩২টি
- মূল উদ্দেশ্য/ ক্ষেত্র- ৫টি (People, Planet, Peace, Prosperity and Partnership)
- SDG গুরুত্ব দেয়া- সামাজিক উন্নয়নকে
- SDG এর পূর্বসূরি হলো - MDG (Millennium Development Goals)
- MDG এর মেয়াদ ছিল - ২০০১ থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত।
- MDG এর লক্ষ্য ছিল - ৮টি, বাংলাদেশ আর্জন করে - শিশু মৃত্যুর হার হাস (২০১০ সাল)।

### SDG বা টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার ১৭ টি

- |  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| ১. দারিদ্র্য ***                             | ২. ক্ষুধামুক্তি**                     |
| ৩. সুস্থায় **                               | ৪. যানসহাত শিক্ষা **                  |
| ৫. লিঙ্গ সমতা **                             | ৬. সুপেয় পানি ও পর্যায়কাশন ব্যবস্থা |
| ৭. নবায়নযোগ্য ও ব্যয়সাধ্য জ্বালানী         | ৮. কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক            |
| ৯. উচ্চাবন ও উন্নত অবকাঠামো                  | ১০. বৈষম্য হাস                        |
| ১১. টেকসই নগর ও সম্প্রদায়                   | ১২. সম্পদের দায়িত্বপূর্ণ ব্যবহার     |
| ১৩. জলবায়ু বিষয়ে পদক্ষেপ ***               | ১৪. টেকসই মহাসাগর                     |
| ১৫. ভূমির টেকসই ব্যবহার                      |                                       |
| ১৬. শান্তি, ন্যায়বিচার ও কার্যকর প্রতিষ্ঠান |                                       |
| ১৭. টেকসই উন্নয়নের জন্য অংশীদারিত্ব         |                                       |

### ৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা

- মেয়াদ - ২০১৬ থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত।
- মেয়াদ - ৫ বছর।
- প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা করা হয় - ১৯৭৩ - ১৯৭৮ সাল পর্যন্ত।
- পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রবর্তক দেশ- সোভিয়েত ইউনিয়ন (রাশিয়া)
- পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার প্রবর্তক - রাশিয়ার যোসেফ স্ট্যালিন।
- বাংলাদেশের একমাত্র দ্বিবিধিকী পরিকল্পনা ছিল - ১৯৭৮ থেকে ১৯৮০ সাল পর্যন্ত।

### ৮ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা

- মেয়াদ - জুলাই, ২০২০ থেকে জুন, ২০২৫ পর্যন্ত। \*\*\*
- গোগান- কাউকে পিছনে ফেলে নয়
- গুরুত্ব দিচ্ছে- ২ টি বিষয়। ভূরাবিত সমৃদ্ধি ও অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রযুক্তি।
- বিশেষ গুরুত্ব পাচ্ছে - গ্রামীণ রূপালো (বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশ্বরেহার ছিল- "আমার গ্রাম, আমার শহর")।
- অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ছিল লক্ষ্য - রূপকল্প ২০৪১।
- রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবায়নের জন্য ছিরকৃত পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা সিরিজ- চারটি।
- রূপকল্প ২০৪১ সিরিজের প্রথম পরিকল্পনা- অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা
- মেয়াদ কাল - ৫ বছর, সূচক- ১০৪টি

### অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার লক্ষ্য:

- বিনিয়োগ লক্ষ্যমাত্রা - ৪৭ লাখ ৪০ হাজার কোটি টাকা।
- কর্মসংস্থান হবে - ১ কোটি ১৩ লাখ।
- মোট জিডিপির প্রবৃক্ষ হবে - ৮.৫১ শতাংশ। (২০২৪-২৫ সালে)
- গড় প্রবৃক্ষির হার- ৮ শতাংশ, মুদ্রাক্ষীতি- ৪.৪৮%
- দারিদ্র্যের হার- ১৫.৬ শতাংশ, চরম দারিদ্র্যের হার - ৭.৪ শতাংশ।
- প্রত্যাশিত গড় আয়- ৭৪ বছর, মাথাপিছু আয়- ৩১০৬ মার্কিন ডলার
- বিদ্যুৎ উৎপাদন- ৩০০০০ মেগাওয়াট

### বিতীয় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা

- মেয়াদ- ২০২১-২০৪১ (২০ বছর)
- রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবে রূপালো- বিতীয় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা
- ঘোষিত প্রাতিষ্ঠানিক জট্ট- ৪টি।
- জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদ (NEC) এ অনুমোদন- ২৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২০।
- চালেক্ষ- ১৫টি, ভিত্তি বছর- ২০২০।

### পরিকল্পনাগুলো:

- মাথাপিছু আয় হবে- ১২,৫০০ মার্কিন ডলার।
- জিডিপির প্রবৃক্ষির হার- ৯.৯ শতাংশ।
- মুদ্রাক্ষীতি হবে- ৪.৫ শতাংশ, গড় আয়ুকাল - ৮০ বছর।
- জনসংখ্যা বৃক্ষির হার- ১.০৩ শতাংশ।
- শিশু মৃত্যুর হার- প্রতি হাজারে ৪ জন।
- দারিদ্র্যের হার- ৫% এবং চরম দারিদ্র্যের - ০.৬৮%।
- রূপকল্প- ২০৪১ এর উদ্দেশ্য- বাংলাদেশকে উন্নত দেশে পরিণত করা।

### ব-দ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০ বা ডেল্টা প্লান ২১০০

- বাংলাদেশের ব-দ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০ হচ্ছে- একটি দীর্ঘমেয়াদি সময়িত ও সামাজিক পরিকল্পনা
- বিষয়- পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনা, জলবায়ু পরিবর্তন এবং পরিবেশগত চ্যালেঞ্জগুলো বিবেচনা করে বাংলাদেশের উন্নয়নকে সহায়তার জন্যে প্রণয়ন করা একটি পরিকল্পনা।
- জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের সভায় অনুমোদিত হয়- ২০১৮ সালের ৪ সেপ্টেম্বর
- 'ব-দ্বীপ পরিকল্পনাটি গ্রহণ করা হয়েছে- নেদারল্যান্ডসের ডেল্টা প্লানের আদলে
- যার ব্যয়ের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে- প্রায় ৩ লক্ষ কোটি টাকা
- ব-দ্বীপ পরিকল্পনায় হটস্পট রয়েছে- ৬টি ইলান
  - উপকূলীয় অঞ্চল
  - হাতড় ও আকস্মিক বন্যা অঞ্চল
  - পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল
- ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ এ উচ্চপর্যায়ের জাতীয় অভীষ্ঠ- ৩টি
- নির্দিষ্ট সংশ্লিষ্ট অভীষ্ঠ রয়েছে- ৬টি
- রূপকল্পনার মূল লক্ষ্য- নিরাপদ, জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাতসহিষ্ণু সম্মুখশালী ব-দ্বীপ গড়ে তোলা
- প্রধান লক্ষ্য- জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলা
- মেয়াদ- ৩ টি

বঙ্গ মেয়াদি পরিকল্পনা	২০৩০ পর্যন্ত
মধ্য মেয়াদি পরিকল্পনা	২০৫০ পর্যন্ত
দীর্ঘ মেয়াদি পরিকল্পনা	২১০০ পর্যন্ত

### ই-পাসপোর্ট (E-Passport) \*\*\*

- অপর নাম- বায়োমেট্রিক পাসপোর্ট।
- প্রথম চালু করে ১৯৯১ সালে- মিশ্রণ ও ১৯৯৭ সালে মালয়েশিয়া।
- বাংলাদেশ চালু করে- ২২ জানুয়ারি, ২০২০।
- ই-পাসপোর্ট চালুকারী দেশ হিসেবে বাংলাদেশের অবস্থান- ১১৯তম।
- বাংলাদেশ ই-পাসপোর্ট চালু করতে চুক্তি করে- জার্মানির সাথে।
- বাংলাদেশ ই-পাসপোর্ট নিরাপত্তা দিবে- ৩৮ ধরনের।
- বাংলাদেশ ই-পাসপোর্ট ব্যবহারকারী হবে- ৩০ মিলিয়ন।
- Bangladesh Machine Readable (MRT) ই-পাসপোর্ট চালু করে- ২০১০ সালে।
- একুশ ই-বুক চালু করে- ২০১৬ সালে।
- ২২ ধরনের সেবা নিয়ে আর্ট ভোটার আইডি কার্ড চালু হয়- ২০১৬ সালে

### আর্ট কার্ড পরিচয়পত্র

- তৈরি করা হয়েছিল- ফ্রাস থেকে, সেবা দিবে- ২২ ধরনের
- নিরাপত্তা দিবে- ৩ স্তরে (২৫ ধরনের)
- তথ্য থাকে- ৩২ ধরনের, মেয়াদ- ১৫ বছর

### হাওরে আভুরা সড়ক

- নাম- ইটনা-মিঠামইন-অষ্টগ্রাম সড়ক
- অবস্থান- কিশোরগঞ্জ জেলার নিকলীর হাওরে
- দৈর্ঘ্য- ২৯.৭৩ কিলোমিটার
- নির্মাণের দায়িত্বে- সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর

### বাংলাদেশে ইলেকট্রিক ট্রেন

- প্রথম চালু হবে- ঢাকা- নারায়ণগঞ্জ, দৈর্ঘ্য- ২৩ কি.মি.
- নাম- লাইট রেল ট্রানজিট (LRT)

### বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রেল সেতু

- যে নদীতে তৈরি হচ্ছে- যমুনা।
- অবস্থান- বঙ্গবন্ধু বহুমুখী সড়ক সেতুর ৩০০ মিটার উজানে
- সংযুক্ত করবে- টাঙ্গাইল- সিরাজগঞ্জ
- দৈর্ঘ্য- ৪.৮ কি.মি. ( ডুয়েলগেজ ডাবল-ট্র্যাক)
- নির্মাণে আর্থিক সহায়তা করছে- বাংলাদেশ সরকার ও জাপান

### ফ্লাইওভার

- দেশের দীর্ঘতম ফ্লাইওভার- মেয়ের হানিফ ফ্লাইওভার, ১১.৮ কি.মি.
- দ্বিতীয় দীর্ঘতম উড়াল সড়ক- মগবাজার-মৌচাক-মালিবাগ ফ্লাইওভার (দৈর্ঘ্য- ৮.৭০(সরকার) কি.মি.(উইকিপিডিয়ার মতে- ৮.২৫ কি.মি.)

### বঙ্গবন্ধু মহাকাশ অবলোকন কেন্দ্র

- নাম- 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান' মহাকাশ অবলোকন কেন্দ্র
- স্থাপন- ফরিদপুরের ভাসায় (৯০° পূর্ব দ্রাঘিমা রেখা ও কক্ষিক্রান্তি রেখার সংযোগ ছালে)
- স্থাপনের সময়- ১৯ জানুয়ারি, ২০২১

### বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্য ও মূরালচিত্র

- সম্প্রতি দেশের সর্বোচ্চ বঙ্গবন্ধু ভাস্কর্য স্থাপন করা হয়- হালিশহর, চট্টগ্রাম (২৯ ফুট)
- চট্টগ্রামের হালিশহরে বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্যের নাম- বজ্রকঠ
- বজ্রকঠ এর ভাস্কর- অধ্যাপক আতিকুল ইসলাম
- বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্য স্থাপনের ঘোষণা দেয়া হয়েছে- তুরকের রাজধানী আঙ্কারায়
- সম্প্রতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব স্ট্রিট নামে সড়ক উদ্বোধন করা হয়- মরিশাসের রাজধানী পোর্ট লুইসে

### বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ

- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনাদর্শ নিয়ে লেখা গ্রন্থের নাম- 'বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ'
- সম্পাদনা করেন- অ্যাডভোকেট শামীম সুলতানা

### বাংলাদেশ দিবস ঘোষণা

- সম্প্রতি যে দুটি নগর বাংলাদেশ দিবস ঘোষণা করেছে- ওয়াশিংটন ডিসি (যুক্তরাষ্ট্র) ও অটোয়া (কানাডা)
- ওয়াশিংটন ও অটোয়া নগর বাংলাদেশ দিবস পালন করে- ২৬ মার্চ
- প্রথম ২৬ মার্চকে বাংলাদেশ দিবস ঘোষণা করে- নিউইয়র্ক

### জয় বাংলা জাতীয় প্রোগ্রাম

- বাংলাদেশের জাতীয় প্রোগ্রাম- জয় বাংলা
- শিক্ষা দিবসে জয়বাংলা প্রোগ্রাম প্রথম দেন- আফতাব আহমেদ [১৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৬২ (শিক্ষা আন্দোলন)]
- জাতীয় প্রোগ্রাম জয় বাংলা নির্ধারণে হাইকোর্ট রায় দেয়- ১০ মার্চ, ২০২০
- জয় বাংলা জাতীয় প্রোগ্রাম হিসাবে প্রজাপন জারি- ২ মার্চ, ২০২২

### চীনের নতুন সিক্রেট

- পরিকল্পনাকারী- প্রেসিডেন্ট সি চিন পিং (২০১৩)
- উদ্দেশ্য- ৩ টি মহাদেশের ৭০টি দেশব্যাপী
- যোগাযোগ আবকাঠামো নির্মাণ এবং আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক করিডোর প্রতিষ্ঠা করা
- পরিকল্পনা ত্যাগকারী দেশ- ভারত, জাপান, ভুটান, অস্ট্রেলিয়া (২০২১)

## SWIFT

- SWIFT এর পূর্ণরূপ- The Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication.
- দ্রুত ও নিরাপদে আন্তর্জাতিক লেনদেনের প্রধান মাধ্যম- SWIFT.
- গঠিত হয়- ১৯৭৩ সালের ৩ মে।
- সদরদণ্ড- বেলজিয়ামের লা হল্লে।
- রাশিয়াকে অর্থনৈতিক চাপে ফেলতে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন SWIFT থেকে রাশিয়াকে বাদ দেওয়ার ঘোষণা দেয়- ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২২।

## Swap (সোয়াপ)

- বৈদেশিক মুদ্রা বিনিয়োগের আন্তর্জাতিক পদ্ধতির নাম- কারোসি সোয়াপ
- বাংলাদেশ প্রথম শ্রীলংকাকে ঝণ দেয়- ২৫ কোটি ডলার (২৫০ মিলিয়ন)।
- বাংলাদেশ আফ্রিকার যে দেশকে ঝণমওকুফ সুবিধায় ৬৫ কোটি টাকা দেন- সুন্দানকে।
- বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভে বাংলাদেশ দক্ষিণ এশীয়- ২য় (১ম দেশ, ভারত)।
- বৈদেশিক মুদ্রা মজুদে বাংলাদেশের অবস্থান - ৪৪তম।

## Quad

- চীন বিরোধী জোট Quadrilateral Security Dialogue (QSD) or Quad ভূক্ত দেশ- ৪টি। (যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া, জাপান ও ভারত)।
- Quad plus এর দেশ- নিউজিল্যান্ড, দক্ষিণ কোরিয়া।
- ২৪ সেপ্টেম্বর, ২০২১ সালে Quad এর প্রথম সম্মেলন হয়- হোয়াইট হাউস, যুক্তরাষ্ট্র।

## Black Lives Matter (BLM)

- Black Lives Matter (BLM) – বর্ণবাদ বিরোধী আন্দোলন আন্দোলনের শুরু হয়- ২০১২ সালে
- যারা আন্দোলন করে- আফ্রিকান আমেরিকান সম্প্রদায়
- Black Lives Matter এর অর্থ- কৃত্যঙ্গরাও মানুষ
- ২০২০ সালের ২৫ মে জর্জ ফ্লয়েডের হত্যাকানকে কেন্দ্র করে আন্দোলনটি পুনরায় শুরু হয়- Black Lives Matter.

## ভারত মহাসাগরীয় কোয়াডের যাত্রা

- কলকাতা সিকিউরিটি কনক্রেভের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা বৈঠক হয়- মালে, মালদ্বীপ (৯-১০ মার্চ, ২০২২)।
- সদস্য দেশ- ৪টি (ভারত, শ্রীলংকা, মালদ্বীপ ও মরিশাস)।
- পর্যবেক্ষক দেশ- ২টি (বাংলাদেশ ও সিচেলিস)।
- কোয়াডটি গঠিত হয়- ২০১১ সালে।

## আলোচিত নারী

- বাংলা একাডেমির ১ম নারী সভাপতি- সেলিনা হোসেন
- নির্বাচন কমিশনের বর্তমান দ্বিতীয় নারী কমিশনার- বেগম রাশেদা সুলতানা
- সরকারি ব্যাংকের ১ম নারী এমডি- মাহতাব জাবিন
- রাষ্ট্রীয় ব্যাংকের প্রথম নারী এমডি- শিরীন আখতার
- বাংলাদেশের বেসরকারি ব্যাংকের ১ম নারী CEO ও এমডি- হমায়রা আজিম
- পাকিস্তানের প্রথম নারী বিচারপতি- আয়েশা মালেক
- বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রথম নারী নির্বাচী পরিচালক- নাজলীন সুলতানা

## তারিখ অনুযায়ী ঘটনা

তারিখ	�টনা
২৬ এপ্রিল, ২০২২	জাতিসংঘের মহাসচিব অ্যান্ডিনিও গুতেরেস রাশিয়া সফর করেন।
২২ এপ্রিল, ২০২২	ইউক্রেন রাশিয়ার চলমান যুদ্ধে প্রথম বারের মত বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন ভারতের নয়া দিল্লী সফর করেন এবং মৌদী সাথে বৈঠক করেন।
২১ এপ্রিল, ২০২২	প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এশিয়ার সবচেয়ে বড় সার প্রকল্পের উদ্বোধন করেন।
২১ এপ্রিল, ২০২২	সম্প্রতি ইসরায়েল ফিলিস্তিনের গাজায় পুনরায় বিমান হামলা চালায়।
৩১ মার্চ, ২০২২	মুজিব বর্ষের মেয়াদ শেষ হয়
২৩ মার্চ, ২০২২	ওয়ানডে ক্রিকেটে বাংলাদেশের ৩০তম ওয়ানডে সিরিজ জয় করে।
২১ মার্চ, ২০২২	প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শতভাগ বিদ্যুতায়নের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেন।
১৮ মার্চ, ২০২২	ইউক্রেন যুদ্ধে প্রথমবারের মতো হাইপারস্নিক ফেপগান্ত্র হামলা চালায় রাশিয়া।
২ মার্চ, ২০২২	জয় বাংলাকে জাতীয় স্নোগান করে প্রজাপন জারি।
২ মার্চ, ২০২২	রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধে বাংলাদেশের “বাংলার সমৃদ্ধি” জাহাজটি হামলার শিকার হয়।
১২ ডিসেম্বর ২০২১	বাংলাদেশে 5G সেবা চালু হয়
২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২২	সিডিপি বাংলাদেশকে উন্নয়নশীল দেশের জন্য আনুষ্ঠানিক সুপারিশ করেন
১৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৮	বাংলাদেশে 4G চালু হয়
১ জুলাই ২০১৫	বিশ্ব ব্যাংক বাংলাদেশকে নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশ হিসেবে স্বীকৃতি দেয়

## পরিবর্তিত নাম

পুরাতন রাজধানী	নতুন রাজধানী
আজানা (কাজাখস্তান)	নূর সুলতান
জাকার্তা (ইন্দোনেশিয়া)	নুসানতারা (বোর্নিও দ্বীপের কালিমাত্তানে)
পুরাতন মুদ্রা	নতুন মুদ্রা
রিয়াল (ইরান)	তুমান
দেশের পুরাতন নাম	দেশের নতুন নাম
মেসিডোনিয়া	রিপাবলিক অব নর্থ মেসিডোনিয়া
সোয়াজিল্যান্ড	দ্য কিংডম অব ইসওয়াতিনি
ওয়েস্ট ইন্ডিজ	উইন্ডিজ
পূর্ব তিমুর	তিমুর লিসতে

**সংখ্যা তথ্যে Mihir's GK \*\*\***

- বর্তমান দেশের চা নিলাম কেন্দ্র রয়েছে - ২টি (১ম- চট্টগ্রাম, ২য় বা সর্বশেষ: মৌলভীবাজার)।
- বাংলাদেশের সাবমেরিন রয়েছে - ২টি। (২০১৭ সালে চীনের কাছ থেকে ক্রয় করে - বানৌজা নববাত্তা, বানৌজা জয়বাত্তা)।
- বাংলাদেশ সাবমেরিন ক্যাবল ল্যান্ডিং স্টেশন - ২টি (কক্সবাজার, পটুয়াখালী)। নির্মিতব্য ত্যও টি হচ্ছে- কক্সবাজার।
- বাংলাদেশের বিশেষায়িত ব্যাংক - ৩টি (কৃষি ব্যাংক, রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক, প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক)।
- বর্তমানে দেশের সমুদ্র বন্দর- ৩টি (সর্বশেষ তৃতীয় পায়রা সমুদ্রবন্দর ২০১৬ সালে যাত্তা করে)।
- বর্তমানে মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় - ৫টি (সর্বশেষ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়- শেখ হাসিনা মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা)।
- বর্তমানে দেশের আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর - ৩টি
- বাংলাদেশের ড্রিমলাইনারের সংখ্যা - ৬টি। সর্বশেষ ড্রিমলাইনের নাম - অচিন পাথি (২৪ ডিসেম্বর ২০১৯)।
- রাষ্ট্রায়ান্ত বাণিজ্যিক ব্যাংক - ৬টি (সোনালী, রূপালী, জনতা, অঞ্চলী, বেসিক ব্যাংক, বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক)।
- রেমিটেন্স অর্জনে বাংলাদেশের অবস্থান- ৫ম।
- বাংলাদেশ ব্যাংকের হেড অফিস সহ শাখা - ১০টি। (সর্বশেষ- ময়মনসিংহ)।
- বর্তমানে শিক্ষা বোর্ড - ১১টি (সর্বশেষ ময়মনসিংহ)।
- বর্তমান দেশের সিটি কর্পোরেশন- ১২টি (সর্বশেষ ২ এপ্রিল, ২০১৮ ময়মনসিংহ ১২তম সিটি কর্পোরেশন হিসেবে ঘোষণা করা হয়)।
- বর্তমানে বাংলাদেশ বিমান বহরে মোট উড়োজাহাজের সংখ্যা- ২১টি
- বর্তমানে সিভিল সার্ভিস ক্যাডার আছে - ২৬টি।
- বর্তমান দেশের গ্যাসক্ষেত্র - ২৮টি (সর্বশেষ: জকিগঞ্জ, সিলেট)।
- পাইপ লাইনের মাধ্যমে গ্যাস সংযোগ দেওয়া হয়েছে - ২৮টি জেলায়।
- বাংলাদেশ পরমাণু ক্লাবের সদস্য - ৩২তম।
- বর্তমানে দেশে সেনানিবাস রয়েছে - ৩২টি (সর্বশেষ শেখ রাসেল সেনানিবাস- মুসিগঞ্জ)।
- বর্তমানে দেশের নদীবন্দর আছে - ৩৫টি (সর্বশেষ বালাগঞ্জ, সিলেট)।
- বর্তমানে দেশে সরকারি এমবিবিএস মেডিকেল কলেজ- ৩৭টি। (সর্বশেষ- বঙ্গবন্ধু মেডিকেল কলেজ, সুনামগঞ্জ)
- নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল- ৩৯টি
- বাংলাদেশ সাবমেরিন যুগে দেশ - ৪১তম।
- বর্তমান দেশে মন্ত্রণালয় ও বিভাগ রয়েছে - ৪৩টি (সর্বশেষ: বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়)।
- বর্তমানে দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় চালু রয়েছে- ৫২টি
- বাংলাদেশ স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণকারী দেশ - ৫৭তম।
- বর্তমানে তফসিলভুক্ত ব্যাংক- ৬১টি (সর্বশেষ- সিটিজেন ব্যাংক)
- বীরামগ্না মুক্তিযোদ্ধা- ৪৩ জন (২৪ আগস্ট ২০২১ পর্যন্ত)
- বর্তমানে উপজেলা- ৪৯৫টি।

**বিভিন্ন তথ্যের মেয়াদ \*\*\***

- বর্তমান বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নরের মেয়াদ - ৪ বছর।
- রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর মেয়াদ - ৫ বছর।
- ৭ম পক্ষভূম বার্ষিকীর মেয়াদ - ৫ বছর (২০১৬-২০২০)।
- প্রাক প্রাথমিক শিক্ষার বয়স - ৩ থেকে ৬ বছর।
- প্রাথমিক শিক্ষার স্তর - প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণি।
- ১ম প্রেস্কিত পরিকল্পনার মেয়াদ - ১০ বছর(২০১০-১১)
- ২য় প্রেস্কিত পরিকল্পনার মেয়াদ - ২০ বছর(২০২১-১১)।
- বঙ্গবন্ধু-১ স্যাটেলাইটের মেয়াদ - ১৫ বছর।
- ভোটার আইডি কার্ডের মেয়াদ - ১৫ বছর।
- ভোটার হওয়ার ন্যূনতম বয়স- ১৮ বছর।
- স্টার্ট ভোটার আইডি কার্ডের মেয়াদ - ১০ বছর।
- কিশোর অপরাধের বয়স - ৭ থেকে ১৬ বছর।
- গঙ্গার পানি চুক্তির মেয়াদ - ৩০ বছর। (১৯৯৬ - ২০২৬)
- সরকারি চাকুরীজীবীদের অবসরের বয়স - ৫৯ বছর।
- বর্তমানে বিজ্ঞানীদের অবসরের বয়স - ৫৯ বছর।
- সরকারি কর্ম কমিশনে চোরায়নের অবসরের বয়স - ৬৫ বছর।
- প্রধান নির্বাচন কমিশনারের অবসরের বয়স - ৬৫ বছর।
- প্রধান বিচারপতির অবসরের বয়স - ৬৭ বছর।
- বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নরের অবসর বয়স - ৬৭ বছর

**জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী মিশন ও বাংলাদেশ \*\***

- বাংলাদেশ মিশন সম্পন্ন করেছে- ৪০টি দেশের ৫৪টি মিশন
- বাংলাদেশ সৈন্যরা বর্তমানে- ৮টি দেশের ৯টি মিশনে কাজ করছে
- জাতিসংঘে শান্তিরক্ষী মিশনের বাংলাদেশে অবস্থিত প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের নাম - BIPSOT (Bangladesh Institute of Peace Support Operation Training), গাজীপুর।
- বর্তমানে শান্তিরক্ষী মিশনে সৈন্য প্রেরণে শীর্ষদেশ - বাংলাদেশ।
- বাংলাদেশের বর্তমানে শান্তিরক্ষী মিশনে কাজ করছে - ৬৭৪২ জন
- জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী মিশনে ডেপুটি ফোর্স কমান্ডার নিযুক্ত হন - মোঃ মাস্তিন উল্লাহ চৌধুরী।
- শান্তিরক্ষী মিশনে ২য় শীর্ষ দেশ - ইথিওপিয়া।
- আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জাতিসংঘ শান্তি রক্ষী মিশন প্রতিষ্ঠা করা হয় - ১৯৪৮ সালে।
- জাতিসংঘের ১ম শান্তিরক্ষী মিশন পরিচালিত হয় - ফিলিপ্পিনে (১৯৪৮ সালে)। মিশনের নাম- UNTSO (United Nations Truce Supervision Organization)
- বাংলাদেশি সৈন্য প্রথম শান্তিরক্ষী মিশনে যোগদান করে - ১৯৮৮ (ইরাক - ইরান মিশনে)। যা - UNIIMOG নামে পরিচিত (১৫ জন সেনা সদস্য প্রেরণ করা হয়)। শান্তিরক্ষী মিশনে প্রথম পুলিশ যোগদান করে - ১৯৮৯ সালে এবং নারী সদস্য যোগদান করে - ১৯৯৯ সালে।
- শান্তিরক্ষী মিশনে বাংলাদেশ সদস্যপদ হয়- ১৯৭৯ সালে
- বাংলাদেশ পুলিশ যে দেশে শান্তিরক্ষী মিশনে যায়- নামিবিয়া
- বাংলাদেশ নারী পুলিশ শান্তি রক্ষী মিশনে যোগদান করে- ১৯৯৯ সালে (পূর্ব তিমুর)
- বাংলাদেশ বিমান ও নৌবাহিনী শান্তি রক্ষী মিশনে যোগ দেয়- ১৯৯৩ সালে

### পেগাসাস কেলেক্টরি

- প্রিচিশ দৈনিক গার্ডিয়ানসহ ১৬টি সংবাদপত্রে ইসরাইলের এক ভয়ংকর হ্যাকিংয়ের ঘটনা ফাঁস করে- ১৮ জুলাই ২০২১
- যদি কোন স্টার্ট ফোনে NSO Group Technologies তৈরিকৃত পেগাসাস সফটওয়্যারটি প্রবেশ করে- NSO থাহক পুরো ফোনটির দখল পেয়ে যাবে
- সিটিজেন ল্যাবের গবেষণায় পেগাসাস ছড়ানোর প্রমাণ পাওয়া গেছে- ৪৫টি দেশে
- পেগাসাস হলো- বেসরকারি কোম্পানির তৈরি করা সবচেয়ে শক্তিশালী স্পাইওয়্যারের নাম

### জেফ বেজেসের মহাকাশ ভ্রমণ

- আমাজন ডট করের প্রতিষ্ঠাতা জেফ বেজেস মহাকাশে যান- ২০ জুলাই, ২০২১
- তিনি সফরসঙ্গীসহ যে রাকেটে ভ্রমণ করেন- নিউ শেপার্ড

### মার্কিন ইরাক সৈন্য প্রত্যাহার চুক্তি

- চুক্তি স্বাক্ষর হয়- ২৬ জুলাই, ২০২১
- চুক্তি স্বাক্ষরের পক্ষে যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ও ইরাকের পক্ষে প্রধানমন্ত্রী মুস্তফা আল কাদেমি
- আফগানিস্তানের পরে যে দেশ থেকে সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্র ও ন্যাটো সৈন্য প্রত্যাহার শুরু করে- ইরাক
- ১৯ মার্চ, ২০০৩ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্র পক্ষ ইরাকে যে অপারেশন পরিচালনা করে- অপারেশন ইরাকি ফ্রিডম (অন্য নাম অপারেশন টেলিক, ইরাক দখল)

### নতুন গ্রন্তি

গ্রন্তির নাম	লেখক
The startup wife	তাহিমিমা আনাম
Home in the world, Development as freedom	অমর্ত্য সেন
My Father, My Bangladesh (শেখ মুজিব আমার পিতা)	শেখ হাসিনা
Bangladesh wins Freedom	শেখ হাসিনা
Promise me, Dad	জো বাইডেন
State of Terror	হিলারি ক্লিনটন

### মুজিব চিরতন

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ত্ব উদযাপন উপলক্ষে 'মুজিব চিরতন' শীর্ষক মূল প্রতিপাদ্যের ১০ দিনের অনুষ্ঠানমালা হয়।

সময়কাল- ১৭মার্চ, ২০২১ থেকে ২৬ মার্চ, ২০২১ \*\*

আগত রাষ্ট্রপ্রধান ও সরকারপ্রধান- মোট ৫ জন

১৭ মার্চ, ২০২১	মালদ্বীপের প্রেসিডেন্ট- ইব্রাহিম মোহাম্মদ সলিহ
১৯ মার্চ, ২০২১	শ্রীলংকার প্রধানমন্ত্রী- মাহিন্দা রাজাপাক্সে
২২ মার্চ, ২০২১	নেপালের প্রথম নারী প্রেসিডেন্ট- বিদ্যা দেবৌ ভাভারী
২৩ মার্চ, ২০২১	ভুটানের প্রধানমন্ত্রী- ডাঃ লোটে শেরিং
২৬ মার্চ, ২০২১	ভারতের প্রধানমন্ত্রী- নরেন্দ্র মোদি

- স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ত্বের লোগো উন্মোচন করা হয়- ২৬ মার্চ ২০২১
- স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ত্বের লোগোর নকশা করেন- রামেন্দু চক্রবর্তী \*\*
- লোগো ব্যবহার করা যাবে- ১৬ ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত \*\*

### স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ত্ব

- সময়- ২৬ মার্চ, ২০২১-১৬ ডিসেম্বর, ২০২১
- ২৬ মার্চ, স্বাধীনতা দিবসে প্রধান অতিথি ছিলেন- ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি
- সমাপনী অনুষ্ঠান হয়- ১৬ ও ১৭ ডিসেম্বর, ২০২১
- সমাপনী অনুষ্ঠানের অতিথি ছিল- ভারতের রাষ্ট্রপ্রতি রামনাথ কোবিন্দ

### বিজয়ের সুবর্ণ জয়ত্ব

- ১৬ ও ১৭ ডিসেম্বর, ২০২১ শীর্ষ অনুষ্ঠান- মহাবিজয়ের মহানায়ক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি- রামনাথ কোবিন্দ
- ১৬ ডিসেম্বর, ২০২১ জাতীয় প্যারেড ক্ষয়ারে বিজয় দিবসের কুচকাওয়াজে অংশ গ্রহণ করে- ৫টি দেশ (ভুটান, রাশিয়া, ভারত, যুক্তরাষ্ট্র ও মেরিকো)
- বাংলাদেশ- ভারত সম্পর্কের ৫০ বছর পূর্তিতে মৈত্রী দিবস উত্থাপন করে ১৮টি দেশ- ৬ ডিসেম্বর, ২০২১

### মুজিব শতবর্ষ: ২০২০ - ২২

- মুজিব শতবর্ষের ক্ষণ গণনা শুরু হয়- ১০ জানুয়ারি ২০২০ থেকে। এই দিনটি জাতির জনকের- স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস।
- মুজিববর্ষের থিম সং- তুমি বাংলার ধ্রুব তারা, তুমি বাংলার বাতিঘর, (গীতিকার- কামাল আব্দুল নাহের চৌধুরী, সুরকার- নকিব খান, শিল্পী- শেখ রেহানাসহ ২০ জন)।
- মুজিববর্ষের শোগান- মুজিববর্ষের প্রতিশ্রুতি, আর্থিক খাতের অগ্রগতি
- পুরস্কার প্রবর্তন- গ্রিন ফ্যাক্টরি আওয়ার্ড।
- মুজিববর্ষের কাউন্টডাউন উদ্বোধন করেন- প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা
- মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে নোট চালু হয়- ২০০ টাকা (১৭ মার্চ, ২০২০)
- মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে পত্রিকা চালু- কালি ও কলম।
- মুজিববর্ষের সময়- ১৭ মার্চ ২০২০ সাল থেকে ৩১ মার্চ, ২০২২ পর্যন্ত
- ইউনেস্কো তার সদর দণ্ডে ৪০তম সাধারণ অধিবেশনে বাংলাদেশের সাথে মুজিববর্ষ পালনের সর্বসমত ভাবে গৃহীত হয়- ২৫ নভেম্বর ২০১৯ সালে।
- মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে ঢাবির বিশেষ সমাবর্তনে বঙ্গবন্ধুকে দেওয়া হবে- "ডক্টর অব লজ" (মরণোত্তর) ডিগ্রি।
- প্রধান বঙ্গ হওয়ার কথা রয়েছে- ২০১৯ সালে অর্থনীতিতে নোবেল বিজয়ী অভিজিৎ বিনায়ক।
- যৌথ বা দ্বিপক্ষীয়ভাবে মুজিববর্ষ পালন করছে- ১৯৫ টি দেশ
- মুজিববর্ষের লোগোর ডিজাইনার- সব্যসাচী হাজরা।

### বঙ্গবন্ধুর জন্ম শতবার্ষিকী উদযাপন কমিটি

- বঙ্গবন্ধুর জন্ম শত বর্ষিকী উদযাপন জাতীয় কমিটি মোট সদস্য- ১১৯ জন
- সভাপতি- প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা
- বঙ্গবন্ধু জন্ম শত বর্ষিকী উদযাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির মোট সদস্য- ৭৯ জন
- সভাপতি- জাতীয় অধ্যাপক মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম
- জাতীয় কমিটির সদস্য সচিব এবং জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির প্রধান সম্মিলনের দায়িত্বে- ড. কামাল আব্দুল নাসের

### বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের তৃতীয় গ্রন্থ \*\*\*

#### অসমাপ্ত আত্মজীবনী (The Unfinished memoirs)

- বঙ্গবন্ধুর প্রথম আত্মজীবনী - অসমাপ্ত আত্মজীবনী
- “দি ইউনিভার্সিটি ফ্রেস” থেকে প্রকাশিত হয়- ২০১২ সালের ১৮ জুন
- লেখাৰ জন্য অনুপ্রেৱণা দেন- শেখ ফজিলাতুন্নেসা মুজিব
- ইংৰেজি অনুবাদ কৱেন- ঢাবিৰ ইংৰেজি বিভাগৰে  
শিক্ষক ফখরুল আলম
- গ্রন্থটিতে ঘটনা ছান পেয়েছে- ১৯২০-১৯৫৫  
সাল পর্যন্ত
- গ্রন্থটি লেখা হয়- ১৯৬৭-১৯৬৯ সালে ঢাকা  
কেন্দ্ৰীয় কাৰাগারে \*\*\*
- বইটিৰ ভূমিকা লিখেন- প্ৰধানমন্ত্ৰী শেখ হাসিনা
- গ্রন্থটি সম্পাদনা কৱেছেন- সামুজ্জামান খান
- প্ৰচন্দ শিল্পী ছিলেন- সমৰ মজুমদাৰ।
- বইটি প্ৰকাশিত হয়েছে- মোট ১৮টি ভাষায়
- বইটি অনুদিত হয়েছে- ১৭টি ভাষায় (ইংৰেজি, চীনা, জাপানিজ,  
আৱৰি, ফৰাসি, ইন্দি, তুৰ্কি, উর্দু, স্প্যানিশ, অসমীয়া, মালয়,  
ইতালীয়, কুশ, নেপালী, কোৱিয়ান, মারাঠি এবং হিঙ্ক) \*\*\*
- সৰ্বশেষ অনুদিত হয়েছে- হিঙ্ক ভাষায় (৩১ অক্টোবৰ ২০২১) \*\*\*
- হিঙ্ক ভাষায় অনুবাদ কৱেন- দিমিত্ৰিস ভ্যাসিলিয়াডিস
- ২০২১ সালের ১২ অক্টোবৰ মাৰাঠি ভাষায় প্ৰকাশ কৱেন- অৰ্পণা  
ভেলনকাৰ (অনুবাদ হৈছেৰ নাম- অপূৰ্ণ আত্মকথা)
- অসমাপ্ত আত্মজীবনী নিয়ে নির্মিত চলচিত্ৰ- চিৰঞ্জীব মুজিব
- চিৰঞ্জীব মুজিব চলচিত্ৰে বঙ্গবন্ধুৰ ভূমিকায় অভিনয় কৱেন-  
আহমেদ কৱেল \*\*\*, পৱিচালক- নজুরুল ইসলাম \*\*\*
- কোৱায় ভাষায় অনুবাদ কৱেন- লি ডং হিউন \*\*\*



### কাৰাগারেৰ ৱোজনামচা (Prison Diaries)

- বঙ্গবন্ধুৰ ২য় আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ- কাৰাগারেৰ ৱোজনামচা
- বইটিৰ ভূমিকা লেখেন- প্ৰধানমন্ত্ৰী শেখ হাসিনা
- প্ৰকাশিত হয়- ২০১৭ সালেৰ ১৭ মাৰ্চ বঙ্গবন্ধুৰ  
১৮ জন্যা বাৰ্ষিকীতে
- গ্রন্থটি প্ৰকাশ কৱে- বাংলা একাডেমি
- বইটিৰ ইংৰেজি অনুবাদ কৱেছেন- ফখরুল  
আলম
- নামকৰণ কৱেন বঙ্গবন্ধুৰ কনিষ্ঠ কন্যা- শেখ ৱেহানা
- গ্ৰন্থ ছান পেয়েছে- ১৯৬৬-৬৮ সাল জেল জীবনেৰাচ্চি
- বইটিৰ প্ৰচন্দ শিল্পী- তাৰিক সুজাত
- বইটি প্ৰকাশিত হয়েছে- মোট ৫টি ভাষায়
- অনুদিত হয়েছে- ৪টি ভাষায় (ইংৰেজি, অসমীয়া, নেপালী ও  
ফৰাসি) \*\*\*
- ২০২১ সালেৰ ১৭ ই জুন ফৰাসি ভাষায় অনুবাদ কৱেন- ফিলিপে  
বেনেয়া
- ফৰাসি ভাষায় অনুদিত হৈছেৰ নাম- Journal De Prison \*\*\*
- বঙ্গবন্ধুৰ জেলখানাৰ জীবনেৰ উপৰ লেখা বই- ৩০৫০ দিন



### আমাৰ দেখা নয়াচীন (New China 1952)

- চীন ভ্ৰমণেৰ অভিজ্ঞতা নিয়ে লেখা ভ্ৰমণ কাহিনী নিৰ্ভৰ বই- আমাৰ  
দেখা নয়াচীন
- বঙ্গবন্ধুৰ ৩য় আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ- আমাৰ দেখা  
নয়াচীন
- বঙ্গবন্ধুৰ ১৯৫২ সালে চীন ভ্ৰমণেৰ অভিজ্ঞতা নিয়ে  
আমাৰ দেখা নয়াচীন বইটি লেখা তৰু কৱেছেন-  
১৯৫৪ সালে
- প্ৰকাশিত হয়- ২০২০ সালে ২ৱা ফেব্ৰুৱাৰি বাংলা  
একাডেমি কৰ্তৃক
- বইটিৰ ভূমিকা লিখেছেন- বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা
- বইটি ইংৰেজি অনুবাদ কৱেছেন- ফখরুল আলম (১৮ মাৰ্চ, ২০২১)



### বঙ্গবন্ধু নিয়ে নিৰ্মিত উল্লেখযোগ্য চলচিত্ৰ

- মুজিব- একটি জাতিৰ রূপকাৰ- বায়ো গ্ৰাফিমূলক চলচিত্ৰ  
(পৱিচালক- শ্যাম বেনেগাল)।
- তজনী- ৭ মাৰ্চেৰ ভাষণকেন্দ্ৰিক চলচিত্ৰ (পৱিচালক- সোহেল বয়াতি)
- মুজিব আমাৰ পিতা- আনিমেশন চলচিত্ৰ (পৱিচালক- সোহেল  
মোহাম্মদ রাণা)।
- পলাশী থেকে ধানমন্ডি- ডকুড্রামামূলক চলচিত্ৰ (নিৰ্মাতা- আন্দুল  
গাফুফাৰ চৌধুৱী)।
- গ্ৰাফিক নডেল- জীবনীভিত্তিক চলচিত্ৰ (প্ৰকাশক- রাদওয়ান মুজিব  
সিদ্ধিক বৰি)।
- ৫৭০-১৫ আগস্টেৰ হত্যাকাণ্ড নিৰ্ভৰ চলচিত্ৰ (পৱিচালক- আশৱাফ  
শিশিৰ)।

### বঙ্গবন্ধুৰ নামে ইউনেক্ষোৰ পুৰকাৰ প্ৰদান

- ইউনেক্ষোৰ সৃজনশীল অৰ্থনীতিতে উদ্যোগেৰ জন্য তৰুণদেৱৰ  
উৎসাহিত কৱতে পুৰকাৰ চালু কৰে- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুৰ রহমান  
ইন্টাৱন্যাশনাল প্রাইজ ইন দ্য ফিল্ড অব ক্ৰিয়েটিভ ইকোনমি।
- পুৰকাৱেৰ বিষয়- সৃজনশীল/সৃষ্টিশীল অৰ্থনীতিতে অবদানেৰ জন্য
- পুৰকাৱেৰ অৰ্থমূল্য- ৫০ হাজাৰ মাৰ্কিন ডলাৰ
- বঙ্গবন্ধুৰ নামে ২০২১ সালেৰ নভেম্বৰে পুৰকাৰ প্ৰদানেৰ ঘোষণা  
কৰে- ইউনেক্ষোৰ
- প্ৰথম পুৰকাৰৰ ঘোষণা কৰা হয়- ইউনেক্ষোৰ ৪১তম সাধাৱণ সভায়  
চলাকালে
- ২০২১ সালেৰ ১১ নভেম্বৰ প্যারিসে প্ৰধানমন্ত্ৰী শেখ হাসিনা প্ৰথম  
পুৰকাৰ তুলে দেন- উগান্ডা কাম্পালা ভিত্তিক মোটিভ ক্ৰিয়েশন  
লিমিটেডেৰ কৰ্তৃপক্ষ জাফেথ কাওয়ানগুজিৰ হাতে
- ক্ষাসে নিযুক্ত বাংলাদেশৰ রাষ্ট্ৰদূত ও ইউনেক্ষোতে নিযুক্ত  
বাংলাদেশৰ ছায়ী প্ৰতিনিধি কাজী ইমতিয়াজ হোসেন বঙ্গবন্ধু  
পুৰকাৱেৰ প্ৰাপ্তাৰ দেন- ২০১৯ সালেৰ আগস্টে।

### বঙ্গবন্ধুলামা

- পাকিস্তান আমলে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুৰ রহমানেৰ ওপৰ বিভিন্ন  
গোয়েন্দা দণ্ডৰ সংৰক্ষিত গোপনীয় যে প্ৰতিবেদন দেয়া হয়েছিল,  
সেসবেৰ ভেতত থেকে ১৯৪৮-১৯৫০ তিন বছৱেৰ প্ৰতিবেদনগুলো  
নিয়ে সংকলিত হৈছেৰ মোড়ক উন্মোচন কৰা হয়- ৭ সেপ্টেম্বৰ ২০১৮
- গ্ৰন্থেৰ নাম- “সিক্রেট ডকুমেন্ট অব ইন্টেলিজেন্স ব্ৰাফ্ব অন ফাদাৰ  
অব দ্য নেশন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুৰ রহমান”

- এছের মোট খন্ড - ১৪ খন্ড
- প্রকাশ - প্রথম খন্ড (প্রথম খন্ডে ১৯৪৮-১৯৫০ সাল পর্যন্ত বঙ্গবন্ধুর আন্দোলন, সংগ্রাম, ভাষণ, গতিবিধি এবং কর্মকাণ্ডের বিভিন্ন তথ্য সংযোজিত হয়েছে)।
- বঙ্গবন্ধুর বিরক্তি পাকিস্তানি গোয়েন্দা প্রতিবেদনের সূচনা - ১৩ জানুয়ারি ১৯৪৮।
- দ্বিতীয় গোয়েন্দা প্রতিবেদন প্রকাশ - ৩ মার্চ ১৯৪৮।
- ১৯৪৮-১৯৫০ এই তিনি বছরে বঙ্গবন্ধুর বিরক্তি গোয়েন্দা প্রতিবেদন দেওয়া হয়েছে- ৩২১টি (তখন বঙ্গবন্ধুর বয়স ছিল ২৮ বছর)।

### মুজিব শতবর্ষ অ্যাপ

- মুজিব শতবর্ষ অ্যাপ উদ্ঘোষণ - ১৪ মার্চ ২০২১
- উদ্ঘোষণ করে - তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ

### বঙ্গবন্ধু সমাচার

- বঙ্গবন্ধুর বক্তৃতা সভার - বঙ্গবন্ধুর ১০০টি ভাষণের সমগ্রে প্রকাশিত হচ্ছে। মুখ্যবক্তৃ লিখেন- প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।
- ৩০৫৩ দিন- ৩০ জুলাই ২০১৮ বঙ্গবন্ধুর জেল জীবনের উপরে বইয়ের মোড়ক উন্মোচন করা হয়।
- বাংলাদেশ ও ভারতের যৌথ প্রযোজনায় নির্মিতব্য বঙ্গবন্ধুর জীবনীভূতিক চলচ্চিত্র- বঙ্গবন্ধু।
- চলচ্চিত্রটি নির্মাণ করার জন্য মনোনীত করা হয় - ভারতের প্রখ্যাত পরিচালক ও চিন্নাট্যকার শ্যাম বেনেগালকে।
- ১৫ আগস্ট ২০১৯ জাতিসংঘ সদর দপ্তরে জাতীয় শোক দিবস অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধুকে ফ্রেন্ড অব দ্য ওয়ার্ল্ড বা 'বিশ্ববন্ধু' হিসাবে আখ্যায় দেন - আনন্দোয়ারাম করিম চৌধুরী।
- নয়াদিল্লির পার্ক স্ট্রিটের নামকরণ করা হয় - বঙ্গবন্ধুর নামে
- বঙ্গবন্ধু ক্ষয়ার নির্মিত হচ্ছে- বাংলাবাদ্বা, পঞ্চগড়
- বঙ্গবন্ধু চতুর্থ হচ্ছে- কক্ষবাজারের কলাতলিতে।
- বঙ্গপোসাগরে যে দ্বীপের সকান মিলেছে- বঙ্গবন্ধু দ্বীপ।
- বঙ্গবন্ধু দ্বীপ মৎস্য সমুদ্রবন্দর থেকে দূরত্ব- ৮০ কিলোমিটার দক্ষিণে।
- বঙ্গবন্ধু দ্বীপ সুন্দরবনের হিরন পয়েন্ট থেকে দূরত্ব- ১৫ কিলোমিটার।
- বঙ্গবন্ধু দ্বীপের আয়তন- ৭.৮৪ বর্গ কি. মি.।
- অসমাঞ্ছ আত্মজীবনী যে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচীতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে - চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় (ইংরেজি বিভাগ)।
- বিবিসি রিপোর্টে শ্রেষ্ঠ বাঙালি- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান (২০০৪ সাল)।
- বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে নির্মিত নাটকের নাম - মহা মানবের দেশে (পরিচালক- মাহান হীরা)।

### বঙ্গবন্ধু টাওয়ার

- উচ্চতা - ২০ তলা
- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের বাসভবন
- প্রেক্ষাপট - ১৯৪৯ সালে ঢাকি চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের অধিকার আদায়ের আন্দোলনে নেতৃত্ব দেয়ায় ছাত্রত্ব বাতিল হয় এই মহান নেতৃত্ব। যার প্রেক্ষাপটে এই ভবনের নামকরণ করা হয়। ছাত্রত্ব ফিরিয়ে দেয়া হয়- ১৪ আগস্ট ২০১০ সালে \*\*\*

### বঙ্গবন্ধুর হত্যাকান্ডের মৃত্যুদণ্ডবাদেশ প্রাণ খুনি

- বঙ্গবন্ধুর মোট ১৭ জনকে ধানমন্ডি ৩২ নং সড়কের বাড়িতে হত্যা করা হয় - ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট।
- বঙ্গবন্ধুর ব্যক্তিগত সহকারী মহিলা ইসলাম বাদী হয়ে ধানমন্ডি ধানায় মামলা করেন - ১৯৯৬ সালের ২ অক্টোবর।
- সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ ১২ জনকে মৃত্যুদণ্ড দেয় - ১৯ নভেম্বর, ২০০৯ সালে।
- প্রথম ফাঁসি কার্যকর - ২৮ জানুয়ারি, ২০১০ সালে (৫ জনের)।
- সম্প্রতি ক্যাপ্টেন আব্দুল মাজেদের ফাঁসি কার্যকর হয় - ১২ এপ্রিল, ২০২০ সালে।
- মোট ফাঁসি কার্যকর - ৬ জনের।

### প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে নিয়ে তথ্যচিত্র

নাম	তথ্যপ্রবাহ
১. লেটস টক উইথ শেখ হাসিনা	১৫০ জন তরুণ-তরুণী নিয়ে শীর্ষক অনুষ্ঠান
২. শেখ হাসিনা দ্যা লিভার	১১ মিনিট ৩৩ সেকেন্ড রাজনৈতিক তথ্যচিত্র
৩. শেখ হাসিনা, আ ডটার্স টেল প্রামাণ্যচিত্র	৭০ মিনিটের প্রামাণ্যচিত্র নির্মাতা - পিপলু খান
৪. হাসিনা হাকাইক আসাতি এছ	মিসেরীয় সাংবাদিক ও গবেষক মুহসেন আলী আরাসি

### শেখ হাসিনার এছ ও অন্যান্য তথ্য

- শেখ মুজিব আমার পিতা
- ওরা টোকাই কেন?
- Democracy Poverty Elimination and Peace
- Democracy is Distress Demeaned Humanity
- Living is Tears ■ দারিদ্র্য দূরীকরণ কিছু চিন্তা ভাবনা
- বিশ্ব প্রামাণ্য ঐতিহ্য বঙ্গবন্ধুর ভাষণ ■ আমাদের ছেট রাসেল সোনা
- 'শেখ হাসিনা ধৰলা সেতু' সেতুবন্ধন করেছে- কৃতিযাম ও লালমনিরহাট জেলাকে।
- 'শেখ হাসিনা সেনানিবাস অবস্থিত- পটুয়াখালী জেলার লেবুখালীতে।
- 'শেখ হাসিনা নকশী পল্লী' অবস্থিত- জামালপুরে।
- শেখ হাসিনা মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়- খুলনা
- 'Peace and Harmony'- প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে নিয়ে লিখিত কবিতার সংকলিত এছ।

অ্যাওয়ার্ডের নাম	সাল	প্রদানকারী	অবদান
এসডিজি অঞ্চলিক পুরস্কার	২০২১	জাতিসংঘ সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট সল্যুশনস নেটওর্ক (SDSN)	দারিদ্র্য দূরীকরণ, পৃথিবীর সুরক্ষা ও সবার জন্য শান্তি সমৃদ্ধি নিশ্চিতকরণ
WITSA Eminent Persons Award- 2021.	২০২১	World Information Technology and Services Alliance (WITSA)	তথ্য প্রযুক্তিতে অবদান রাখায়

### প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ বঙ্গবন্ধু-১

- ❖ বাংলাদেশের ১ম কৃত্রিম উপগ্রহ/স্যাটেলাইট- বঙ্গবন্ধু-১
- ❖ বাংলাদেশ বিশ্বের নিজস্ব স্যাটেলাইটের মালিক হয়- ৫৭ তম দেশ হিসেবে।
- ❖ উৎক্ষেপণ হয়- ১১ মে, ২০১৮ আমেরিকার সময়। ১২ মে, ২০১৮ প্রথম প্রহরে ২:১৪ মিনিটে (বাংলাদেশ সময়)
- ❖ ইন্টারনেট ব্যান্ডউইথের মাধ্যমে সেবা চালু করে- ১৯ মে, ২০১৯।
- ❖ স্যাটেলাইটের মাধ্যমে ১ম পরীক্ষামূলক সম্প্রচার শক্তি - ৪ সেপ্টেম্বর, ২০১৮(সাউথ এশিয়া ফুটবল চ্যাম্পিয়নশীপে বাংলাদেশ ও ভূটানের মধ্যকার ম্যাচ)।
- ❖ বাংলাদেশে ক্যাবল সংযোগ ছাড়াই স্যাটেলাইট চ্যানেল দেখার মাধ্যমে DTH(ডিরেক্ট টু হোম) চালু করে - বেক্সিমকো কমিউনিকেশনের “আকাশ”।
- ❖ থ্যালেস অ্যালেনিয়া পর্যবেক্ষণ করছে - প্রথম ৩ বছর এবং পরে বাংলাদেশকে দায়িত্ব দিয়।
- ❖ ছায়াছবি - ১৫ বছরের জন্য রাশিয়ার কাছ থেকে অরবিটাল স্টেট কেনা হয়েছে (২০১৪ সাল)।
- ❖ মহাকাশে নির্ধারিত কক্ষপথের উদ্দেশ্যে পাঠানো হয়- যুক্তরাষ্ট্রের ফ্রেরিভার কেপ ক্যানাডেরাল কেনেডি স্পেস সেন্টার থেকে।
- ❖ উৎক্ষেপণকারী প্রতিষ্ঠান- যুক্তরাষ্ট্রের স্পেস এক্সের লক্ষণ প্যাড
- ❖ স্যাটেলাইটটি নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠান- বিটিআরসি (বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন)।
- ❖ স্যাটেলাইটটির মূল কাঠামো তৈরি ও ডিজাইন করে- থ্যালেস অ্যালেনিয়া কোম্পানি (ফ্রান্স)।
- ❖ স্যাটেলাইটটি মহাকাশে পাঠানো হয় যে রকেটে- ফ্যালকন-৯
- ❖ স্যাটেলাইট উড়ানোর কাজটি বিদেশে হলেও এটি নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র তৈরি করা হয়েছে- গাজীপুরে জয়দেবপুরে গ্রাউন্ড কন্ট্রোল স্টেশন ও রাসায়ান্তরিত বেতবুনিয়া গ্রাউন্ড স্টেশন।
- ❖ স্যাটেলাইট তত্ত্বাবধায়ক বিটিআরসি যে মন্ত্রণালয়ের অধীনে- ঢাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়।
- ❖ বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইটে মোট ট্রান্সপ্লার- ৪০টি (২০টি দেশের জন্য ব্যবহার করা হবে এবং ২০টি বিক্রি করবে)।
- ❖ মহাকাশে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইটের অবস্থান- ১১৯°০' পূর্ব দ্রাঘিমাংশে
- ❖ স্যাটেলাইট কার্যকর হওয়ার পর নিয়ন্ত্রণ যাবে তিনটি বিদেশি গ্রাউন্ড স্টেশন- যুক্তরাষ্ট্র, ইতালি ও দক্ষিণ কোরিয়া।
- ❖ স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণের শ্লোগান- জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।
- ❖ ওজন- ৩ হাজার ৭০০ কেজি এবং খরচ হয়- ২,৭৬৫ কোটি টাকা।
- ❖ ১৯৫৭ সালে প্রথম স্যাটেলাইট প্রেরণ করেন স্পুটনিক-১ করে- সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন (রাশিয়া)

### বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-২

- ❖ দেশের ২য় স্যাটেলাইটের নাম- বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-২।
- ❖ স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ করা হবে- ২০২৩ সালে।
- ❖ ২য় স্যাটেলাইট প্রকল্পে পরামর্শক হিসেবে নিয়োগ পায়- Price water house coopers (PwC), ফ্রান্স।
- ❖ নিয়োগ পায়- ১৯ জানুয়ারি ২০২০।
- ❖ নির্মাণ ও উৎক্ষেপণ করবে- গ্রাউন্ডসমস সমর্থোত্তা আরক স্বাক্ষর করে- রাশিয়ার রাষ্ট্রায়ন্ত্র মহাকাশ সংস্থা রসকানমাস এর অঙ্গ প্রতিষ্ঠান গ্রাউন্ডসমস ও বাংলাদেশ স্যাটেলাইট কোম্পানী (BSCL)।
- ❖ আনুমানিক ব্যয় ধরা হয়েছে- ৩৭০৭ কোটি টাকা।

### মৈত্রী বঙ্গনে বাংলাদেশ-ভারত

#### ঝাধীনতা সড়ক

- চালু হয়- ২৬ মার্চ, ২০২১ (বাংলাদেশের ঝাধীনতার সুবর্ণ জয়ত্বাতে)
- সড়ক নির্মাণের প্রেক্ষাপট- ১৭ এক্রিল ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের প্রথম সরকারের মন্ত্রিসভার সদস্যরা শপথ নেন মেহেরপুরের মুজিবনগরে। ভারত থেকে যে পথ দিয়ে জাতীয় চার নেতা মুভিয়োক্তারা ও বিদেশী সংবাদকর্মী এসেছিলেন তারই নামকরণ করা হয়- ঝাধীনতা সড়ক।

#### মৈত্রী সেতু

- অবস্থান- ফেনী নদীর উপর (বাংলাদেশ ও ভারতের সীমাত্তে)
- দৈর্ঘ্য- ১.৯ কিলোমিটার; প্রস্থ- ১৪.৮০ মিটার
- যুক্ত করবে- খাগড়াছড়ি জেলার রামগড়ের সাথে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের সাবক্রমকে। সেতুর ছায়াত্তুকাল- ১০০ বছর
- পিলার- ১২টি (৮টি বাংলাদেশ অংশে এবং ৪টি ভারত অংশে)
- উদ্ঘোষণ- ৯ মার্চ, ২০২১ (বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি)

### চাকা - জলপাইগুড়ি যাত্রীবাহী ট্রেন

- ট্রেনের নাম- মিতালী এক্সপ্রেস, রুটের মোট দৈর্ঘ্য- ৫৯৫ কিলোমিটার
- চালু হয়- ২৭ মার্চ, ২০২১ (ঝাধীনতার সুবর্ণজয়ত্ব এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মজিবুর রহমানের জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে)
- ট্রেন চালাল রুট- ভারতের জলপাইগুড়ি থেকে ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট
- জেনে রাখি- ভারতের পশ্চিমবঙ্গের সাথে বাংলাদেশের আরো ২টি রেলপরিসেবা চালু আছে।
- মৈত্রী এক্সপ্রেস (ঢাকা - কলকাতা ২০০৮)
- বঙ্গন এক্সপ্রেস (খুলনা - কলকাতা ২০১৭)

### 5G ও 6G

- ২০১৮ সালে প্রথম 5G নেটওয়ার্ক চালু করে- দক্ষিণ কোরিয়া।
- বাংলাদেশে টেলিটক প্রথমবারের মতো 5G সেবা চালু করে- ১২ ডিসেম্বর, ২০২১।
- 6G চালু করে- চীন (২০২২)

### মোবাইল নিবন্ধন (NEIR)

- NEIR এর পূর্ণরূপ- National Equipment Identity Register.
- নিবন্ধন শক্তি হয়- ১ জুলাই, ২০২১।
- আবেদন ফোন বক হয়ে যায়- ১ অক্টোবর, ২০২১।

### বাংলা বর্ষপুঁজির পরিবর্তন

- গ্রেগরিয়া ক্যালেন্ডারের সাথে সমন্বয় করে বাংলা ক্যালেন্ডার একই করা হয়- ২০১৯ সালে
- বাংলা সনের প্রবর্তন করেন - সন্মাট আকবর (১৫৫৬ সালে)।
- বাংলা প্রথম ৬ মাস ৩১ দিনে - বৈশাখ, জৈষ্ঠ, আষাঢ়, শ্রাবণ, ভদ্র ও আশ্বিন।
- বাংলা ৩০ দিনে মাস ৫টি- (কাৰ্তিক, অহাহায়ণ, পৌষ, মাঘ ও চৈত্র)।
- ফাল্গুন মাস হবে- ২৯দিনে কিন্তু লিপিহিন্দারের বছর হবে- ৩০ দিনে।\*\*\*

### অর্থনীতি

- বিশ্ব ব্যাংক থেকে সবচেয়ে বেশি ঋণ গ্রহণ করার দেশ - ভারত।
- বর্তমান বিশ্বে বৃহত্তম সাহায্যদাতা দেশ - যুক্তরাষ্ট্র।
- বৈদেশিক সাহায্য গ্রহণকারী শীর্ষ দেশ - আফগানিস্তান।

**Mihir's GK Final Suggestion** (বর্তমানে পূর্ণাঙ্গ প্রস্তরিত জন্য সাম্প্রতিকসহ বাংলাদেশ, আন্তর্জাতিক, ভূগোল ও ICT)

**হাসান আজিজুল হক**

- পরিচিতি- বাংলাদেশী প্রখ্যাত কথা সাহিত্যিক ও ছোট গজ্জকার।
- রচিত প্রথম উপন্যাস- আগুন পাখি (২০০৬)
- প্রকাশিত ছিটীয় উপন্যাস- সাবিত্রী উপাখ্যান (২০১৩)
- আগুন পাখি উপন্যাসটি- “ভারত বিভাগের” পটভূমিতে রচিত
- সর্বশেষ উপন্যাস- শায়ুক (২০১৫)
- তিনি রজাশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন- দর্শন বিভাগের
- তাঁর প্রথম গল্পগুচ্ছ- “সমুদ্রের অপ্রস্থ শীতের অরণ্য” এর প্রথম গল্প- “শব্দুন”।
- ছেটগঞ্জ- আহাজা ও একটি করবী গাছ, নামহীন গোত্রাইন
- অন্যান্য গ্রন্থ- তৃষ্ণা, বিমর্শ, রাতি, বাচা, মাটির তলার মাটি

**অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেটার শেন ওয়ার্ন**

- জন্ম- ১৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৬৯ (ভিক্টোরিয়া ফান্ট্রি গুলি, অস্ট্রেলিয়া)।
- মৃত্যু- ৪ মার্চ, ২০২২ (হাদরোগে আক্রান্ত হয়ে ৫২ বছর বয়সে)।
- ডাকনাম- নিং অব স্পিন, শেখ অব টুইক।
- বোলিং ও ব্যাটিং ধরন ছিল- ডান হাতি লেগ স্পিনার ও ডান হাতি ব্যাটার।
- অস্ট্রেলিয়ার বিশ্বকাপ জয়ী দলের সদস্য ছিলেন- ১৯৯৬ সালে।
- অস্ট্রেলিয়ার সর্বকালের সেরা স্পিনার বলা হয়- শেন ওয়ার্নকে।
- আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নেন- ২০০৭ সালে।
- সব ধরনের ক্রিকেট থেকে অবসর নেন- ২০১৩ সাল।
- শেন ওয়ার্নের টেস্টে টাইকেট- ৭০৮ টি
- ওয়ানডেতে টাইকেট লাভ করেন- ২৯৫টি।
- প্রথম IPL-এ তার নেতৃত্ব চালিপ্পন হয়- রাজস্থান রয়েলস।
- গত শতাব্দীর সেরা বল বলা হয়- মাই গ্যাটিংকে আউট করা তার বলটিকে (১৯৯৩ সাল)।

**সাইমন ড্রিং**

- মৃত্যু- ১৬ জুলাই, ২০২১
- সাংবাদিক ছিলেন- বিবিসি, রয়টার্স, টেলিছার্ফ, ওয়াশিংটন পোস্ট
- সাইমন ড্রিং ঢাকায় আসেন- ৬ মার্চ ১৯৭১ সালে
- মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানের বর্বরতার হত্যাকানের খবর বহির্বিশে প্রথম তুলে ধরেন- সাইমন ড্রিং।
- ১৯৭১ সালের ৩০ মার্চ The Daily Telegraph পত্রিকায় গমহত্যার খবর প্রকাশিত হয় যে শিরোনামে- Tanks Crush Revolt in Pakistan
- ইন্টারন্যাশনাল রিপোর্টার অব দ্য ইয়ার- ১৯৭১ পুরুষার পান- সাইমন ড্রিং
- বাংলাদেশ সরকার তাঁকে মুক্তিযুদ্ধের সম্মাননা দেন- ২০১২ সালে

**আলোচিত বাংলাদেশী ব্যক্তিবর্গ**

ব্যক্তির নাম	বিশেষ তথ্য
১. ডা. মইনুরেছিন	করোনা ভাইরাসে মারা যাওয়া ১ম বাংলাদেশী চিকিৎসক।
২. ডা. সেজুল্লি	১ম বাংলাদেশী হিসেবে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (WHO) প্রায়ার্চক হিসেবে নিয়োগ পান।
৩. নাহিদা সোবহান	মধ্যপ্রাচ্যে ১ম বাংলাদেশী নারী রাষ্ট্রদূত। জর্ডানের রাষ্ট্রদূত হন।
৪. জয়া চাকমা ও সালমা আক্তার	বাংলাদেশের প্রথম দুই নারী ফিফা রেফারী। জয়া চাকমা (১ম), সালমা (২য়া)।
৫. রেহানা খান বিউটি	দেশের ১ম নারী পাবলিক প্রসিকিউটর।
৬. তাসমিমা হোসেন	জাতীয় দৈনিক পত্রিকার ১ম নারী সম্পাদক (দৈনিক ইন্ডেফাক)।
৭. ডা. তাহমিদ আহমেদ	icddrb এর ১ম বাংলাদেশী প্রধান নির্বাহী।
৮. সাদাত রহমান	সাইবার বুলিং থেকে শিশুদের রক্ষার কাজ করে আন্তর্জাতিক শিশু শান্তি পুরুষার পেয়েছেন সাদাত রহমান। Kid's Rights সংগঠন প্রতিবছর নেদারল্যান্ডের হেস্স থেকে এ পুরুষার প্রদান করেন।

**সার্বজনীন প্যারিস জলবায়ু চুক্তি ২০১৫**

- বিশ্বের এ যাবৎকালের সর্ববৃহৎ চুক্তি- প্যারিস জলবায়ু চুক্তি।
- চুক্তির মূলবৃত্ত্য হলো- বৈশ্বিক তাপমাত্রা বৃদ্ধি হ্রাস ও কার্বন নিষ্পত্তি  
কমানোর জন্য দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা।
- চুক্তি গৃহীত হয়- ১২ ডিসেম্বর, ২০১৫ (ফ্রান্সের প্যারিসে)
- চুক্তির বাস্করিত হয়- ২২ এপ্রিল, ২০১৬ (উল্লাঘ, ২২ এপ্রিল ধর্মী দিনস)
- বাংলাদেশ চুক্তিতে বাস্কর করে- ২২ এপ্রিল, ২০১৬
- চুক্তির বাস্করিত হয়- নিউইয়র্কের জাতিসংঘের সদর দপ্তর।
- প্যারিস জলবায়ু চুক্তির ক্লপত্রেখা প্রণয়ন হয়- COP-২১ এর মাধ্যমে।
- চুক্তি কার্যকর- ৪ নভেম্বর ২০১৬
- চুক্তিতে বাস্কর করে- ১৯৫টি দেশ (UNFCCC তত্ত্ব)
- প্রথম বাস্করকারী দেশ- ফ্রান্স, সর্বশেষ বাস্করকারী- চীন।
- যুক্তরাষ্ট্র চুক্তি প্রত্যাহারের ঘোষণা দেয়- ১ জুন, ২০১৭ প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প (যা কার্যকর হয়- ৪ নভেম্বর, ২০২০)
- পুনরায় ফিরে আসার ঘোষণা দেয়- ২০ জানুয়ারি, ২০২১ (জো বাইডেন)
- যুক্তরাষ্ট্র আনুষ্ঠানিকভাবে প্যারিস চুক্তিতে প্রত্যাবর্তন করে- ১৯ ফেব্রুয়ারি,  
২০২১\*\*\*

**ইরানের সাথে ৬ জাতির পরমাণু চুক্তি \*\*\***

- ❖ ইরানের পরমাণু চুক্তি থেকে বেরিয়ে আওয়ার ঘোষণা- ৮ মে, ২০১৯।
- ❖ এভিহাসিক পরমাণু চুক্তি বাস্করিত হয়েছিল- ১৪ জুলাই, ২০১৫।
- ❖ পরমাণু চুক্তি বাস্করে হ্যান- অস্ট্রেলিয়ার রাজধানী ভিলেনায়।
- ❖ চুক্তি হয়- জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের হ্যানী ৫টি সদস্য (যুক্তরাষ্ট্র,  
যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, রাশিয়া, চীন) ও জার্মানির সাথে ইরানের যা P5 + 1  
নামে পরিচিত।
- ❖ আনুষ্ঠানিকভাবে বাস্করিত চুক্তি পরিচিত- Joint Comprehensive  
Plan of Action (JCPOA)
- ❖ P5 + 1 চুক্তি আমেরিকা প্রত্যাহার করে- ৮ মে, ২০১৮।

### অতি শুরুত্বপূর্ণ সাম্প্রতিক

- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ফিলোসফি পলিটেক্নিক এন্ড পলিসিস" এছাটির স্বেচ্ছক- রাতের জাহান ও রেহমান সোবহান
- রেহমান সোবহান এর আজ্ঞাজীবনেরমূলক বই- অশান্ত সময়ের অনুসৃতি আলো থেকে অন্ধকার
- বর্তমানে দক্ষিণ এশিয়ার "ক্রসিং টাইন ডেফিসিট ইকোনমি যে দেশটির- শ্রীলঙ্কা
- ৪-১৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২২ সালে ২৪তম শীতকালীন অলিম্পিক গেমস পদকে শীর্ষ দেশ- নরওয়ে (৩৭টি পদক)
- ইংরেজি দৈনিক পত্রিকা "দা ইনডিপেন্ডেন্ট" বক্স হয়ে যায়- ৩০ জানুয়ারি, ২০২২
- ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২২ শ্রোতৃ ভাষার প্রথম ব্যাকরণ বইয়ের মোড়ক উন্মোচন করেন- ততোৎ (ইংল্যান্ড শ্রোতৃ)
- জলবায়ু ও সূর্যোগ সূর্যক মানচিত্র অনুযায়ী- খরাপবর্ষ ১৩টি, ভূমিকম্প ৩টি, খরার সঙ্গে আকস্মিক বন্যা ৩টি, আকস্মিক বন্যা ও ভূমিকম্প ৬টি
- ২০২২ সালের ৭ এপ্রিল বিশ্ব বাহ্য দিবসের প্রতিপাদ্য- সুরক্ষিত বিশ্ব, নির্বিচিত বাস্তু
- একমাত্র দল হিসেবে ফুটবল বিশ্বকাপে সরকারি বিশ্বকাপ খেলেছে- প্রাচীল
- সিল্বনিয়ার বর্তমান প্রেসিডেন্ট- শিনাতসা নসেলা
- বিশ্ব উৎসবটি পার্বত্য চৌথামের যে সম্পন্নদায় পালন করে- তৎসন্দেহ।
- মাস্টার কার্ডের মাধ্যমে দেশে প্রথম কন্ট্রাক্টলেস ইসলামী ডেভিউ ও প্রিলেইভ কার্ড চালু করে- আল আরাফাহ ইসলামী বাংক।
- বাংলাদেশে বর্তমান ব্যাংক হয়- ৪%
- বিশ্বের সর্বচেয়ে বড় কার্মী বিমানের নাম- আজ্ঞানত আন-২২৫ মিয়া
- আজ্ঞাতিক মহাকাশ স্টেশন প্রথম বারের সম্পূর্ণভাবে বেসরকারি হিসেবে পরিচালনা করছে- অস্ট্রিও স্পেস
- ২০২১ সালে বিশ্বের সর্বশেষ প্রজ্ঞাতন্ত্র ঘোষণা করে- বার্বাডোস
- আজ্ঞাতিক নৌ-প্রটোকলভূক্ত কট বাগেরহাটের মহলা ঘষিয়াখালী নৌ-চ্যানেল এর বর্তমান নাম- বঙ্গবন্ধু মহলা ঘষিয়াখালী ক্যানেল
- ২০২০ সালে বাংলাদেশে বিনিয়োগ হয়- ২৫৬৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার
- ২০২২ সালে বাংলাদেশ বিশ্বে বিনিয়োগ করে- ১২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার
- ভারতের অর্ধমুক্ত নির্মাণ সীতারমণ নিজী ডিজিটাল মুদ্রা চালু করে- ১ ফেব্রুয়ারি ২০২২
- ভারতের জন্ম কাশীয়ের দৃশ্যমান হলো বিশ্বের সর্বোচ্চ রেল সেতু- Chenab Rail Bridge
- ২৫ জানুয়ারি, ২০২২ কৃষ্ণাঞ্জলি সম্পর্ক ছাপন করে- সোনি আরব ও হাইল্যান্ড
- বঙ্গবন্ধু সামরিক জানুয়ার অবস্থিত- বিজয় সরনি, ঢাকা
- বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্টের ভাষণকে কেন্দ্র করে সরকারি অনুদানে নির্মিত শিক্ষাত্মক চলচ্চিত্র- মাইক (প্রিচালক- এফ এম শাহীন ও হাসান জাফরুল বিপুল)
- বাণিজ্যিক বঙ্গবন্ধু জীবনী নিয়ে নির্মিতব্য চলচ্চিত্র "ব্যাটল ফর বেঙ্গল" এর প্রিচালক- রিচি মেহতা
- সর্বসম্মতভাবে জাতিসংঘ সামাজিক উন্নয়ন কমিশন এর সদস্য নির্বাচিত হয়েছে- বাংলাদেশ (২০২৩ থেকে ২০২৭)
- রানিয়া ইউক্রেন যুক্ত সর্বচেয়ে বেশি মানবিক বিপর্যয়ের শিকার- ইউক্রেনের মারিউপলের বাসিন্দারা
- রাশিয়ার তৈরি নতুন শক্তিশালী ক্ষেপণাস্ত্র- সারমাত
- উজ্বলভেদের বর্ষসেৱা ক্রিকেটার নির্বাচিত হলেন- ইংল্যান্ডের জো কুট
- ভারতের ঘোষিত বাজেটে বাংলাদেশের জন্য ব্রাক্স- ৩০০ কোটি রুপি
- বাংলাদেশের তৈরি প্রথম রকেট- ধূমকেতু
- UNDP এর বর্তচন্দুত- জয়া আহসান
- সম্প্রতি হাইপারসনিক অঞ্চ নিয়ে কাজ করার প্রতিশ্রুতিতে সমরোচ্চায় এসেছে তিস্তি দেশ- যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য ও অস্ট্রেলিয়া
- যুক্তরাজ্যতিক প্রোবাল ব্র্যান্ডস ম্যাগাজিনে এর ২০২২ সালের ফিনটেক প্রসোনালিটি অব দ্য ইয়ার পুরকার লাভ করেন- তানভার এ মিত্তক (নগদ এর প্রতিষ্ঠাতা)
- বঙ্গবন্ধু BPL ২০২২ আসরে ১ রানে বরিশালকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়- কুমিল্যা ভিক্টোরিয়াল
- আজ্ঞাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২২ উদ্দেশ্যে মারমা ভাষার উপর নির্মিত প্রথম চলচ্চিত্র- শিরিকনা
- বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো সফলভাবে মানুষের দেহে প্রতিষ্ঠাপন করা হয়- মেকানিক্যাল হার্ট
- মুক্তিবুদ্ধির উপর নির্মিত প্রামাণ্যত্ব "Bangladesh Liberation War-1971" এর পরিচালক- তানভার মোকামেল
- ২০২২ সালে জিডিপি ভিত্তিতে বাংলাদেশ যত অর্থনীতির দেশ- ৪২তম (২০২১ সালে ৪১তম ছিল)
- পুরুষ টেনিসের ইতিহাসে সর্বোচ্চ সংখ্যক ২১তম এ্যাভেন্যুম প্রিয়েগা জয় করেন- রাফায়েল নান্দাল।
- ডি-৮ এর বর্তমান সভাপতি- প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা
- ২০২২ সালে OIC প্ররাষ্ট্রমন্ত্রী ৪৮তম সভামেলন হয়- ইসলামাবাদ, পাকিস্তান।
- ২০২৩ সালে মধ্যে মধ্যপ্রাচ্যে ছুন বাহিনী তৈরি করবে- যুক্তরাষ্ট্র।
- UNCTAD'র উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য হন- ড. ফাহমিদা আতুন।
- MIGA এর ভাইস প্রেসিডেন্ট পদে নিয়োগ পান- বাংলাদেশি নাগরিক জুনায়েদ কামাল আহমেদ।
- আজ্ঞাতিক সাহসী নারী পুরকার লাভ করেন- বেলা এর প্রধান নির্বাচী সৈয়দ রিজওয়ানা হাসান।
- দেশের প্রথম আজ্ঞাতিক ক্লীড়া কমপ্লেক্সে "শেখ কামাল আজ্ঞাতিক ক্লীড়া কমপ্লেক্স" নির্মিত হচ্ছে- কক্ষবাজার।
- প্রশা সেতুতে গ্যাস লাইন খুলন সম্পন্ন হয়- ৮ মার্চ ২০২২।
- পানি নিয়ে গ্যাসপাইপ লাইনের হাইজ্রেসিক পরীক্ষা করা হয়- ১৫ মার্চ, ২০২২।
- গ্রামীণফোন দেশে প্রথমবারের মতো ই-সিম (Embedded SIM) চালু করে- ৭ মার্চ, ২০২২।
- বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো চালু হয় ভার্টিয়াল জানুয়ার- ২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২২।
- ২৮ ফেব্রুয়ারি- ২ মার্চ, ২০২২ সালে প্রাস্টিক বর্জ নিয়ে ঐতিহাসিক চুক্তিতে ১৭৫টি দেশের প্রতিনিধিরা বৈঠক করেন- কেনিয়ার রাজধানী নাইরোবিতে।
- ১৮ মার্চ, ২০২২ তৃকে অবস্থিত দার্দানেলিস প্রাপালিতে বিশ্বের সর্ববৃহৎ বুল্ট সেতু নীর্ম একটি সেতু উঠোধন করে যার দৈর্ঘ্য- ৪.৬ কিমি।
- ৭ মার্চ, ২০২২ সালে অস্ট্রেলিয়ার পূর্বাঞ্চলের পারমাণবিক সাবমেরিন ধাটি নির্মাণের ঘোষণা দেন- অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী কট মারিসন।
- ২০৫০ সালে বিশ্বের বৃহত্তম ইইন্ট্রিডিভিউ বিদ্যুৎ প্রকল্প নির্মাণ করতে যাচ্ছে- থাইল্যান্ড।
- "মাদার অব অল বোস তৈরি করে- যুক্তরাষ্ট্র।
- ফাদার অব অল বোস তৈরি করে- রাশিয়া।
- আফ্রিকান ইউনিয়নের বর্তমান প্রধান দক্ষিণ আফ্রিকার- মাকি সাল।
- ইউনিসেক্সের বর্তমান প্রধান যুক্তরাষ্ট্রে- ক্যাথরিন এম রাসেল।
- ইউরোপীয় ইউনিয়নের বর্তমান প্রধান- জার্মানির উরসুলা ভন ডার লেন।
- NAM এর বর্তমান চেয়ারম্যান- আজারবাইজানের ইলহাম অলিয়েভ।
- প্রাউট বয়েজ- যুক্তরাষ্ট্রের খেতাব আবিষ্যকতাদীনের সংগঠন।
- দেশের ৬৪ জেলায় একবোঝে যতজন নারী বীর মুক্তিযোক্তাদের সমানন্দ প্রদান করা হয়- ৬৫৪ জনকে।
- বাংলাদেশ ব্যাংকের বর্তমান প্রধান অর্থনীতিবিদ- মো. হাবিবুর রহমান।
- দেশে বর্তমানে সরকারি গণ্ডাঞ্চাগারের সংখ্যা- ৭১টি।
- দেশের কম বায়ু দূষিত জেলা- মাদারীপুর (শীর্ষ দূষিত জেলা- গাজীপুর)।
- সম্প্রতি 'জাতীয় পুলিশ ডে' ঘোষিত হয়- ১ মার্চ।
- E-Gate এবং E-Passport ব্যবহারে বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ান- প্রথম
- রিবা পুরকারআন্ত সাতকীরার শ্যামলগঞ্জে অবস্থিত 'ফ্রেশিপ হাসপাতাল'কে সহায়তা প্রদান করে- লুক্রেমোর্গ।

## অতি গুরুত্বপূর্ণ সাম্প্রতিক

- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ফিলোসফি পলিটিক্স এন্ড পলিসিস” ইন্সটিউট লেখক- রাষ্ট্রক জাহান ও রেহমান সোবহান
- রেহমান সোবহান এর আত্মজীবনেরমূলক বই- অশান্ত সময়ের অনুস্থিত আলো থেকে অদ্বিতীয়
- বর্তমানে দক্ষিণ এশিয়ার “ক্লাসিক টুইন ডেফিসিট ইকোনমি যে দেশটির- শ্রীলংকা
- ৪-১৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২২ সালে ২৪তম শীতকালীন অলিম্পিক গেমস পদকে শীর্ষ দেশ- নরওয়ে (৩৭টি পদক)
- ইংরেজি দৈনিক পত্রিকা “দ্য ইনডিপেন্ডেন্ট” বন্ধ হয়ে যায়- ৩০ জানুয়ারি, ২০২২
- ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২২ প্রে ভাষার প্রথম ব্যাকরণ বইয়ের মোড়ক উন্মোচন করেন- তত্ত্বাংক ইয়াংগন প্রা
- জলবায়ু ও দুর্ঘোগ ঝুকি মানচিত্র অনুযায়ী- খরাপবণ ১৩টি, ভূমিকম্প ৩টি, খরার সঙ্গে আকস্মিক বন্য ৩টি, আকস্মিক বন্যা ও ভূমিকম্প ৬টি
- ২০২২ সালের ৭ এপ্রিল বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবসের প্রতিপাদ্য- সুরক্ষিত বিশ্ব, নিশ্চিত স্বাস্থ্য
- একমাত্র দল হিসেবে ফুটবল বিশ্বকাপে সবকটি বিশ্বকাপ খেলেছে- ব্রাজিল
- লিথুনিয়ার বর্তমান প্রেসিডেন্ট- গিনাতসা নসেদা
- বিশ্ব উৎসবাবিত পার্বত্য চট্টগ্রামের যে সম্প্রদায় পালন করে- তৎঙ্গে।
- মাস্টার কার্ডের মাধ্যমে দেশে প্রথম কট্টাস্ট্রলেস ইসলামী ডেবিট ও প্রিপেইড কার্ড চালু করে- আল আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক।
- বাংলাদেশে বর্তমান ব্যাংক হার- ৪%
- বিশ্বের সবচেয়ে বড় কার্ডো বিমানের নাম- আভোনভ আন-২২৫ মিয়া
- আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশন প্রথম বারের সম্পূর্ণভাবে বেসরকারি মিশন পরিচালনা করছে- অঙ্গীওম স্পেস
- ২০২১ সালে বিশ্বের সর্বশেষ প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করে- বার্বাডোস
- আন্তর্জাতিক নৌ-প্রটোকলভূক্ত কুট বাগেরহাটের মহলা ঘষিয়াখালী নৌ-চ্যানেল এর বর্তমান নাম- বঙ্গবন্ধু মহলা ঘষিয়াখালী ক্যানেল
- ২০২০ সালে বাংলাদেশে বিনিয়োগ হয়- ২৫৬৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার
- ২০২২ সালে বাংলাদেশ বিশ্বে বিনিয়োগ করে- ১২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার
- ভারতের অর্থনৈতিক নির্মলা সীতারমণ নিজস্ব ডিজিটাল মুদ্রা চালু করে- ১ ফেব্রুয়ারি ২০২২
- ভারতের জমু কাশীরে দৃশ্যমান হলো বিশ্বের সর্বোচ্চ রেল সেতু- Chenab Rail Bridge
- ২৫ জানুয়ারি, ২০২২ কৃটনেতিক সম্পর্ক স্থাপন করে- সোনি আরব ও থাইল্যান্ড
- বঙ্গবন্ধু সামরিক জাদুঘর অবস্থিত- বিজয় সরনি, ঢাকা
- বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্টের ভাষণকে কেন্দ্র করে সরকারি অনুদানে নির্মিত শিশুতোষ চলচিত্র- মাইক (পরিচালক- এফ এম শাহীন ও হাসান জাফরজল বিপুল)
- বলিউডে বঙ্গবন্ধুর জীবনী নিয়ে নির্মিতব্য চলচিত্র ‘ব্যাটল ফর বেঙ্গল’ এর পরিচালক- রিচি মেহতা
- সর্বসম্মতিক্রমে জাতিসংঘ সামাজিক উন্নয়ন কমিশন এর সদস্য নির্বাচিত হয়েছে- বাংলাদেশ (২০২৩ থেকে ২০২৭)
- রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধে সবচেয়ে বেশি মানবিক বিপর্যয়ের শিকার- ইউক্রেনের মারিউপোলের বাসিন্দারা
- রাশিয়ার তৈরি নতুন শক্তিশালী ক্ষেপণাস্ত্র- সারমাত
- উইজডেনের বর্ষসেরা ক্রিকেটর নির্বাচিত হলেন- ইংল্যান্ডের জো কুট
- ভারতের ঘোষিত বাজেট বাংলাদেশের জন্য বরাদ্দ- ৩০০ কোটি রুপি
- বাংলাদেশের তৈরি প্রথম রকেট- ধূমকেতু
- UNDP এর শুভেচ্ছাদূত- জয়া আহসান
- সম্প্রতি হাইপারসনিক অস্ত্র নিয়ে কাজ করার প্রতিক্রিতিতে সমরোতায় এসেছে তিনটি দেশ- যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য ও অস্ট্রেলিয়া
- যুক্তরাজ্যভিত্তিক গ্লোবাল ব্র্যান্ডস ম্যাগাজিনে এর ২০২২ সালের ফিনটেক প্যারসোনালিটি অব দ্য ইয়ার পুরস্কার লাভ করেন- তানভীর এ মিশুক (নগদ এর প্রতিষ্ঠাতা)

- বঙ্গবন্ধু BPL ২০২২ আসরে ১ রানে বরিশালকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়- কুমিল্লা ভিক্টোরিয়াস
- আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২২ উদ্দেশ্যে মারমা ভাষার উপর নির্মিত প্রথম চলচিত্র- শিরিকন্যা
- বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো সফলভাবে মানুষের দেহে প্রতিষ্ঠাপন করা হয়- মেকানিক্যাল হার্ট
- মুক্তিযুদ্ধের উপর নির্মিত প্রামাণ্যচিত্র “Bangladesh Liberation War-1971” এর পরিচালক- তানভীর মোকামেল
- ২০২২ সালে জিডিপির ভিত্তিতে বাংলাদেশ যত অর্থনীতির দেশ- ৪২তম (২০২১ সালে ৪১তম ছিল)
- পুরুষ টেনিসের ইতিহাসে সর্বোচ্চ সংখ্যক ২১তম গ্র্যান্ডস্লাম শিরোপা জয় করেন- রাফায়েল নাদাল।
- ডি-৮ এর বর্তমান সভাপতি- প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা
- ২০২২ সালে OIC পরবর্ত্তীমন্ত্রী ৪৮তম সম্মেলন হয়- ইসলামাবাদ, পাকিস্তান।
- ২০২৩ সালে মধ্যে মধ্যপ্রাচ্যে ভ্রান বাহিনী তৈরি করবে -যুক্তরাষ্ট্র।
- UNCTAD’র উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য হন- ড. ফাহমিদা খাতুন।
- MIGA এর ভাইস প্রেসিডেন্ট পদে নিয়োগ পান- বাংলাদেশি নাগরিক জুনায়েদ কামাল আহমেদ।
- আন্তর্জাতিক সাহসী নারী পুরস্কার লাভ করেন- বেলা এর প্রধান নির্বাহী সৈয়দ রিজওয়ানা হাসান।
- দেশের প্রথম আন্তর্জাতিক ক্রীড়া কম্পেন্স “শেখ কামাল আন্তর্জাতিক ক্রীড়া কম্পেন্স” নির্মিত হচ্ছে- কক্ষবাজার।
- পদ্ম সেতুতে গ্যাস লাইন স্থাপন সম্পন্ন হয়- ৮ মার্চ ২০২২।
- পানি দিয়ে গ্যাসপাইপ লাইনের হাইড্রোলিক পরীক্ষা করা হয়- ১৫ মার্চ, ২০২২।
- গ্রামীণফোন দেশে প্রথমবারের মতো চালু হয় ভার্চুয়াল জাদুঘর- ২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২২।
- বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো চালু হয় ভার্চুয়াল জাদুঘর- ২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২২।
- ২৮ ফেব্রুয়ারি- ২ মার্চ, ২০২২ সালে প্লাস্টিক বর্জ্য নিয়ে ঐতিহাসিক চুক্তিতে ১৭৫টি দেশের প্রতিনিধিরা বৈঠক করেন- কেনিয়ার রাজধানী নাইরোবিতে।
- ১৮ মার্চ, ২০২২ তুরকে অবস্থিত দার্দানেলিস প্রশালিতে বিশ্বের সর্ববৃহৎ বুলঙ্গ সেতু দীর্ঘ একটি সেতু উদ্বোধন করে যার দৈর্ঘ্য- ৪.৬ কিমি।
- ৭ মার্চ, ২০২২ সালে অস্ট্রেলিয়ার পূর্বাঞ্চলের পারমাণবিক সাবমেরিন যাঁচি নির্মাণের ঘোষণা দেন- অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী ক্ষট মরিসন।
- ২০৫০ সালে বিশ্বের বৃহত্ম হাইব্রিড বিদ্যুৎ প্রকল্প নির্মাণ করতে যাচ্ছে- থাইল্যান্ড।
- “মাদার অব অল বোম্বস তৈরি করে- যুক্তরাষ্ট্র।
- ফাদার অব অল বোম্বস তৈরি করে- রাশিয়া।
- আফ্রিকান ইউনিয়নের বর্তমান প্রধান দক্ষিণ আফ্রিকার- ম্যাকি সাল।
- ইউনিসেফের বর্তমান প্রধান যুক্তরাষ্ট্রে- ক্যাথরিন এম রাসেল।
- ইউরোপীয় ইউনিয়নের বর্তমান প্রধান- জার্মানির উরসুলা ভন ডার লেন।
- NAM এর বর্তমান চেয়ারম্যান- আজারবাইজানের ইলহাম আলিয়েভ।
- প্রাউড বয়েজ- যুক্তরাষ্ট্রের খেতাঙ্গ আধিপত্যবাদীদের সংগঠন।
- দেশের ৬৪ জেলায় একযোগে যতজন নারী বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মাননা প্রদান করা হয়- ৬৫৪ জনকে।
- বাংলাদেশ ব্যাংকের বর্তমান প্রধান অর্থনীতিবিদ- মো. হাবিবুর রহমান।
- দেশে বর্তমানে সরকারি গণগঢ়াগারের সংখ্যা- ৭১টি।
- দেশের কম বায়ু দূষিত জেলা- মাদারীপুর (শীর্ষ দূষিত জেলা- গাজীপুর)।
- সম্প্রতি জাতীয় পুলিশ ডে' ঘোষিত হয়- ১ মার্চ।
- E-Gate এবং E-Passport ব্যবহারে বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ায়- প্রথম
- রিবা পুরস্কারপ্রাপ্ত সাতক্ষীরার শ্যামনগরে অবস্থিত ‘ফ্রেন্ডশিপ হাসপাতাল’কে সহায়তা প্রদান করে- লুক্সেমবার্গ।

- রোহিঙ্গাদের নিজ দেশে ফেরত নেওয়ার বিষয়ে জাতিসংঘে প্রস্তাব করেছে- ১০৭ দেশ।
- ৪০তম জাতীয় মহিলা দাবা চ্যাম্পিয়ন- জাহানাতুল ফেরদৌস।
- বাংলাদেশের বিজ্ঞানীদের আবিষ্কৃত নতুন অ্যান্টিবায়োচিকের নাম- হোমিকরাসিন।
- সম্প্রতি বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনসিটিউটের উজ্জ্বল চতুর্থ প্রজন্মের রুই মাছ- সুবর্ণ রুই।
- সম্প্রতি যে আবিষ্কারের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক পেটেন্ট অর্জন করেছে- পাটের জিনতত্ত্ব।
- 'মেরী সুপার থার্মাল পাওয়ার প্লাট' অবস্থিত- রামপালে।
- ঝুঁকড়ু ২০৪১ যে কয়টি স্কেলের উপর প্রতিষ্ঠিত - ৪টি।
- মাছ ও সবজি উৎপাদনে বিশেষ বাংলাদেশের অবস্থান- তৃতীয়।
- বাংলাদেশের নারী ক্রিকেটার হিসেবে ওয়ানডেতে প্রথম সেঞ্চুরি করেন- শারমিন আক্তার সুপ্তা।
- বাংলাদেশের ব্যাংক খাতে প্রথম নারী ব্যবস্থাপনা পরিচালক- মাহতাব জাবিব
- ইউনিসেফের মতে, জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে শিশু সুরক্ষার পরিমাপে পিছিয়ে থাকা জেলাগুলোর মধ্যে শীর্ষে রয়েছে- নড়াইল
- শিশুদের জন্য জলবায়ু বুরুকি সূচকে বর্তমানে বাংলাদেশের অবস্থান- ১৫তম
- বর্তমান বিশেষ শীর্ষ ধর্মী- ইলন মাস্ক
- আজত বাহিনী যে দেশের- ইউক্রেনের
- সম্প্রতি চীনের তিনজন নভোচারী দীর্ঘ ৬ মাস পরে পৃথিবীতে ফিরে আসেন- সেনজও-১৩ নভোয়ানে করে ২৩ এপ্রিল ২০২২
- আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশন পৃথিবীতে ভেঙে পড়বে- ২০৩১ সালে
- এপ্রিল ২০২২ আফ্রিকা মহাদেশের যে দেশ তয়াবহ বন্যার কবলে পড়েছে- দক্ষিণ আফ্রিকা
- বিশ্ব সূজনশীলতা ও উজ্জ্বল দিবস- ২১ এপ্রিল (এবছরের প্রতিপাদ্য- সমস্যার সমাধানে উভাবন)
- বিশেষ প্রথম দেশ হিসেবে যে দেশ 'সিঙ্গেল-ইউজ প্লাস্টিক' এর ব্যবহার নিষিদ্ধ করে- বাংলাদেশ।
- প্রথমবারের মতো 'মুক্তিযুদ্ধ পদক' চালু করা হয়- ২০২১ সালে (পদকটি প্রদান করা হবে ২০২২ সাল থেকে)।
- ওশেনিয়া মহাদেশের যে দেশ সম্প্রতি পারমাণবিক সাবমেরিন ঘাঁটি নির্মাণ করেছে- অস্ট্রেলিয়া।
- সাংবাদিক জামাল খাশোগি হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়- ইস্তাম্বুল, তুরস্ক (সৌদি নাগরিক ও সাংবাদিক)।
- বিশেষ প্রথম দেশ হিসেবে ভার্চুয়াল ব্যাংক অনুমোদন দেয় যে দেশ- তাইওয়ান।
- বিশেষ প্রথম দেশ হিসেবে যে দেশ 'বিটকয়েন'কে সরকারিভাবে বৈধতা প্রদান করে- এল সালভেদর।
- সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেইসবুকের বর্তমান কর্পোরেটর নাম- মেটা (২৮ অক্টোবর, ২০২১)।
- বিশেষ প্রথম কাগজবিহীন প্রশাসন চালু করে যে দেশ- সংযুক্ত আরব আমিরাত
- বিশ্বব্যাংকের প্রথম নারী ব্যবস্থাপনা পরিচালক- অঞ্চল কান্ট (ভারত)।
- বর্তমানে বিশেষ সর্বকনিষ্ঠ প্রধানমন্ত্রী- সানা মেরিন (ফিলিপ্পাই)।
- ই-বর্জ্য- বাতিল হওয়া ইলেক্ট্রনিক পণ্যসমূহ।
- টেসলা- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বৈদ্যুতিক যান নির্মাতা সংস্থা (বিশেষ ধর্মী ইলন মাস্কের প্রতিষ্ঠান)।
- ২০২২ সালে FAO এশিয়া ও প্যাসিফিক অঞ্চলের সম্মেলন (APRC) এর ৩৬তম সম্মেলন হয়- ঢাকা, বাংলাদেশ
- ইউরোপের সাথে সরাসরি বাণিজ্যের যুগে প্রবেশ করে- বাংলাদেশ
- ইতালির রেনেনো বন্দরে নোঙরকৃত জাহাজ- এমভি সোঙ্গচিতা
- নারী বিশ্বকাপ ক্রিকেটে পাকিস্তানকে হারিয়ে প্রথম জয় লাভ করে- বাংলাদেশ (২৪ মার্চ, ২০২২)
- বাংলাদেশে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত - পিটার ডি. হাস
- ৮ মার্চ, ২০২২ সালে ইরান যে সামরিক স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ করে- Noor-2
- আন্তর্জাতিক মোটর রেসে প্রথম বাংলাদেশি হিসেবে চ্যাম্পিয়ন হন- অভিক আনোয়ার
- মার্কিন সুরামী কোর্টে প্রথম ক্রগাজ নারী বিচারপতি- কেতানজি ব্রাউন জ্যাকসন
- চট্টগ্রাম থেকে কর্তৃবাজার রেলওয়ের মোট দৈর্ঘ্য- ১০০ কিলোমিটার
- কলাতলী হাঙর ভাস্কর্যটি অবস্থিত- কর্তৃবাজার
- বাংলাদেশের মুষ্ট আদমশুমারী হওয়ার কথা থাকলেও হয়নি- ২০২১ সালে ভারতের শাসকদল বিজেপি এর বর্তমান সভাপতি- জগৎ প্রকাশ নাড়া
- TCB-এর পূর্ণরূপ- Trading Corporation of Bangladesh
- বিশ্ব সংগীতের সবচেয়ে সমানজনক পুরস্কার- গ্রামি অ্যাওয়ার্ড
- ৬ এপ্রিল, ২০২২ সালে বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে সংলাপ হয়- ওয়াশিংটন, যুক্তরাষ্ট্র।
- পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান দেশটির পার্লামেন্ট ভেঙে দেন- ৩ এপ্রিল, ২০২২
- সম্পদ প্রতিবেদন - ২০২২ অনুযায়ী অতি ধৰ্মী সংখ্যায় বেশি যে দেশে- যুক্তরাষ্ট্র
- 'টেসলা' কার কোম্পানীর মালিক- ইলন মাস্ক (যুক্তরাষ্ট্র)
- টেস্ট ক্রিকেট ইতিহাসে বলের হিসেবে মন্ত্রিতম শতক - কলিন কাউডের, ইংল্যান্ড (৫৩৫ বল)
- ২০২২ সালের ১৩ জুন জেনেভায় WTO এর মন্ত্রীদের পর্যায়ে সম্মেলন- ১২তম
- বৈশিক জনসংখ্যা প্রতিবেদন - ২০২২ সালের শিরোনাম- অদৃশ্যকে দেখো
- সৌদি জোট ইয়েমেন ও ইরানের যুদ্ধবিভাগ ঘোষণ করে- ২৯ মার্চ, ২০২২
- সিঙ্গাপুরের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী- সি সিয়েন লং
- মেয়েদের ক্রিকেট ওয়ানডে ব্যাংকিংয়ে এক নম্বরে রয়েছে- লরা ভলভাট, দক্ষিণ আফ্রিকা
- ২০২১ সালে যুক্তরাষ্ট্রের "মেডেল অব ফ্রিডম অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন- ৫ জন
- সুখোই-৩৪ যে দেশের যুদ্ধবিমান- রাশিয়া
- ওয়ানডে ক্রিকেটে বাংলাদেশের হয়ে সবচেয়ে বেশি রানের জুটি - সাকিব- মুশফিকের (৬টি)
- সারভেট অব দ্য পিপল" যে দেশের রাজনৈতিক স্যাটায়ার কমেডি টেলিভিশন সিরিজ- ইউক্রেন
- কিনবাল হাইপারসনিক ক্ষেপনান্ত্র যে দেশের- রাশিয়া
- বিশেষ ছাগলের মাস্স উৎপাদনে বাংলাদেশের অবস্থান- ৫ম
- টেকসই উন্নয়নে অবদান রাখার জন্য ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলো দ্বিতীয় এইচএসবিসি বিজনেস এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড পান- ৯টি
- ২২ মার্চ, ২০২২ সালে মিয়ানমারের গোহিঙাদের ওপর দেশটির সেনাবাহিনীর চালানো সংহিতাকারে গুপ্তহ্যা ও মানবতাবিরোধী বলে দ্বীকৃতি দিয়েছে- যুক্তরাষ্ট্র।
- বাংলাদেশের ৬ষ্ঠ জনশুমারী ও গৃহগণনা অনুষ্ঠিত হবে- ১৫-২১ জুন, ২০২২
- বর্তমানে রাষ্ট্রায়ন্ত চিনিকল রয়েছে- ১৫টি
- বর্তমানে দেশে বিসিক শিল্প নগরী- ৭৯টি
- বর্তমানে দেশে বনভূমির পরিমাণ মোট আয়তনের- ১৪.১০ শতাংশ
- জাতিসংঘের মানবাধিকার পরিষদ থেকে রাশিয়াকে বাদ দিলে বর্তমান সদস্য- ৪৬টি (পূর্বে ছিল ৪৭টি)
- ১২ জানুয়ারি, ২০২২ সালে দেশের সবচেয়ে বড় আভার পাসের নাম- সুরসন্তুক
- রাশিয়ার SWIFT এর বিকল্প ব্যাংক- SPFS/Sistema peredacchi Finansoviykh Soobscheniy
- (২০২৩-২০২৭ সাল পর্যন্ত জাতিসংঘ সামাজিক উন্নয়ন কমিশন (সিসকডি) এর সদস্য হয়- বাংলাদেশ।
- ১০ এপ্রিল, ২০২২ ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রথম দফায় জয়- এমানুয়েল মাঁখে
- ১ মার্চ, ২০২১ সংযুক্ত আরব আমিরাত রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ আল খাজা ইসরায়েলে দায়িত্ব প্রেরণ করে।
- ২৪ জানুয়ারি, ২০২২ সালে সামরিক অভ্যুত্থান ঘটে- বুরকিনা ফাসো
- ১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২২ রাষ্ট্রীয় সম্মাননায় নারী মুক্তিযোদ্ধা- ৬৫৪ জন

- ২৭ জানুয়ারি, ২০২২ সালে মেট্রোরেল সর্বশেষ ভায়াডাক্ট বসানোর কাজ সম্পূর্ণ হয়।
- জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার-২০২২ এ সেরা প্রামাণ্য চলচ্চিত্র হয়- বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক জীবন ও বাংলাদেশের অভ্যন্তর (পরিচালক- সৈয়দ আশিক রহমান)
- সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়ে জাতীয় শুন্ধাচার কৌশল গৃহীত হয়- ২০১২ সালের অন্তোবাৰ
- প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদানের জন্য পুরস্কার দেওয়া হয়- বঙ্গবন্ধু জন প্রশাসন পদক
- ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২১ ছিসের সাথে নতুন সামরিক চুক্তি স্বাক্ষর করে- ফ্রান্স (এ চুক্তি নিয়ে ক্ষুধা প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে তুরস্ক)
- আফ্রিকার দেশ কেনিয়াতে বাংলাদেশের যে কোম্পানীর উষ্ঠধ কারখানা প্রথম স্থাপিত হয়- ক্যারার ফার্মা
- প্রতিরক্ষা সহযোগিতায় লেটার অব ইন্টেক্ট স্বাক্ষর করে- বাংলাদেশ ও ফ্রান্স
- দেশের প্রথম ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেটার উদ্বোধন করা হয়েছে- আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম
- চ্যাপ্সিয়ন ফর অটিজিম ইন এশিয়া রিজিয়ন- সায়মা ওয়াজেদ পুতুল
- বাংলাদেশের জাতীয় তথ্য বাতায়ন চালু হয়- ২৩ জুন, ২০১৪
- কমলা হ্যারিস মার্কিন ইতিহাসে ৮৫ মিনিটের জন্য প্রথম নারী প্রেসিডেন্ট হয়ে ইতিহাস সৃষ্টি করেন - ১৯ নভেম্বর ২০২১
- জাতিসংঘে নিযুক্ত বর্তমান মার্কিন স্থায়ী প্রতিনিধি - লিন্ডা টমাস হিনফিল্ড।
- বিশ্বের প্রথম মুসলিম নারী হিসেবে ১৫০টি দেশ ভ্রমন করে- বাংলাদেশের নাজমুন নাহার।
- মিশনের বিখ্যাত আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয় একটি প্রাক-প্রাথমিক বিশ্ববিদ্যালয় শাখা চালুর সিদ্ধান্ত নেয় - রাজশাহীতে।
- ইউরোপের প্রথম কোনো দেশ হিসেবে জেরুজালেমে দূতাবাস চালু করেন - কসোভো।
- সংখ্যালঘু উইঞ্চুর মুসলিমদের সাথে চীন সরকারের আচরণকে গণহত্যা আখ্যা দিয়ে পার্শ্বামেন্টে একটি আইন পাস করে - যুক্তরাজ্য।
- ডিজিটাল মুদ্রা বিনিয়োগ সিস্টেম "কয়েনবেস" লেনদেন শুরু করে - ওয়ালস্ট্রিটে।
- সফলভাবে মঙ্গলপঞ্চমে অবতরণ করে চীনের মনুষ্যবিহীন নভোযান - জুরাং
- চীন সরকার তিন স্তৰান নীতি ঘোষণা করে - ৩১ মে ২০২১।
- বর্তমানে নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল - ৩৯টি। (২৮ জানুয়ারি ২০২১ সালে সর্বশেষ নিবন্ধনভূত জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টি)।
- মুজিব জনশ্বরাধিকী ও স্বাধীনতা সুবর্ণজয়ন্তি উদযাপন উপলক্ষে শুভেচ্ছা সফরে আসা ভারতীয় দুটি যুদ্ধ জাহানের নাম - কুলিশ ও সুমেধা।
- বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রতিনিধি হিসেবে নিযুক্ত প্রথম বাংলাদেশি নারী- ডা. নাজমীন আনোয়ার।
- মার্কিন বিচার বিভাগে প্রথম বাংলাদেশি বিচারকের নাম - নুসরাত চৌধুরী।
- ৪৬তম মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের প্রশাসনে বাংলাদেশি নারী রয়েছেন - দুজন (ফারাহ আহমেদ ও রূমানা আহমেদ)
- ৮ ফেব্রুয়ারি ২০২১ সালে নেপালে যে পণ্য রপ্তানিতে বাংলাদেশকে ভারত ট্রানজিট সুবিধা দেয় - সার।
- ১৫ জুন ২০২১ বাংলাদেশের যে দেশকে তিনটি সমৃদ্ধ বন্দর ব্যবহারের অনুমতি দেয় - ভূটান
- সম্প্রতি বাংলাদেশের সামুদ্রিক জল সীমায় সঞ্চান পাওয়া নতুন প্রজাতির মাছের ইংরেজি নাম- বাংলাদেশি গিটারফিশ
- করোনা প্রতিরোধী স্প্রে 'ভলটিক' এর উজ্জ্বালক বাংলাদেশি বংশোদ্ধৃত- সাদিয়া খানম
- জাতীয় 'টাকা দিবস'- ৪ মার্চ (চালু হয়- ২০২১ সালে)
- দেশে অনুমোদিত টেলিভিশন চ্যানেলের সংখ্যা- ৪৫টি
- E-Gate এবং E-Passport ব্যবহারে বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ায়- প্রথম
- কলকাতা বন্দরের নতুন নাম- শ্যামাপ্রসাদ বন্দর
- রাতিন ভূটা আবিক্ষা করেন- ড. আবেদ চৌধুরী
- কাজী পেয়ারার উজ্জ্বালক- ড. কাজী এম বদরুজ্জামান
- প্রথম কৃত্রিম মণ্ডিক আবিক্ষা করেন- সাইফুল্ল ইসলাম
- পাঁচটি বিশালাকার নক্ষত্র আবিক্ষা করেন- রঞ্জব খান
- মহাকর্ষীয় তরঙ্গ আবিক্ষা করেন- সেলিম শাহরিয়ার
- দেশের বৃহত্ম যুদ্ধ বিমান ঘাঁটির নাম- বিমানবাহিনী ঘাঁটি বঙ্গবন্ধু
- বানোজা শেখ মুজিব নোঘাঁটি অবস্থিত- ঢাকার খিলক্ষেতে
- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পর 'ওপেন ক্ষাই ট্রিটি' চুক্তি থেকে বেরিয়ে গেল- রাশিয়া
- প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মালদ্বাপের সাথে ১ টি চুক্তি ও ২ টি সমৰোতা আরক স্বাক্ষর করেন- ২৩ ডিসেম্বর ২০২১
- কানাডায় চলচ্চিত্র প্রতিযোগিতা উৎসবে পুরস্কৃত হলো বাংলাদেশি দুই চলচ্চিত্র- রেহানা মরিয়ম নূর, নোনা জলের কাব্য।
- ছাপত্যের রিবা আন্তর্জাতিক পুরস্কার ২০২১ লাভ করে- সাতক্ষীরার ফ্রেন্ডশিপ হাসপাতাল
- ৯৪তম অঙ্কারের শর্ট লিস্টে জায়গা করে নিয়েছে বাংলাদেশের প্রথম ইংরেজি ভাষার চলচ্চিত্র- দ্য গ্রেট (পরিচালক- গাজী রাকায়েত)
- সেটমার্টিকে মেরিন প্রটেক্টেড এরিয়া ঘোষণা করা হয়- ৪ জানুয়ারি, ২০২২
- শান্তি মিশনে শান্তিরক্ষিদের জন্য সর্বোচ্চ পুরস্কার- দ্যাগ হ্যামারশোল মেডেল
- ১ ফেব্রুয়ারি ২০২২ সালে জাতিসংঘের পিস বিল্ডিং কমিশনের সভাপতি নির্বাচিত হয়- বাংলাদেশ
- বিশ্বের সর্বকনিষ্ঠ প্রধানমন্ত্রী হলেন- ফিল্যাল্ডের প্রধানমন্ত্রী সানা মেরিন (রাজনৈতিক দল- সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টি)
- শেখ হাসিনা সফটওয়্যার পার্ক অবস্থিত- বেজপাড়া, যশোর
- দেশে পরীক্ষামূলকভাবে ৫G চালু হয়- ১২ ডিসেম্বর, ২০২১
- বিশ্বের শীর্ষ ক্ষমতাধর নারী- ম্যাকেন্জি স্ট্রট (জেফ বেজোসের সাবেক জ্ঞানী)
- COP-26 সম্মেলনে যুক্তরাজ্যে সবুজ বিপ্লবের ঘোষণা করেন- প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন
- একাউরের জেনোসাইট বা গণহত্যাকে স্থীরূপ দিয়েছে- যুক্তরাষ্ট্রের লেমকিন ইস্পটিটেট
- ২০২২ সালের জাতীয় বর্ষপণ্য - আইসিটি পণ্য ও সেবা
- ২০২২ সালের জন্য ইউএন ইউমেন নির্বাহী বোর্ডের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন- রাবাৰ ফাতিমা
- বাংলাদেশে উজ্জ্বিত কফির প্রথম জাত- বারি-১
- ইউরোপের সাথে সরাসরি সমৃদ্ধ বাণিজ্যে প্রবেশ করল- বাংলাদেশ
- দেশে প্রথম করোনা টিকার বুটার ডোজ দেওয়া হয়- ১৯ ডিসেম্বর, ২০২১
- 'শেখ হাসিনা': দ্য এসেস অব হার ওয়ার্ল্ড' বইটির লেখক- আশেকুন নবী চৌধুরী
- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় যে পদক প্রদানের ঘোষণা দিয়েছে - 'বঙ্গবন্ধু স্বর্ণপদক'
- বাপেক্স প্রাকৃতিক গ্যাসের প্রাথমিক সন্ধান পেয়েছে- শরীয়তপুরের নড়িয়া উপজেলায়
- প্রথমবারের মতো ত্রৈমাসিক বাজেট অনুমোদিত হয়েছে- আফগানিস্তানে
- প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ নারী হিসেবে মুদ্রায় স্থান পাওয়া ব্যক্তি - কবি মায়া অ্যাঞ্জেলো (২৫ সেটের মুদ্রা)
- NAM এর বর্তমান চেয়ারম্যান- ইলহাম অলিয়েভ (আজারবাইজান)
- অবেধভাবে দখল করা সংরক্ষিত বনভূমি উদ্বারের অভিযানের নাম- ক্রাশ প্রোগ্রাম
- ২০১৯ সালে ১২তম আইসিসি বিশ্বকাপ ক্রিকেটে বিজয়ী- ইংল্যান্ড (১ম শিরোপা)। \*\*\*
- ২০২০ সালের বর্ষসেরা ফুটবলার- রবার্ট লেভার্ডভিক। \*\*\*\*\*
- অঙ্কার জয়ী প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ অভিযানে - সিডিন পটিয়া।
- ডোনাল্ড ট্রাম্পের নতুন গ্রন্থের নাম - Our Journey Together.
- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে নিয়ে তৈরি যাত্রা পালার নাম- নিষঙ্গ লড়াই
- দেশের সবচেয়ে বড় ও আধুনিক আন্তর্পাসের নাম - সুরসঞ্চক।
- শহীদ লিপির জনক - সাইফুদ্দাহার শহীদ (সাইফ শহীদ)।
- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনাদর্শের ওপর ভিত্তি করে তৈরি করা গোম্ফ অ্যাপ - আমার বঙ্গবন্ধু।
- বঙ্গবন্ধু এডওয়ার্ড হিথ ফ্রেন্ডশিপ অ্যাওয়ার্ড প্রবর্তন করা হয়- ২০২২ সালে
- পানির তলদেশে চীনের দীর্ঘতম হাইওয়ে টানেল - তাইহ টানেল।

- ২০২২ সালে জানুয়ারি জাতিসংঘের নিরপাত্তা পরিষদের অঙ্গীয় সদস্য হয়- আলবেনিয়া, ব্রাজিল, গ্যাবন, ঘানা ও সংযুক্ত আরব আমিরাত।
- J-10 যে দেশের তৈরি যুদ্ধ বিমান - চীন।
- যুক্তরাষ্ট্র যে ব্যক্তিকে আফগানিস্তানের বিশেষ দৃত নিয়োগ দেয়- নিনা আমিরি
- বাংলাদেশের জাতীয় ফুটবলের দলের নতুন কোচ - হাভিয়ের কাবরেরা।
- ২০২২ সালের ১ লা জানুয়ারি UNDP শুভেচ্ছাদৃত হিসেবে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সবার সচেতনতা বাঢ়াতে নিয়োগ পান - জয়া আহসান।
- ১২ জানুয়ারি ২০২২ নির্ধারিত বার্ষিক অনুদান না দেওয়ায় জাতিসংঘ সনদের ১৯ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, ১১টি দেশের ভৌটাধিকার বাতিল করে সংস্থাটি। দেশগুলো হলো ( ইরান, সুদান, ভেনিজুয়েলা, এন্টিগুয়া অ্যান্ড বারবুড়া, কঙ্গো প্রজাতন্ত্র, গিনি, পাপুয়া নিউগিনি, আফ্রিকান প্রজাতন্ত্র, কমোরোস, সাততোম এন্ড প্রিসিপে ও সোমালিয়া)
- এশিয়ান নোবেল খ্যাত র্যামন ম্যাগসেসে পুরস্কার ২০২১ লাভ করেন- Icddr'b র জ্যেষ্ঠ বিজ্ঞানী ড. ফেরদৌসী কাদৰী
- পাকিস্তানের সুপ্রিম কোর্টের প্রথম নারী বিচারপতি- আয়েশা এ. মালিক
- গণসংগীতের কিংবদন্তিত্ব শিল্পী ফকির আলমগীর মৃত্যুবরণ করেন- ২৩ জুলাই ২০২১
- ওয়াই-ফাই এর জনক - নেদারল্যান্ডসের ভিক্টর ভিক হেইয়েস
- যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট বাইডেন ও ইসরায়েলের নতুন প্রধানমন্ত্রী নাফতালি বেনেটের মধ্যে প্রথম সাক্ষাত হয়- ২৬ আগস্ট, ২০২১
- মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিস প্রথমবারের এশিয়া (সিঙ্গাপুর ও ভিয়েতনাম) সফর করেন- ২১-২৭ আগস্ট, ২০২১
- পদ্মা সেতুর সর্বশেষ রোড স্ল্যাবটি বসার মাধ্যমে সড়ক পথ দিয়ে যুক্ত হয় দুই পাড়- ২৩ আগস্ট, ২০২১
- সম্প্রতি আমিরাতের সর্বোচ্চ বেসামরিক সম্মাননা 'অর্ডার অব জায়েন্স' লাভ করেন- নরেন্দ্র মোদি
- ২৩ মে, ২০২১ বাংলাদেশ ব্যাংক সোয়াপের আওতায় খণ্ড দেয়ার নীতিগত সিদ্ধান্ত নেয়- শ্রীলংকাকে
- দক্ষিণ কোরিয়ার বর্তমান প্রধানমন্ত্রী- 'কিম-রু কিয়াম'
- পৃথিবীর কক্ষপথে চীনের তৈরি প্রথম মহাকাশ স্টেশনের নাম- তিয়ানগং, যার অর্থ 'স্বর্গীয় প্রাসাদ'।
- প্রত্তিবিত বঙ্গবন্ধু বন্ধ ও পাট জাদুঘর স্থাপন করা হবে- নারায়ণগঞ্জের কল্পগঞ্জের তারাবোয়
- সাদা চা প্রথম চাষ শুরু হয়- চীনের ফুজিয়ান প্রদেশে
- ২০২১ সালে আ্যাবেই পুরস্কার লাভ করেন- লাজালো লোভা ও এভি উইগডারসন
- করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে যে দেশ WHO কে ৫০০ মিলিয়ন অর্থ সহায়তা দিয়েছে- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র
- দেশের প্রথম তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস স্থাপন করা হয়েছে- মহেশখালী, কক্সবাজার
- আমাজন বন যে ধরনের বনভূমি- গ্রীষ্মমণ্ডলীয় ঘণ্টবর্ষণ বনাঞ্চল
- CIRDAP এর উদ্যোগা সংস্থা- FAO
- শাহ পরীর দ্বীপ অবস্থিত- টেকনাফ, কক্সবাজার
- মুদ্রার অবমূল্যায়ন হলে যা ঘটে- আমদানি কমে যায়
- বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের প্রথম ওয়ানডে অধিনায়ক- গাজী আশরাফ লিপু
- The New Green Deal for Europe অনুমোদিত হয়- কপ-২৫
- জাহানারা ইমারে একাত্তরের দিনগুলি অবলম্বনে নির্মিত চলচিত্র - দ্বীপ নিভে যায় (পরিচালক- ইলজার ইসলাম)
- ১৩ জুন, ১৯৭১ সালে পাকিস্তানের গণ হত্যার তথ্যাদি সংগ্রহ করে যুক্তরাজ্যের সানডে টাইমস এ প্রকাশ করেন- অ্যাথুন মাসকারেনহাস
- International Year of Glass ঘোষণা করা হয়েছে- ২০২২ সালকে
- করোনা মোকাবেলায় সরকারের মোট প্রণোদনা প্যাকেজে- ২৮টি
- ২০২৪ সাল থেকে টি-২০ বিশ্বকাপে অংশগ্রহণ করবে- ২০টি দল
- জাহাজ বিধ্বংসী ক্ষেপণাত্মক আতমাকা যে দেশের তৈরি- তুরস্ক
- IMEI হলো- International Mobile Equipment Identity
- দেশের ব্যবহৃত মোবাইল হ্যান্ডেল নিবন্ধন পরীক্ষামূলকভাবে BTRC চালু করেছে- NEIR কার্যক্রম (National Equipment Identity Register)
- ২০২১ সালে এশিয়ান প্যাসিফিকে ম্যাথমেটিক্যাল অলিম্পিয়ার্ডে দেশের হয়ে প্রথম স্বর্ণপদক জয়ী হন- মার্কফ হাসান
- বিশ্বের প্রাচীনতম মরুভূমি- নামির মরুভূমি (অ্যাঙ্গোলা ও নামিবিয়ার মধ্যবর্তী অঞ্চল)
- চীনের টিকা উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান সিনোফার্মার সঙ্গে ত্রিপক্ষীয় চুক্তি করে বাংলাদেশ- ১৬ আগস্ট ২০২১
- বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার অনুমোদিত চীনের প্রথম টিকা - সিনোফার্মার টিকা
- কসোভোকে ইসরাইল স্বীকৃতি দেয়- ৪ সেপ্টেম্বর ২০২০ (ফলে স্বীকৃতির বিনিময়েই জেরজিয়ামে নিজেদের দৃতাবাস চালু করে কসোভো)
- মুজিব শতবর্ষ ও স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ত্বে চালু করা হয়- চারটি পোস্টার
- পোস্টারের শিরোনাম হচ্ছে- মুজিব মহানায়ক সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
- ৬ মার্চ ২০২১ সালে UNESCO'র সদর দপ্তরে যে গুরুত্বের মোড়ক উন্নোচন করা হয়- The Historic 7<sup>th</sup> March Speech of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman: A world Documentary Heritage।
- প্রকাশিত হয়- জাতিসংঘের দাপ্তরিক ৬টি ভাষায়।
- মিয়ানমারের সামরিক জাত্তা প্রধানমন্ত্রী পদে অধিষ্ঠিত হন- মিন অং হাইং
- ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নরেন্দ্র মোদী সভাপতিত্ব করেন- জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে
- আরব দেশ হিসেবে ইসরাইলকে স্বীকৃতি দেয়- ৬টি দেশ
- চীন ও সংজ্ঞান নীতি আইন পাস করে- ২০ আগস্ট ২০২১
- বাংলাদেশের শীর্ষ আমদানী পণ্য- তুলা
- ২৬ জুলাই ২০২১ NICAR এর তৃতীয় নতুন উপজেলা অনুমোদন দেন- সুদাগীও (কক্সবাজার), ডাসার (মাদারাপুর) ও মধ্যনগর (সুনামগঞ্জ)
- ডিজিটাল মুদ্রা বিনিয়োগ ওয়াল স্ট্রিটে লেনদেনে শুরু - করেনবেস
- সুনামগঞ্জ জেলার দক্ষিণ সুনামগঞ্জ উপজেলার বর্তমান নাম- শান্তিগঞ্জ
- দেশের তৃতীয় সাফারী পার্ক স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে- মৌলভীবাজারের জুড়ী উপজেলার লাঠি টিলায়
- মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক ভাস্কর্য 'নির্ভীক' অবস্থিত- নোয়াখালী
- মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক ভাস্কর্য 'চেতনায় স্বাধীনতা' অবস্থিত- গাজীপুর
- ১৬ আগস্ট ২০২১ দেশে করোনার টিকা উৎপাদনের জন্য চুক্তি হয়- স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ইনসেপ্টা ভ্যাকসিন লিমিটেড এবং চীনের সিনোফার্মের মধ্যে।
- সম্প্রতি সবচেয়ে উচ্চতে সড়ক নির্মাণের রেকর্ড গড়ে- ভারত
- ২৯ জুলাই ২০২১ মধ্যপ্রাচ্যের দীর্ঘতম সুড়ঙ্গপথ উদ্বোধন করে- ইরান
- ২০২১ সালের উইলডেনে পুরুষ ও নারী এককে চ্যাম্পিয়ন- পুরুষ: নোভাক জোকোভিচ (সার্ভিয়া); নারী: আ্যাশলে বার্টি (অস্ট্রেলিয়া)
- বিদেশের মাটিতে বাংলাদেশ প্রথম একই সাথে টেস্ট, ওয়ালন্ডে ও টি-২০ সিরিজ জয় লাভ করে- জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে
- ৩২তম গ্রীষ্মকালীন অলিম্পিকে সর্বকনিষ্ঠ অ্যাথলেট- হেন্দ জাজা (সিরিয়া); ১২ বছর
- বাংলাদেশ তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস ক্লাবে প্রবেশ করে- ৪২তম দেশ হিসেবে
- বাংলাদেশে উজ্জ্বলিত প্রথম জিরার জাত- বারি জিরা-১
- সংবাদ সংস্থা রয়টার্সের প্রথম নারী প্রধান সম্পাদক- আলেসান্দ্রা গ্যালোনি
- Checkbook Diplomacy যে দেশের সঙ্গে সম্পর্কিত- চীন
- ৫ এপ্রিল, ২০২১ বিশ্বের যে রাষ্ট্রপ্রধান ২০৩০ সাল পর্যন্ত তার ক্ষমতায় থাকার আইন কার্যকর করে- ভার্দিমির পুতিন (রাশিয়া)
- ২০২১ সালে প্রথম দেশ হিসেবে (RCEP) অনুমোদন করে- থাইল্যান্ড
- বর্তমানে আইসিসি'র নারী ক্রিকেটের টেস্ট মর্যাদা লাভকারী দেশ- ১০টি
- আউটসোর্সিংয়ে বিশ্বে শীর্ষ দেশ- ভারত (২য় বাংলাদেশ)
- মিয়ানমারের সাথে সীমান্ত রয়েছে- ৫টি দেশের (বাংলাদেশ, চীন, ভারত, থাইল্যান্ড ও লাওসে)

- ৯ অগস্ট ২০২০ ভারতে কৃষক আন্দোলন শুরু হয় যার নেতা- রাকেশ টিকায়েত
- কৃষক আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে ৩টি বিল ছিল- বাজার সংক্রান্ত, চাষ সংক্রান্ত, পণ্য সংক্রান্ত
- সুপ্রিম কোর্ট কর্তৃক আইন তিনিটি বিলই ছাঁচিত হয়- ১২ জানুয়ারি, ২০২১
- চীনের ডিজিটাল মুদ্রা - জেডি ডটকম
- বাংলাদেশের পার্বতীপুর থেকে ভারতের শিলিঙ্গড়ি পাইপলাইন চালু করে যার দৈর্ঘ্য- ১৩০ কি.মি. (উদ্দেশ্য ভারতের নুমালীগড় থেকে পার্বতীপুর ডিপোতে তেল সংগ্রহ)
- রাশিয়ার হাইপারসনিক ক্ষেপণাস্ত্র হলো- Avangard
- রাশিয়ার অত্যাধুনিক আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা/ ক্ষেপণাস্ত্র - S-400 ও S-500
- জীবন বাঁচাতে দেশত্যাগকারী হলো- শরণার্থী
- উন্নত জীবনের জন্য বেচছায় দেশত্যাগকারী- অভিবাসী
- ১৯৯৫ সালে চতুর্থ নারী সম্মেলন হয় চীনের বেইজিং এর স্নোগান- ‘নারী চোখে বিশ্ব দেশো’
- বর্তমান বিশ্বের শীর্ষ ইন্টারনেট ব্যবহারকারী দেশ- চীন
- OHCHR এর হাইকমিশনার- মিশেল ব্যাচলেট (চিলি)
- FIFA মহাসচিব- ফাতমা সামবা (সেনেগাল, ১ম নারী)
- APEC নির্বাহী পরিচালক- নেবেকো ফাতিমা মারিয়া (১ম নারী), মালয়েশিয়া
- বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন (বাফুফে) এর প্রেসিডেন্ট- কাজী সালাহউদ্দিন (৪ বার)
- জাতীয় মহিলা ফুটবল দলের অধিনায়ক- সাবিনা খাতুন
- প্রথম বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশীপ (২০১৯-২০২১) ফাইনাল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়- ভারত ও নিউজিল্যান্ড (চ্যাম্পিয়ন- নিউজিল্যান্ড)
- বাংলাদেশ নারীরা নারী এশিয়া কাপ ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন হয়- ২০১৮ সালে
- বাংলাদেশ নারী ক্রিকেট দল টেস্ট স্ট্যাটাস পায়- ২০২১ সালে
- প্রশান্ত মহাসাগরের সলোমন দ্বীপপুঁজের বৃহত্তম দ্বীপ স্বাধীনতার পথে - বুগেনভিল
- নিউজিল্যান্ডের বিজ্ঞানী অষ্টম মহাদেশের মানচিত্র তৈরি করছেন- জিল্যাস্টিয়া
- ২০১৯ সালে গঠিত মার্কিন নতুন মহাকাশ বাহিনী United States Space Force গঠন করে যার বর্তমান নাম- গার্ডিয়ান (নামকরণ হয়- ২০২০ সালে)
- ১৯ এপ্রিল, ২০২১ প্রথমবারের মতো নাসা মঙ্গলথাই একটি ছেট হেলিকপ্টার উড়িয়েছে- Ingenuity
- ১৯ মার্চ, ২০২১ সালে উত্তর কোরিয়া যে দেশের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করে- মালয়েশিয়া
- বাংলাদেশ জাতিসংঘের ৩টি সংস্থা (CND, UNICEF, UN Women) এর নির্বাহী বোর্ডের সদস্য হয়ে দায়িত্ব প্রাপ্ত করে- জানুয়ারি, ২০২২।
- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ফায়ার একাডেমি প্রতিষ্ঠা করা হয়- মুসিগঞ্জের গজারিয়া উপজেলায়।
- ১৮ এপ্রিল, ২০২১ সালে বাংলাদেশের বৃহত্তম ১০০০০ হাজার শয্যা করোনা হাসপাতাল “ডিএনসিসি ডেভিকেটেড করোনা হাসপাতাল চালু হয়- মহাখালী, ঢাকা।
- বীর মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকায় শীর্ষে- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।
- শহীদ বুদ্ধিজীবীর নাম প্রকাশ- ১৯১ জনের এবং বীর মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকায় ছান পেয়েছেন- ১,৪৭,৫৩৭ জন।
- ২০২১ সালে “কমনওয়েলথ ইয়ং পারসন অব দ্য ইয়ার” নির্বাচিত হয়- বাংলাদেশী তরুণ ফয়সাল ইসলাম।
- চীনের জনপ্রিয় সার্চ ইঞ্জিন- বাইদু
- করোনা ভাইরাসের জিনোম-সিকুরেস বা জিন-নকশা উন্নয়নকারী প্রথম বাংলাদেশি- ড. সেঁজুতি সাহা
- ভারতের রাজ্যের র্যাদা হারিয়েছে যে রাজ্য- জন্ম-কাশ্যীর
- করোনা প্রতিরোধে সেনাবাহিনীর পরিচালিত অপারেশনের নাম- অপারেশন কোভি শিল্ড
- ভারতের তৈরি প্রথম বিমানবাহী রণতরীর নাম- INS Vikrant
- বিদেশে রাশিয়ার সবচেয়ে বড় সামরিক ঘাঁটি যে দেশে অবস্থিত- তাজিকিস্তানে
- বিশ্বের বৃহত্তম ভাসমান হাসপাতাল- Global Mercy
- বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ ভাসমান সৌরবিদ্যুৎ প্যানেল উদ্বোধন করেন- সিঙ্গাপুর
- লিওনেল মেসি নতুন যে ক্লাবে যোগদান করেছেন- পিএসজি (ফ্রান্স)
- আফগানিস্তানে যুক্তরাষ্ট্র ও ন্যাটো সেনাদের সহায়তাকারীদের সপরিবারে সরিয়ে নেওয়ার কার্যক্রমকে বলে- হোয়াইট হাউজ অপারেশন অ্যালাইস রিফিউজি
- এশিয়ার প্রথম ও বিশ্বের তৃতীয় দ্রষ্টিহীন ব্যক্তি হিসেবে এভারেস্ট জয় করেছেন- ৰং হং (চীন)
- বাংলাদেশি নারীদের জন্য ২০২১ সালে চালু হয় যে পদক- বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুমেছা মুজিব পদক।
- বাংলা ভাষার কথা সাহিত্যে বিশেষ অবদানের জন্য “অনন্যা সাহিত্য পুরস্কার লাভ করেন- বার্ণা রহমান।
- সম্পূর্ণ বাংলায় দেশের সর্বপ্রথম একদম নিরাপদ ও দ্রুতগতির ব্রাউজার চালু হয়- দুরুত্ব।
- তথ্য মঞ্জুলায়ের পরিবর্তিত নাম- তথ্য ও সম্পূর্ণ মঞ্জুলায়।
- ১৪ মার্চ, ২০২১ সালে ড্যাশ-কিউ ৪০০ মডেলের ২টি উড়োজাহাজ ‘আকাশতরী ও ষ্ণেত বলাকা’ যুক্ত হলে বাংলাদেশের মোট উড়োজাহাজের সংখ্যা- ২১টি (সর্বশেষ- ষ্ণেত বলাকা)।
- বৈশ্বিক টিভিতে সংবাদ পাঠক করে ১ম ট্রান্সজেন্ডার নারী- তাসনুভা আনন শিশির।
- ১৪ মার্চ, ২০২১ সালে ১ম মুসলিম ইউরোপীয় দেশ হিসেবে জেরজিয়াম দৃতাবাস চালু করে- কসোভো (৩য়), (১ম- যুক্তরাষ্ট্র, ২য়- গুয়েতেমালা)।
- মিয়ানমারে সাধারণ নির্বাচন হয়- ৮ নভেম্বর, ২০২০।
- “ফুলিংস” চলচ্চিত্রের পরিচালক- তৌকির আহমেদ।
- আন্তর্জাতিক ভ্যাকসিন ইনসিটিউটের (IVI) সদরদপ্তর- সিউল, দক্ষিণ কোরিয়া।
- ঢাকাই মসলিন ভোগোলিক নির্দেশক (GI) পণ্য হিসেবে স্বীকৃতি পায় যে প্রতিষ্ঠান- বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড (BHB)
- তানজানিয়ার প্রথম নারী প্রেসিডেন্ট- সামিয়া সুলুহ হাসান।
- বগুড়া জেলার শেরপুর উপজেলার বালেন্দা থামে ১০০ বিঘা জমিতে গিনেস বুকে ছান পাওয়া বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতি- শশ্যচিত্রে বঙ্গবন্ধু।
- প্রথম আরব নারী হিসেবে মহাকাশ যাত্রায় নির্বাচিত হয়েছেন- সংযুক্ত আরব আমিরাতের নোরা আল মাতরোশি।
- ইরানের নাতাঞ্জ পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রে হামলা চালায়- ইসরাইল
- সরকার করোনার ধাক্কা কাটিয়ে অর্থনীতিতে ঘূরে দাঁড়াতে কর্মসূচি গ্রহণ করে- ১২৩ টি।
- জলবায়ুর বুঁকি মোকাবেলায় ১০০ কোটি ডলারের ফাস্ট গঠন করা হয় যার ৩০ শতাংশ পাবে- বাংলাদেশ।
- সম্প্রতি ৩০ জুন, ২০২১ হয়রত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে স্বয়ংক্রিয় নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা উভেদ্যে করা হয়- ই-গেট
- বাংলাদেশে নিয়ুক্ত যুক্তরাষ্ট্রের নতুন রাষ্ট্রদূত- পিটার হাস
- দেশের প্রথম নারী ফুটবলার হিসেবে প্রিমিয়ার লীগে গোলের সেক্ষ্যুরি করেছেন- সাবিনা খাতুন
- বিশ্বে মুদ্রা মজুদে শীর্ষ দেশ- চীন
- বিশ্বের ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমাণ নিঃসরণ হয়- ২০১৯ সালে (২য়- ২০২১)
- চীনের হাইনান প্রদেশের বোয়াও শহরে অনুষ্ঠিত “বোয়াও ফোরাম সম্মেলন ২০২১” এ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বৈশিষ্ট্য গণপ্য ঘোষণার দাবি করে- করোনার টিকা।
- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নামে রোডের নাম হয়- কঢ়োডিয়ার নমপেনের একটি সড়কের।

- যুক্তরাষ্ট্র ইয়েমেনের হতি বিদ্রোহী গোষ্ঠীর নাম সন্ত্রাসী তালিকা থেকে প্রত্যাহারের ঘোষণা দেন- ১৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২১।
- টেস্ট ক্রিকেটে বাংলাদেশের যে ক্রিকেটর সর্বাধিক সেঞ্চুরি করেন- মুইমুল হক।
- পরমাণু অস্ত্র বহনে সক্ষম “গজনভি” নতুন ব্যালিস্টিক মিসাইলের পরীক্ষা চালায়- পাকিস্তান।
- বাংলাদেশকে কেন্দ্র করে জাপান সরকারের প্রত্যাবিত বে অব বেঙ্গল ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রোথ ইনিশিয়েটিভ পরিচিত - “বিগ-বি” নামে।
- রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন প্রথম ব্যাংক হিসেবে “হোয়াটস আপ ব্যাংকিং” সেবা চালু করে- বেসিক ব্যাংক।
- ২২ মার্চ ২০২১ ভারত সরকার জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে যে পুরস্কারে ভূষিত করে- গান্ধী শান্তি পুরস্কার-২০২০।
- ২০২১ সালে মানববিহু প্রথম H5N8 বার্ড ফ্লু প্রাওয়া যায়- রাশিয়া।
- স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ত্বী উদযাপন উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক একটি আরক নেট ও আরক ধাতব মুদ্রা চালু হয়- ৫০ টাকা।
- যুক্তরাষ্ট্রের ১ম কৃষ্ণাঙ্গ প্রতিরক্ষামন্ত্রী হন- লয়েড অস্টিন।
- ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২১ মার্কিন মহাকাশযান মঙ্গলহাতে অবতরণ করে- Perseverance
- কাগজবিহীন বাণিজ্যচুক্তি কার্যকর হয়- ২০ ফেব্রুয়ারি, ২০২১।
- করোনা প্রতিরোধী স্প্রে ‘ভল্টিক’ এর উজ্জ্বল বাংলাদেশি বংশোদ্ধৃত - সামিদ্যা খানম
- করোনা মোকাবিলায় সরকার ঘোষিত মোট প্রগোদ্ধনা প্যাকেজ- ২৮টি
- স্বাধীনতার ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে ২০২১ সালে প্রবর্তিত হবে- মুক্তিযুদ্ধ পদক
- BSTI 'র লোগো ব্যবহার বাধ্যতামূলক নতুন পণ্যে- ৪৩টি।
- ১৯ ফেব্রুয়ারি, ২০২২ গ্রাফিক নেটওর্ক “মুজিব” এর মোড়ক উন্মোচন করা হয়- নবম ও দশম পর্বে।
- ৮ ফেব্রুয়ারি ২০২১, UNHRC পর্যবেক্ষক সদস্য হিসেবে পুনরায় ফিরে আসে- যুক্তরাষ্ট্র।
- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এভিয়েশন অ্যান্ড অ্যারো স্পেস বিশ্ববিদ্যালয় অবস্থিত- লালমনিরহাট।
- ২৭ মার্চ, ২০২১ বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্য সমবোতা আরক স্বাক্ষর- ৫টি
- ২০১৭ সালে পুনরায় গঠিত চীন বিশেষী জোট কোয়াড গঠিত হয় যারা সদস্য- ৪টি (যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া, জাপান, ভারত)
- ২০২০ সালের ৪ জুন চীনের উদীয়মান প্রভাব করাতে নতুন জোট- IPAC (Inter-Parliamentary Alliance on China)
- ২০২১ সালের ৫ জুন G-7 এর শীর্ষ নেতারা পরিকল্পনা গ্রহণ করেন- B3W
- চীনের Belt and Road Initiative এর বিকল্প হিসেবে G-7 গঠন করেন- B3W বা Build Back Better World
- করোনা ভ্যাকসিন BANCOVID এর নাম পরিবর্তন করে BANGAVAX (বঙ্গভ্যাক্স) করে- গ্লোব বায়োটেক লিমিটেড।
- RS-28 সারমাট ব্যালিস্টিক মিসাইল তৈরি করেছে- রাশিয়া।
- প্রতিটি গ্রামে আধুনিক সুযোগ সুবিধা সম্প্রসারণ সংশ্লিষ্ট “আমার গ্রাম আমার শহর” প্রকল্পের স্পন্দনাত্মক- প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।
- মার্কিন কংগ্রেস ভবনের নাম- ক্যাপিটাল ভবন।
- সার্কুলু দেশ ভুটান ইসরাইলের সাথে আনুষ্ঠানিক কূটনৈতিক সম্পর্ক অনুমোদন করে- ১৪ ডিসেম্বর ২০২০।
- বিশ্ব স্বাস্থ্য সংঘ (WHO) বিশেবে অন্যতম স্বাস্থ্যকর নগরী ঘোষণা করে- সৌদি আরবের মদিনা নগরীকে।
- দেশের সর্ববৃহৎ সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্রের অবস্থান- ময়মনসিংহের গৌরীপুরের কাশিয়ানচর গ্রামে
- বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে মিত্রান্তরী আরগে চট্টগ্রামে সীতাকুণ্ডে নির্মিত ভাস্কর্য- মৃত্যুঞ্জয়ী মিত্র।
- ১ ডিসেম্বর ২০২০ চাঁদে সফলভাবে অবতরণ করা চীনের মহাকাশযানের নাম- Change'e-5
- প্রকাশিতব্য “The Presidential Years” নামক আত্মজীবনীর লেখক- ভারতের সাবেক রাষ্ট্রপতি প্রথম মুখার্জি।
- প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে মাদার অব হিউম্যানিটি উপাধি দিয়েছেন- বৃত্তিশ মিডিয়া চ্যানেল ফোর।
- ২০২০ সালের বর্ষপঞ্জি- লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং পঞ্জি।
- বঙ্গবন্ধু মৎস্য হেরিটেজ ঘোষণা করা হয় যে নদীকে - হালদা নদী।
- বাংলাদেশ তিন সংঘাত (২০২১ - ২০২৩ সাল পর্যন্ত) নির্বাহী দায়িত্ব পালন করছে - UNDP, UNFPA, UNOPS.
- বাংলাদেশ বর্তমানে দুই সংঘাত নির্বাহী বোর্ডের সদস্য - UNICEF, UN WOMEN
- UNICEF এর নির্বাহী বোর্ডের প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব পালন করছে - রাবাব ফাতিমা।
- আইএমএফ এর প্রধান অর্থনীতিবিদ - গীতা গোপিনাথ (ভারতীয়)।
- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে ১ম নারী স্পীকার - ন্যাপি পোলিও।
- যে সংঘ রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে সহায়তায় বাংলাদেশ সরকারকে ১০ কোটি ডলার সাহায্য দিচ্ছে - বিশ্বব্যাংক।
- ২০১৭ সালে Promise me, Dad এছ লিখেন - জো বাইডেন।
- করোনা ভাইরাসের ভ্যাকসিন আবিষ্কারক মডার্না ও ফাইজার যে দেশের প্রতিষ্ঠান- যুক্তরাষ্ট্র
- বাংলাদেশ বৈদ্যুতিক ট্রেন চালু করে- ১১ মে, ২০২১
- মুসলিম নারীদের অংশগ্রহণ বাড়াতে যে দেশের প্রধানমন্ত্রী পুলিশ বাহিনীতে হিজাব চালু করে - নিউজিল্যান্ড।
- সরকার মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি বিজড়িত পাকিস্তানের যে মুদ্রজাহাজ জাদুঘরে সংরক্ষণ করে রাখে - এমভি একরাম।
- বঙ্গোপসাগরে সৃষ্টি সর্বশেষ সুর্ভিবাড়ের নাম- ইয়াস (অর্থ-হতাশা)
- ত্রিপুরা ভাষার প্রথম পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রের নাম- তাকিদি (অর্থ ভয় করো না)
- সম্প্রতি সেন আমলের নকশাখন্তি পাথরখণ্ড পাওয়া গেছে- রাজশাহীর গোদাগাড়ীর দেওপাড়ায়
- বাণিজ্যিকভাবে প্রথম বাংলাদেশের যে জেলা থেকে ইতালি ও ইংল্যান্ডে সবজি রপ্তানি করা হয়- খুলনা
- বাংলাদেশ বিজানী ডি. হাসান শহীদের নেতৃত্বে উজ্জ্বল হয়- পৃথিবীর প্রথম সোলার সেলিকপ্টার
- ২০২১ সালে প্রথমবারের মতো ‘আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা জাতীয় পদক- ২০২১ এ ভূষিত হন- মথুরা বিকাশ ত্রিপুরা
- সম্প্রতি চাঁদ নিয়ে গবেষণায় যৌথভাবে মহাকাশ স্টেশন নির্মাণ করতে সমবোতা আরক স্বাক্ষর করেছে যে দুই দেশ- চীন ও রাশিয়া
- ২০২১ সালের জ্যৈ মুসলিম বিশ্বের সাংস্কৃতিক রাজধানী নির্বাচিত হয়েছে- কাতারের রাজধানী দোহা
- বিশ্বের সবচেয়ে বড় আর্টফোন প্রস্তুতকারী কোম্পানি- স্যামসং (দক্ষিণ কোরিয়া)
- বিশ্বের সর্ব কনিষ্ঠ ভারারেস্ট জয়- জর্ডার রোমেরো (১৬ বছর)
- আরব বিশ্বের দেশ হিসেবে প্রথম বাণিজ্যিক পরমাণু বিদ্যুৎকেন্দ্র চালু করেছে- আরব আমিরাত
- পাট থেকে এন্টিবায়োটিক ‘হোমিকরসিন’ উজ্জ্বাল করেন- চাবি অধ্যাপক ডি. হাসিনা খান
- বাংলাদেশে নিয়োজিত ফিলিঙ্গিনি রাষ্ট্রদূত - ইউসুফ এস ওয়াই রামাদান
- এশিয়ার সর্ববৃহৎ সৌরবিদ্যুৎ কেন্দ্র রয়েছে- ভারতের মধ্য প্রদেশে
- মিয়ানমারে নিয়ুক্ত জাতিসংঘের বিশেষ দৃত - টম অ্যান্ডুস
- যে রোগের ক্ষেত্রে প্রথম কোয়ারেটাইনের প্রথা চালু হয়- Plague (প্লেগ)
- বাংলাদেশে জলবায়ু উদ্বাস্থ পুনর্বাসনের জন্য নির্মিত প্রথম আশ্রয়কেন্দ্রটির নাম খুরুশকুল আশ্রয়ণ প্রকল্প অবস্থিত- খুরুশকুল, কক্সবাজার
- একদিনের ক্রিকেট বিশ্বকাপে এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান করেছেন- মার্টিন গাপটিল
- বাংলাদেশের যে জেলায় দারিদ্র্যের হার সবচেয়ে কম- নারায়ণগঞ্জ
- শিশুদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে কাজ করে- UNICEF

- ফুটবল বিশ্বকাপ শুরুর ১০০ বছর পূর্ণ হবে- ২০৩০ সালে
- ২০৩০ সালে বাংলাদেশ বিশ্বের অর্থনীতির দেশ হবে- ২৫তম
- আফ্রিকার প্রথম দেশ হিসেবে জেরুজালেমে দৃতাবাস খোলার ঘোষণা দেয়- মালাবি
- অ্যাপোলের চালু করা নতুন সেবার নাম- ফিটনেস প্লাস
- বঙ্গবন্ধু ওয়ার্টার ট্রিটমেন্ট প্লাটের অবস্থান- খুলনা
- নারীদের সাইবার নিরাপত্তা জনিত সেবার নাম- পুলিশ সাইবার সাপোর্ট ফর ইইমেন
- সম্প্রতি শুটকি পর্যায় স্থাপন করা হয়েছে- কর্তৃবাজারের খুরশকুল
- বাংলাদেশে প্রবেশে বিদেশি নাগরিকদের ভিসা দেয়া হয়- ৩০ ধরনের
- বঙ্গবন্ধু জাতীয় যুব দিবস ঘোষণা করা হয়- ১ নভেম্বর
- ২০২০ সালে প্রকাশ্যে ধূমপান নিষিদ্ধ করে- উত্তর কোরিয়া (তৃতীয় দেশ)।
- দেশের ১ম ভূতান্ত্রিক জাদুঘর স্থাপিত হবে- জাফলং, সিলেট।
- সরকার ঘোষিত ঐতিহাসিক দিবস - ৭ ই মার্চ (২০২১ সালে প্রথম পালিত হয়)
- প্রশান্ত মহাসাগরীয় তীরবর্তী অঞ্চল নিউ ক্যালিডোনিয়া যে দেশের অংশ- ফ্রান্স
- ভারতীয় রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ সফরের বিমানের নাম - এয়ার ইন্ডিয়া ওয়ান।
- বিশ্ব বুদ্ধিভূতিক সম্পদ সংজ্ঞা (WIPO) এর বর্তমান মহাপরিচালক - ড্যারেন টাং।
- অসমাঞ্ছ আজাজীবনীর ব্রেইল সংক্রান্ত প্রকাশ করে- সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
- ইলিশ সবচেয়ে বেশি ধরা পড়ে - মেঘনা নদীতে এবং ইলিশ উৎপাদনে শীর্ষ জেলা - ভোলা।
- পটুয়াশালীতে বেসরকারি উদ্যোগে নির্মিত ১৫০ মেগাওয়াটের বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম - ইউনাইটেড পায়রা পাওয়ার লিমিটেড।
- বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী ও দ্রুততম সুপার কম্পিউটার তৈরি করে- জুচংখি, চীন
- ভারত দ্বিতীয় মহাকাশ কেন্দ্র তৈরি করতে যাচ্ছে- তামিলনাড়ু রাজ্যের খুরকুড়ি জেলায়
- যুক্তরাষ্ট্র মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ তুলে কিউবার উপরে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে- ১১ জুলাই, ২০২১
- দেশের প্রথম আর্চার হিসেবে টেকিও অলিম্পিকে দ্বিতীয় রাউন্ডে উত্তীর্ণ হয়ে ৬৪ জন প্রতিযোগীর মধ্যে ১৭তম হন- রোমান সানা
- টেলিফোনের সাহায্যে চিকিৎসা গ্রহণ পদ্ধতির নাম - টেলিমেডিসিন।
- বিশ্বের শীর্ষ নারী উদ্যোগী বাস্তব অর্থনীতির দেশ - ইসরাইল।
- হাইপারসনিক যুগে প্রবেশ করা চতুর্থ দেশ - ভারত।
- হাইপারসনিক যুগে প্রবেশ করা বাকি ৩টি দেশ - যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া ও চীন।
- যুক্তরাষ্ট্র বঙ্গবন্ধুর প্রথম ছায়া প্রতিকৃতি স্থাপন করা হয় - মিশিগান স্টেটে।
- সর্বশেষ বাংলাদেশের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করা দেশ - সেন্ট কিটস অ্যান্ড নেভিস
- ‘মুজিববর্ষ’ উদযাপন উপলক্ষ্যে ২৭ আগস্ট, ২০২০ স্মারক ডাকটিকিট অবন্মুক করে - নাইজেরিয়া।
- বিশ্ব স্বাস্থ্য সংজ্ঞা (WHO) আফ্রিকা মহাদেশকে পোলিওমুক্ত ঘোষণা করে - ২৫ আগস্ট, ২০২০।
- বিশ্বের বৃহত্তম ভ্যাকসিন নির্মাতা প্রতিষ্ঠান - সেরাম ইনসিটিউট (ভারত)
- কানাডার প্রথম নারী অর্থনৈতিক - ক্রিস্টিয়া ক্রিল্যান্ড।
- জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে যোগ দিতে লেবাননের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর যুদ্ধ জাহাজ - বাণোজা সংগ্রাম।
- বিশ্বের শীর্ষ রাজস্ব আয়কারী কোম্পানি - ওয়ালম্যার্ট।
- জাতিসংঘের শরণার্থীবিষয়ক সংঘার (UNHCR) মতে বাস্তুচ্যুত এবং শরণার্থী উভয়ে শীর্ষ দেশ - সিরিয়া।
- এশিয়ায় ফেসবুকের আঞ্চলিক সদর দপ্তর - সিঙ্গাপুরে।
- সৌদি আরবের প্রথম রাজনৈতিক দল - ন্যাশনাল অ্যাসেমবলি পার্টি (প্রবাসী সৌদি নাগরিকগণ কর্তৃক)।
- আমিরাত ও ইসরাইলের মধ্যে প্রথমবারের মতো টেলিফোন সেবা চালু হয় - ১৬ আগস্ট, ২০২০।
- আয়া সোফিয়াকে ইউনেস্কো বিশ্ব ঐতিহ্যের অন্তর্ভুক্ত করে - ১৯৮৫ সালে (তুরস্ক)।
- যুক্তরাষ্ট্রে নিযুক্ত বাংলাদেশের নতুন রাষ্ট্রদূত - এম শহীদুল ইসলাম।
- ‘শেখ হাসিনার জীবনকথা’ গ্রন্থের রচয়িতা - শাবান মাহমুদ।
- **Bangabandhu : The People's Hero** - পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে প্রকাশিত গ্রন্থ।
- বিশ্বের শীর্ষ চিন্তাবিদের তালিকায় স্থান পাওয়া বাংলাদেশি - মেরিনা তাবাসুম (অবস্থান তৃতীয়)।
- মিয়ানমার নৌবাহিনীর প্রথম সাবমেরিনের নাম - ইউএমএস মিন ইয়ে থেইনে খা থু (প্রদান করে ভারত)।
- সুন্দুর সম্পদ রক্ষায় ‘সামুদ্রিক সংরক্ষিত এলাকা’ হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে - নিরুম দ্বীপকে
- দেশের প্রথম পূর্ণাঙ্গ হেলিপোর্ট নির্মিত হবে - কাওলা, ঢাকা।
- চীন পক্ষবন্ধনবারের মতো বিশ্বের শীর্ষ এনজিও হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে - বাংলাদেশের ব্র্যাক
- সোনালী ব্যাংক সোনালী ই-সেবা' নামের মোবাইল অ্যাপ চালু করে- ৩ জুন, ২০২০।
- বাংলাদেশ নৌবাহিনীতে নতুন সংযোজিত যুদ্ধ জাহাজের নাম - বাণোজা সংগ্রাম।
- বাংলাদেশে অনলাইনে ভ্যাট প্রদান পদ্ধতির উদ্বোধন করা হয় - ১৬ জুলাই, ২০২০।
- দেশের প্রথম নৌকা জাদুঘর 'বঙ্গবন্ধু নৌকা জাদুঘর' স্থাপন হয় - বরগুনা জেলায়
- সরকার কর্তৃক ঘোষিত সংক্রামক ব্যাধি - ২৪ট।
- ২০২০ সালে প্রকাশ্যে ধূমপান নিষিদ্ধ করে - উত্তর কোরিয়া।
- চীন ২০২০ সালে ২৩ জুলাই মন্ত্র্যবিহীন মহাকাশযান উৎক্ষেপণ করে - তিয়ানওয়েন - ১।
- প্রথম আরব দেশ হিসেবে সংযুক্ত আরব আমিরাত মন্ত্র্যবিহীন মহাকাশযান মঞ্চনগ্রহে প্রেরণ করে - হোপ স্যাটেলাইট।
- ‘রূপসা নদীর বাঁকে’ চলচ্চিত্রের পরিচালক - তানভীর মোকাম্মেল।
- ২০১৯ সালে শিশুদের টিকা দান কর্মসূচী সফল করায় সুইজারল্যান্ড ভিত্তিক GAVI (গ্রোবাল অ্যালাইন্স ফর ভ্যাকসিন অ্যান্ড ইমিউনাইজেশন) বোর্ডের চেয়ারম্যান- নগচি ওকোনজো জাতিসংঘের সদর দপ্তরে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাতে যে পুরস্কার তুলেদেন- ভ্যাকসিন হিরো।
- ২০২০ সালের ৯ ডিসেম্বর রোকেয়ার জন্য ও মৃত্যু দিবসে রংপুরে উন্মোচিত ভাস্কর্মের নাম - আলোকবর্তিকা
- প্রথম বারের মতো দেশে সফলভাবে উৎপাদিত হয়েছে- হোয়াইট-টি (অপর নাম সিলভার নিডল হোয়াইট টি)
- ‘হোয়াইট টি’ এর উত্তোলক - নাসির উদ্দিন খান।
- জো বাইডেনের প্রশাসনে National Security Council (NSC) -এর গোরেন্দা শাখার শীর্ষপদে নিয়োগ পেয়েছেন- ফিলিপ্পিন মাহের বিতার
- রোহিঙ্গাদের জন্য “ভাসানচর প্রকল্প” যে নামে পরিচিত- আশ্রয়ন প্রকল্প-০৩।
- যুক্তরাষ্ট্র নতুন সামরিক ঘাঁটি বানাচ্ছে - সিরিয়ায়।
- বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে সেতুবন্ধকারী মুজিবনগরে স্বাধীনতা সড়কের দৈর্ঘ্য - প্রায় ২ কি.মি।
- জে বাইডেন ১ম ১০০ দিনে যে বিষয় নিয়ে কাজ করছেন - সামাজিক নিরাপত্তা ও প্রগোদ্ধা
- দেশে প্রথম করোনা ভাইরাসের টিকা গ্রহণ করেন - নার্স রঞ্জু বেরোনিকা কস্তা (কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতাল)। ২৭ জানুয়ারি, ২০২১
- জাতিসংঘের উন্নয়ন কর্মসূচি (UNDP) এর প্রধান - আচিম স্টেইনার (ব্রাজিল)
- ফেসবুকের চালু করা নতুন সেবা - Facebook News
- মেট্রী সুপার থার্মাল “বিদ্যুৎ কেন্দ্র অবস্থিত - বাগেরহাটের রামপালে।
- করোনার টিকা নিতে আগ্রহী ব্যক্তিদের যে ওয়েব পোর্টালে নিবন্ধন করতে হবে - সুরক্ষা।
- করোনায় আক্রান্ত হয়ে সুস্থ হওয়ার কতদিন পর টিকা নেয়া যাবে - ২৮ দিন পর।

- বিশ্ব বাঘ দিবস - ২৯ জুলাই।
- 'টেলিফোফ' যুক্তরাজ্যের একটি জনপ্রিয়- সংবাদপত্র।
- দেশে মোট চা বাগান - ১৬৭টি।
- তুরস্কের সরকারি বার্তা সংস্থা - অসাদুল্লো।
- বালাগঞ্জ নদী বন্দর যে জেলায় অবস্থিত - সিলেট।
- বাংলাদেশ ব্যাংকের নতুন পরিচালক - আহমেদ জামাল।
- সাক্রান্ত সমাধিক্ষেত্র অবস্থিত - মিরশেখ।
- National Guard যে দেশে সেনাবাহিনী ও বিমানবাহিনীর সমন্বয়ে গড়া নিরাপত্তা বাহিনী - যুক্তরাষ্ট্র।
- টেরাকোটা ভাস্কর্য অবস্থিত- রাজশাহী কলেজ ক্যাম্পাসে।
- ফ্রান্সের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী- জঁ ক্যাসতেক।
- উইঞ্চুর মুসলিম জাতিগোষ্ঠী বসবাস করে- চীনের জনবিরল অঞ্চল জিনজিয়াং প্রদেশ।
- জিনজিয়াংয়ের রাজধানী- উরুমকি
- দেশের দীর্ঘতম রানওয়ে এবং দক্ষিণ এশিয়ার ২য় দীর্ঘতম রানওয়ে সমন্বয় বিমানবন্দর হবে- কক্সবাজার আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর
- সমুদ্রভীরে দেশের ৪৪ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর হবে- কক্সবাজার আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর
- ইরানের পরমাণু শক্তি সংস্থার প্রধান- মোহাম্মদ ইসলামী
- সুপেয় পানি সরবরাহের ক্ষেত্রে দক্ষিণ এশিয়ার শীর্ষদেশ- বাংলাদেশ
- ২০২১ সালের ৩০ জুন WHO আনুষ্ঠানিক ভাবে ম্যালেরিয়ান্ট দেশ ঘোষণা করে- চীন
- পারস্য উপসাগর অঞ্চলের যে দেশ প্রথম ইসরাইল দৃতাবাস চালু করে- সংযুক্ত আরব আমিরাত (১৪ জুলাই, ২০২১)
- আফগানিস্তানে মার্কিন জোটে থাকা নিজেদের সব সৈন্য প্রত্যাহার করে- জার্মানি (২৯ জুন) ইতালি (৩০ জুন)
- ১ জুলাই ২০২১ চীনের বৃহত্তম রাজনৈতিক দল কমিউনিস্ট পার্টির শতবর্ষ উদযাপন হয়- সাংহাইয়ের মেমোরিয়াল হলে।
- যে চুক্তির আওতায় যুক্তরাষ্ট্র-আফগানিস্তান থেকে সৈন্য প্রত্যাহার করছে- দোহা চুক্তি
- যুক্তরাষ্ট্রের আগামী কংগ্রেস নির্বাচন হবে- ২০২২ সালে
- ওয়াখান করিডর যে দুটি দেশকে আলাদা করছে- পাকিস্তান ও তাজিকিস্তানকে
- সাম্রাজ্যের সমাধি বলা হয়- আফগানিস্তানকে
- "চাক্ষিলো" সৌর মান মন্দির অবস্থিত- পেরু
- বাংলাদেশের দ্বিপাক্ষিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে যতটি দেশের সাথে - ৪৪টি
- বাঘ শুমারি অনুযায়ী বাংলাদেশের বাঘের সংখ্যা- ১১৪টি
- পাবলিক সার্ভিস দিবস- ২৩ জুলাই
- প্রতি লাখে মাত্রমুঝ্য হয়- ১৬৫ জন
- পথঞ্চ-সঙ্গম শতাব্দীতে বৌদ্ধবিহারের সঙ্গান পাওয়া গেছে- দিনাজপুরের পার্বতীপুরের হাকিমপুর ইউনিয়নের ইসবপুর গ্রামে
- এক দেশ এক রেট ইন্সুরেন্ট সেবা চালু হয়- ৬ জুন, ২০২১
- বার্ড ফ্লুর ভ্যাকসিন আবিষ্কার করেন- ড. আমিনুল ইসলাম (বাক্রি)
- UNGA এর ৭৬ তম অধিবেশনের সভাপতি ছিলেন- আব্দুল্লাহ শহীদ (মালদ্বীপ)
- UNGA এর বর্তমান সহ সভাপতি - বাংলাদেশসহ ২১ দেশ
- বাংলাদেশের শিক্ষাবিদ, লেখক ও জাতীয় অধ্যাপক আনিসুজ্জামান মৃত্যুবরণ করেন- ২০২০ সালের ১৪ মে
- আনিসুজ্জামানের সাহিত্যকর্ম- আমার একাত্তর, মুক্তিযুদ্ধ ও তারপর, বিপুল প্রথিবী, কাল নিরবর্ধি (আতাজীবনী)
- সারা দেশে গণতান্ত্রিক রেজিস্ট্রেশন শুরু হয়- ৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২১
- কয়লা উৎপাদনে শীর্ষ দেশ- চীন
- ৬ সেপ্টেম্বর ২০২১ বঙ্গবন্ধু কর্ণার উদ্বোধন করেছেন- দিল্লিতে প্রেস ক্লাব অব ইন্ডিয়া
- কার্বন ডাই অক্সাইড সংগ্রহের বিষ্ণের বৃহত্তম প্লান 'ওরকা' চালু করেছে- আইসল্যান্ড
- জাতিসংঘের সদরদপ্তরের বাগানে ছাপিত হয়েছে- বঙ্গবন্ধুর চেয়ার
- টানা ত্যও বারের মত কানাডার প্রধানমন্ত্রী হলেন- জাস্টিন ট্রিডে
- দেশের সর্বাধুনিক কমপ্লেক্স 'বঙ্গবন্ধু কমপ্লেক্স' নির্মিত হচ্ছে- সিলেট
- ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২১ অকাস (AUKUS) নামে চীন বিরোধী বিশেষ নিরাপত্তা জোট গঠন করেছে- যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, অস্ট্রেলিয়া।
- মানিকগঞ্জের পাটুরিয়ায় পদ্মা নদীর পাড় ঘেষে তৈরি হবে- শেখ হাসিনা ক্রিকেট স্টেডিয়াম
- প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে 'মুকুট মনি' বলে আখ্যায়িত করেন- জাতিসংঘের এসডিএসএন
- জাতিসংঘের এসডিজি অগ্রগতি পুরস্কর লাভ করেছেন- প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা
- অস্ট্রেলিয়ার সাথে বাংলাদেশের বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বিষয়ক কাঠামো চুক্তি (Trade and Investment Framework Arrangement-TIFA) করেছেন- ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২১
- ১৫ জুন ২০২১ বাংলাদেশের যে দেশকে তিনটি সমুদ্র বন্দর ব্যবহারের অনুমতি দেয় - ভুটান।

### ২০২২ সালে আসা বিগত বছরের সাম্প্রতিক প্রশ্ন

- বায়োফুয়েল উৎপাদনে শীর্ষদেশ- ব্রাজিল।
- European Capital of Culture শহর হিসেবে নির্বাচিত শহর- লিসবন, রিজেকা, গ্যালওয়ে।
- জাতিসংঘের Resident Coordinator হিসেবে কতজন বাংলাদেশি কাজ করছেন- ৩ জন
- বাংলাদেশ 4G তে যোগান করে - ১৯ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮।
- বাংলাদেশের সংবিধানের যে আর্টিকেলকে 'Doctrine of Eclise' নির্দেশ করে- ২৬ নং আর্টিকেল।
- বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের কাছে জনপ্রিয়তা অর্জনকারী যে পত্রিকার কথা "অসমাপ্ত আতাজীবনী" গঠে উল্লেখ করা হয়েছে- মিলাত
- New Development Bank (NDB) এর প্রথম প্রেসিডেন্ট- কে.ভি কামাখ (ভারত)
- একদিনের ক্রিকেটের বিশ্বকাপ ফাইনাল শতরান করী খেলোয়াড় - ৬ জন
- ব্রিটিশ সংবিধানের একটি উৎস হিসেবে ব্যবহৃত গ্রন্থগুলোর মধ্যে Ivor Jennings কর্তৃক রচিত গ্রন্থ "Law and the constitution".
- ডিয়েগো ম্যারাডোনা যে ক্লাবের হয়ে পেশাদার ফুটবল খেলেছেন- বার্সেলোনা, সেভিয়া, আর্জেন্টিনার বোকো জুনিয়র্স।
- মহান মুক্তিযুদ্ধের রণকৌশল যে কয়টি দেশের সামরিক প্রশিক্ষণ একাডেমীতে পাঠ - ৩৫টি
- মুজিব বর্ষের ব্যাণ্ডিকাল- ২০২০ সালের ১৭ মার্চ থেকে ২০২২ সালের ৩১ মার্চ।
- 'কারাগারে রোজনামচা' গঠুটিতে 'বন্দুক দফা' বলতে যে ধরনের কয়েদিদের বোঝানো হয়েছে- মেথর।
- বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি আমদানী করে যে দেশ থেকে- চীন।
- The highest revenue earning Source of Bangladesh Government is – Value added tax (VAT).
- The largest trading block in the world- EU.
- The Winner of the Nobel prize in Economics in 2021 – Joshua Angrist.
- মুজিববর্ষের ক্ষণগণনা শুরু - ১০ জানুয়ারি, ২০২০।
- বিশ্বের কাঠটি দেশে বাংলাদেশ মিশন রয়েছে- ৫৮টি দেশে।
- বাংলাদেশে ব-বীপ পরিকল্পনা ২১০০ তে সমর্থ দেশকে মোট হাট্স্পটে বিভক্ত করা হয়েছে- ৬টি।
- ২০২১-২২ সালের জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে এশিয়া অঞ্চলে নির্বাচিত সদস্য দেশ - ভারত।

- The new Facebook's Company name "Meta" - Greek word
  - The Commonwealth Association numbers- 54
  - UN Sustainable Development Goals 2030 Agenda- 17
  - The First Bangladeshi to win the professional golf tournament Asian Tournament- Siddiqur Rahman.
  - Omicron was first detected in - South Africa
  - Saff U-19 ফাইনাল ম্যাচে একমাত্র গোল করেন- আনাই মুগিন (বাংলাদেশ)।
  - Country participated as observer in Victory Day parade 2021- India.
  - বর্তমানে বাংলাদেশের মাথাপিছু আয়- ২৫৯১ মার্কিন ডলার।
  - মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের বার্ষিক ভাষণকে বলে- স্টেট অব দ্য ইউনিয়ন।
  - আন্তর্জাতিক লিংকন “প্রেসিডেন্সিয়াল অর্ডার জারির মাধ্যমে ক্রীতদাস প্রথা বিলুপ্ত করে- ১৮৬৩ সালে।
  - স্বল্পতম সময় যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষমতায় ছিলেন- হ্যানরী হ্যারিসন (৩১ দিন)
  - ২০২২-২৩ অর্থবছরে মাথাপিছু আয় দাঢ়াবে- ৩০৮৯ মার্কিন ডলার (অর্থমন্ত্রী)।
  - ২০২২-২৩ অর্থবছরে মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি) - ৭.৫% তে উন্নীত হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।
- ২০২১-২২ সালে বিভিন্ন চাকরির পরীক্ষায় আসা সাম্প্রতিক প্রশ্ন**
- ক্ষুদ্র নগোষীর মাতৃভাষা সংরক্ষণে “২০২১ সালে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা পদক” পেয়েছে - মধুরা বিকাশ ত্রিপুরা।
  - কোতিড - ১৯ এর ৩ ডোজের টিকা ‘আবদালা’র আবিষ্কারক দেশ হলো - কিউবা।
  - ‘নহর-ই-যুবাইদা’ যেখানে অবস্থিত - মকায়।
  - ‘সুদগাঁও’, ‘মধ্যনগর’ এবং ‘দাসার’ হলো - সদ্য প্রতিষ্ঠিত উপজেলা।
  - ‘ইলামতি’ হলো - এক ধরনের আম।
  - ‘ইউনেক্সো- বাংলাদেশ ‘বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান’ আন্তর্জাতিক পুরস্কার’ যে বিষয়ে ঘোষিত হয়েছে - স্জনশীল অর্থনীতি।
  - ‘শেখ মুজিব আমার পিতা’ বইটি প্রথম প্রকাশিত হয় - ১৯৯৯ সালে।
  - জাতিসংঘের SDG গৃহীত হয় - ২৫ সেপ্টেম্বর ২০১৫।
  - ‘মাইকেল এস হার্ট’ কিসের জনক - ই-বুক।
  - টেস্ট ক্রিকেটে বাংলাদেশের দ্রুততম উইকেট সেঞ্চুরিয়ান বোলার - মেহেদি হাসান মিরাজ
  - বর্তমানে বিশ্বে দ্বিতীয় মুদ্রাক্ষীতির দেশ - জিম্বাবুয়ে (১ম - ভেনিজুলেনা)।
  - মাছ ও সবজি উৎপাদনে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান - ৩য়।
  - যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান প্রেসিডেন্ট- জো বাইডেন (৪৬তম) [ভাইস প্রেসিডেন্ট - কর্মলা হ্যারিস (৪৯তম)]
  - ২০২০ সালে কোন সংস্থাকে শাস্তিতে নোকেল পুরস্কার দেয় হয় - বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি (WFP)
  - ‘ভ্যাকসিন হিরো’ পুরস্কার প্রদানকারী সংস্থার নাম - GAVI
  - বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের বর্তমান সভাপতি - কাজী সালাউদ্দিন (টানা ৪ বার নির্বাচিত)
  - বাংলাদেশের বাণিজ্য ঘাটতি সবচাইতে বেশি - চীনের সাথে (১৬ বিলিয়ন ডলার)।
- এশিয়াটিক সোসাইটির ৭০ বছর পূর্ণ হয়- ৩ জানুয়ারি ২০২২ সালে
  - ভ্যাকসিন দেওয়ার লক্ষ্যে তথ্যপ্রযুক্তি বিভাগের প্রস্তুতকৃত অ্যাপের নাম - সুরক্ষা।
  - বাংলাদেশ থেকে মিয়ানমারে ফিরে যাওয়ার ব্যাপারে রোহিঙ্গাদের প্রধান দাবি - নাগরিকত্ব।
  - ‘বিট কয়েন’ আবিষ্কার করেন - সাতোশি নাকামাতো (জাপান)।
  - ইন্টারনেট ব্যবহারে শীর্ষ দেশ - চীন (ফেসবুক ব্যবহারে বাংলাদেশ বিশ্বে - ১০ম)
  - ‘Bangabandhu Sheik Mujib Square’ being constructed – Tetulia
  - The Bangladesh Infrastructure Development Fund (BIDF) Formed with a portion of foreign exchange reserve will Finance which of the following Projects - Payra Port
  - Which of the following organizations is the largest global development organization focused on the Private sectors in the developing countries – International Finance Corporation (IFC)
  - Who is the Founder of SpaceX & Tesla car – Elon Musk
  - Who has been conferred with the Gandhi Peace Prize 2020- Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman
  - Which is the largest Rohingya Refugee camp in Bangladesh - Kutupalong
  - Which is the most risky zone of earthquake in Bangladesh – North -East Zone
  - Which Country will host ‘World Cup U – 19 in 2022 – Windies
  - Which ethnic People Constitute the world’s largest Population – Han
  - Who was the only centurion in the 100<sup>th</sup> test cricket match of Bangladesh – Shakib Al Hasan
  - The United Nations Committee for Development Policy বাংলাদেশের Least Developed Country নামে ক্লাসিফিকেশন হয়ে Middle Income Country তে যাওয়ার জন্য সুপারিশ করে - ফেব্রুয়ারি ২০২১
  - Which of the following matters can relate with the fourth Industrial revolution – Artificial Intelligence, Internet of Things & Robotics
  - Dr. Firdausi Qadri, who has been honored with the Ramon Magsaysay Award 2021 is a : Vaccine Scientist
  - COVID – 19 Vaccines are being approved to use in Bangladesh – ৭
  - The longest Marine drive in the world – Cox’s Bazar – Teknaf
  - The founder of electric cars manufacturing company ‘Tesla’ – Elon Musk.
  - The venue of 10<sup>th</sup> D-8 summit - Dhaka
  - The Period of coverage of the 8<sup>th</sup> five-year plan of Bangladesh – FY 2020-2025
  - Sukuk bond was introduced in Bangladesh on – December 28, 2020
  - Bangladesh has recently taken over the debt liability - Sudan

জ্ঞান চর্চায় গ্রীক দার্শনিক	বাংলার ইতিহাস ও উৎপত্তি		
<b>SPAA</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ SPAA ঘারা গ্রীক দার্শনিকদের বুরায়।</li> <li>➤ এখানে গুরু শিষ্যের বা শিক্ষক ছাত্রের মধ্যে সম্পর্ক বিদ্যমান।</li> <li>➤ S = সক্রেটিস</li> <li>▪ জ্ঞানের পিতা বলা হয়। (Father of Knowledge)</li> <li>▪ দর্শনের জনক বলা হয়। (Father of Philosophy)</li> <li>▪ হেমলক লতার বিষপানে মৃত্যু।</li> <li>▪ উক্তি- Knowledge is Virtue (জ্ঞানই পুণ্য)</li> <li>▪ Know thyself (নিজেকে জানো), We Want Justice.</li> <li>▪ I to die you to live which is better only God knows</li> <li>▪ An Unexamined life is not worth living</li> <li>▪ Education is the kindling of a flame not the filling of vessel</li> <li>▪ মৃত্যুর পূর্বে সক্রেটিসের শেষ বাক্য ছিল- Crito, I owe a cock to Asclepius will you remember to pay the debt.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ সময় বাংলালি জনগোষ্ঠীকে ভাগ করা হয়েছে- ২ ভাগে</li> <li>1. প্রাক আর্য বা অনার্য জাতি গোষ্ঠী ২. আর্য জনগোষ্ঠী</li> <li>➤ প্রাক আর্য বা অনার্য জাতি গোষ্ঠীকে আবার ৪ ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে-</li> <li>1. নেগিটো, অস্ট্রিক, দ্রাবিড় ও ভোটচীনীয়</li> <li>➤ বাংলা ভাষা যে ভাষাগোষ্ঠীর অঙ্গরূপ- ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর</li> <li>➤ প্রাচীন সাহিত্য নিয়ম নামে পরিচিত- আদি অস্ট্রেলীয়</li> <li>➤ দ্রাবিড় জাতি এ দেশে আসে- প্রায় ৫ হাজার বছর পূর্বে।</li> <li>➤ আর্য সংস্কৃতি সমধিক বিকাশ লাভ করে- পাল শাসনামলে</li> <li>➤ আর্যরা এদেশে আসে- ইরান থেকে</li> <li>➤ আর্য সাহিত্যকে বলে- বৈদিক সাহিত্য</li> <li>➤ হিন্দু সমাজ চার শ্রেণিতে বিভক্ত- ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র</li> <li>➤ নৃতাঙ্গিকভাবে বাঙালিদের আদি গোষ্ঠীকে বলা হয়-অস্ট্রেলীয়</li> <li>➤ বাঙালিদের প্রধান অংশ গড়ে উঠেছে-অস্ট্রিক জাতি থেকে।</li> <li>➤ বাঙালি আদি জনগোষ্ঠীর ভাষা ছিল-অস্ট্রিক।</li> <li>➤ প্রাচীন ভারতের ইতিহাস এবং রাজতরঙ্গিনী লেখক- কলহন।</li> <li>➤ ইতিহাস শব্দের উৎপত্তি গ্রীক শব্দ-Historia থেকে</li> <li>➤ ইতিহাস শব্দের শান্দিক অর্থ- ঐতিহ্য</li> <li>➤ ইংরেজি History শব্দের অভিধানিক অর্থ- অনুসন্ধান বা গবেষণা</li> <li>➤ ইতিহাসের জনক- গ্রীক দার্শনিক হেরোডেটাস</li> <li>➤ ইসলামের ইতিহাসের জনক- আল মাসুদী</li> <li>➤ বৈজ্ঞানিক ইতিহাসের জনক- থুকিডাইডিস।</li> <li>➤ বাংলা শব্দের উৎপত্তি হয়- বঙ্গ ধাতৃ থেকে।</li> <li>➤ বাঙালি জাতির পরিচয়- শংকর জাতি হিসেবে।</li> <li>➤ বাংলার আদি জনগোষ্ঠীর ভাষা ছিল- অস্ট্রিক।</li> <li>➤ “বঙ্গ” নামের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায়- হিন্দুদের খণ্ডেদেবের “ঐতরেয় আরণ্যক” এছে।</li> <li>➤ দেশবাচক “বঙ্গ” নামের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায়- আঙুল ফজলের “আইন-ই-আকবরী” এছে।</li> <li>➤ তদ্বলিপি- তামার পাত্রে খোদাই করা শাসনাদেশ</li> <li>➤ বাংলা প্রাচীনতম বন্দরের নাম- তদ্বলিপি</li> <li>➤ চীনা দেশীয় ইতিহাসের জনক- সুমা কিয়েন</li> <li>➤ সুমা-কিয়েন ভারতীয় ইতিহাসের এক লেখেন- ঐতিহাসিক দলিল</li> </ul>		
<b>A = এরিস্টটেল</b>	<b>জনপদ</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান- লাইসিয়াম।</li> <li>▪ গ্রন্থ- রিপাবলিক, ডায়ালগস, স্টেইটম্যান</li> <li>▪ আদর্শ- রাষ্ট্র ধরণগুলির প্রবর্তক- প্রেটো।</li> <li>▪ উক্তি- শাসক যদি হয় ন্যায়প্রায়ণ আইন অনাবশ্যক, শাসক যদি হয় দুরীতি প্রায়ণ আইন নির্বর্থক।</li> </ul>	<p>প্রাচীন বাংলায় ছেট বড় ১৬টি জনপদের নাম পাওয়া যায়। তার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ জনপদগুলো হচ্ছে.....</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td><b>পুণ্ড্র (Pundra)</b></td><td> <ul style="list-style-type: none"> <li>• অবস্থান-বগুড়া, রাজশাহী, রংপুর ও দিনাজপুর</li> <li>• জড়িত নদী- করতোয়া</li> <li>• রাজধানী ছিল- পুঁজনগর/পুণ্ড্রবর্ধন (বর্তমান নাম মহাজ্ঞানগড়)</li> <li>• বিশেষত্ব-বাংলার সবচেয়ে প্রাচীন জনপদ (মৌর্যরা শাসন করে)</li> <li>• বাংলার প্রাচীনতম নগর- পুণ্ড্র নগর বা মহাজ্ঞানগড়</li> <li>• প্রাচীন কালে বাংলার সবচেয়ে সমৃদ্ধ জনপদ ছিল- পুঁজনগর</li> <li>• ১৮৭৯ সালে আলেকজান্দার কানিংহাম আবিক্ষার করেন- মহাজ্ঞানগড়</li> <li>• মৌর্য স্মার্ট অশোক মৌর্য শাসনের প্রাদেশিক রাজধানী করেন- পুঁজনগর বা পুঁজবর্ধন</li> <li>• মহাজ্ঞানগড়ের নিদর্শন- শাহ সুলতান বলখীর (মাহী সাওয়ার) মাজার, ভাসু বিহার, পরগুরামের প্রাসাদ, গোবিন্দ ভিটা, জীয়ত কুণ্ড, খোদাই পাথর, বেহুলা লখিন্দরের বাসরঘর, ব্রাহ্মী শিলালিপি/মহাজ্ঞান ব্রাহ্মীলিপি, মিহির ভাইয়ার বাসা</li> </ul> </td></tr> </tbody> </table>	<b>পুণ্ড্র (Pundra)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• অবস্থান-বগুড়া, রাজশাহী, রংপুর ও দিনাজপুর</li> <li>• জড়িত নদী- করতোয়া</li> <li>• রাজধানী ছিল- পুঁজনগর/পুণ্ড্রবর্ধন (বর্তমান নাম মহাজ্ঞানগড়)</li> <li>• বিশেষত্ব-বাংলার সবচেয়ে প্রাচীন জনপদ (মৌর্যরা শাসন করে)</li> <li>• বাংলার প্রাচীনতম নগর- পুণ্ড্র নগর বা মহাজ্ঞানগড়</li> <li>• প্রাচীন কালে বাংলার সবচেয়ে সমৃদ্ধ জনপদ ছিল- পুঁজনগর</li> <li>• ১৮৭৯ সালে আলেকজান্দার কানিংহাম আবিক্ষার করেন- মহাজ্ঞানগড়</li> <li>• মৌর্য স্মার্ট অশোক মৌর্য শাসনের প্রাদেশিক রাজধানী করেন- পুঁজনগর বা পুঁজবর্ধন</li> <li>• মহাজ্ঞানগড়ের নিদর্শন- শাহ সুলতান বলখীর (মাহী সাওয়ার) মাজার, ভাসু বিহার, পরগুরামের প্রাসাদ, গোবিন্দ ভিটা, জীয়ত কুণ্ড, খোদাই পাথর, বেহুলা লখিন্দরের বাসরঘর, ব্রাহ্মী শিলালিপি/মহাজ্ঞান ব্রাহ্মীলিপি, মিহির ভাইয়ার বাসা</li> </ul>
<b>পুণ্ড্র (Pundra)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• অবস্থান-বগুড়া, রাজশাহী, রংপুর ও দিনাজপুর</li> <li>• জড়িত নদী- করতোয়া</li> <li>• রাজধানী ছিল- পুঁজনগর/পুণ্ড্রবর্ধন (বর্তমান নাম মহাজ্ঞানগড়)</li> <li>• বিশেষত্ব-বাংলার সবচেয়ে প্রাচীন জনপদ (মৌর্যরা শাসন করে)</li> <li>• বাংলার প্রাচীনতম নগর- পুণ্ড্র নগর বা মহাজ্ঞানগড়</li> <li>• প্রাচীন কালে বাংলার সবচেয়ে সমৃদ্ধ জনপদ ছিল- পুঁজনগর</li> <li>• ১৮৭৯ সালে আলেকজান্দার কানিংহাম আবিক্ষার করেন- মহাজ্ঞানগড়</li> <li>• মৌর্য স্মার্ট অশোক মৌর্য শাসনের প্রাদেশিক রাজধানী করেন- পুঁজনগর বা পুঁজবর্ধন</li> <li>• মহাজ্ঞানগড়ের নিদর্শন- শাহ সুলতান বলখীর (মাহী সাওয়ার) মাজার, ভাসু বিহার, পরগুরামের প্রাসাদ, গোবিন্দ ভিটা, জীয়ত কুণ্ড, খোদাই পাথর, বেহুলা লখিন্দরের বাসরঘর, ব্রাহ্মী শিলালিপি/মহাজ্ঞান ব্রাহ্মীলিপি, মিহির ভাইয়ার বাসা</li> </ul>		
<b>গৌতমবুদ্ধ</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ জন্ম- খ্রিস্টপূর্ব ৫৬৩ অব্দে নেপালের কপিলা বন্দের লুঁখিনিতে</li> <li>➤ বৌদ্ধ ধর্মের প্রবর্তক, লাইট অব এশিয়া বলা হয়</li> <li>➤ গ্রন্থ- ত্রিপিটক (পালি ভাষায় লেখা)</li> <li>➤ মৃত্যু-৮০ বছর বয়সে খ্রিস্টপূর্ব ৪৮৩ অব্দে নেপালের কাশীতে দেহত্যাগ করেন।</li> <li>➤ নির্বাণ লাভ যে ধর্মের সাথে সম্পর্কিত- বৌদ্ধ</li> </ul>			

**Mihir's GK Final Suggestion (বর্তমানে পূর্ণাঙ্গ প্রস্তরি জন্য সাম্প্রতিকসহ বাংলাদেশ, আজর্জাতিক, ভূগোল ও ICT)**

বঙ্গ (Vanga)	<ul style="list-style-type: none"> <li>অবছান- বৃহত্তর ঢাকা, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, বরিশাল অঞ্চল</li> <li>বিশেষ তথ্য: বাংলার সবচেয়ে বৃহত্তম জনপদ- বঙ্গ</li> </ul>	ইবনে বতৃতা	মরকো	১৩৪৫-৪৬	(বাংলায়) ফ্রিস্টার্ড মোবারক শাহ	কিতাবুল রেহলা
সমতট (Samatata)	<ul style="list-style-type: none"> <li>অবছান- বৃহত্তম কুমিল্লা ও নেয়াখালী</li> <li>রাজধানী ছিল- বড় কামতা (পূর্ব নাম- রোহিতগিরি)</li> <li>৭ম শতকে ইউরেন সাং এ জনপদ ভ্রমণ করেন।</li> </ul>					
হরিকেল (Harikela)	<ul style="list-style-type: none"> <li>অবছান- সিলেট, চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম</li> <li>বিশেষত্ব: ৪ সর্বপূর্ব দিকের জনপদ</li> </ul>					
বরেন্দ্র (Varendra)	<ul style="list-style-type: none"> <li>অবছান- উত্তরবঙ্গ (গঙ্গা ও করতোয়া নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চল)</li> <li>এ জনপদের নামে বাংলাদেশের ১ম জাদুঘর বরেন্দ্র রিসার্চ যাদুঘর ১৯১০ সালে রাজশাহীতে প্রতিষ্ঠা করা হয়।</li> </ul>					
গৌড় (Gour)	<ul style="list-style-type: none"> <li>অবছান- চাপাইনবাবগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ, মালদহ, বিহার উড়িষ্যা।</li> <li>রাজধানী ছিল: কর্ণসুবর্ণ (মুর্শিদাবাদ)</li> <li>বাংলাদেশের একমাত্র জেলা চাপাইনবাবগঞ্জ এ জনপদের অন্তর্ভুক্ত।</li> <li>গৌড়ের প্রথম ধারণা পাওয়া যায় প্রাচীন কালের বৈয়াক্রমিক- পাণিনির এছে।</li> </ul>					
রাঢ় (Radha)	<ul style="list-style-type: none"> <li>অবছান- ভাগীরথী নদীর পশ্চিমাংশীর</li> <li>অপর নাম ছিল- সূক্ষ্ম</li> <li>রাজধানী- কোটিবর্ষ। (বর্তমানে অবছান পশ্চিমবঙ্গের দান্ডন দিনাজপুর।)</li> </ul>					

**প্রাচীনতম নগরসমূহ (অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ)**

হালের নাম	বিশেষ তথ্য
পাহাড়পুর	<ul style="list-style-type: none"> <li>একক বৃহত্তম বৌদ্ধ বিহার।</li> <li>পূর্বনাম সোমপুর বিহার</li> <li>নির্মাতা - ধর্মপাল</li> <li>পাল যুগের বৌদ্ধ সভ্যতার নির্দর্শন।</li> <li>নওগাঁ জেলার আত্মাই নদীর তীরে অবস্থিত</li> </ul>
ময়নামতি	<ul style="list-style-type: none"> <li>দেশের ১ম প্রস্তরাবৃক্ত জাদুঘর (১৯৫৫)</li> <li>পূর্বনাম রোহিতগিরি</li> <li>বর্তমান শালবন বিহার নামে পরিচিত।</li> <li>নির্মাতা দেবপাল</li> <li>পাল যুগের দেব বংশীয় নির্দর্শন।</li> <li>কুমিল্লা জেলার কেটবাড়ীতে অবস্থিত।</li> </ul>

**বাংলায় ভ্রমণকারী বিদেশী পর্যটক**

নাম	দেশ	সময়	শাসক	এছ
মেগাহিন্স	গ্রীক দ্রৃত	ফ্রিস্টপূর্ব ৩০২	চন্দ্রগুণ মৌর্য	ইন্ডিকা
ফা হিয়েন	চোনা ১ম পর্যটক	৩৮০- ৪১৪ খ্রি.	২য় চন্দ্রগুণের	ফে কুয়ো কিং
হিউয়েন সাং	চোন (৭ম শতকে)	৬৩০-৬৪৪ খ্রি.	হর্ষবর্ধন	সিদ্ধি
মা হ্যান	চোন	১৪০৫- ১৪৩০খ্রি.	গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ	ইং ইয়াই শেংলান
ইবনে বতৃতা	মরকো	১৩৩৩ ফ্রিস্টার্ড	(ভারতে) মোহাম্মদ বিন তুফলক	কিতাবুল রেহলা

- ইতালির বিখ্যাত যে পর্যটক ইতালি থেকে চীনে আসেন- মার্কোপোলো
- ইংল্যান্ডের রালফ ফিচ বাংলায় আসেন- ২ বার (১৫৮৪ ও ১৫৮৮)
- গংজেন যার সহযোগী ছিলেন- মা হ্যানের

**প্রাচীন রাজবংশ**

**মৌর্য বংশ (ফ্রিস্টপূর্ব ৩২১ - ১৮৫)**

প্রতিষ্ঠাতা	চন্দ্রগুণ মৌর্য (বাংলার ১ম স্বাট)
শ্রেষ্ঠ শাসক	স্বাট অশোক
শেষ শাসক	বৃহদ্রথ
রাজধানী	পাটালীপুর

- প্রাচীন ভারতের প্রথম রাজবংশ- মৌর্য বংশ
- কৌনজের রাজা নদকে পরাজিত করে মৌর্য সন্মাজ প্রতিষ্ঠা করেন- চন্দ্রগুণ মৌর্য।
- ২৬১ ফ্রিস্টপূর্বে অদে কলিঙ্গ যুদ্ধের ভয়াবহতা দেখে বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেন- স্বাট অশোক।
- প্রাচীন ভারতে বৌদ্ধ ধর্মকে বিশু ধর্মে রূপান্তরিত করেন- স্বাট অশোক।
- বৌদ্ধ ধর্মের কনস্ট্যান্টাইন বলা হয়- স্বাট অশোককে।
- চন্দ্র গুণ মৌর্যের প্রধানমন্ত্রী ছিল- চাণক্য বা কৌটিল্য (তাঁর এছ- অর্থশাস্ত্র)
- তিক্রতের রাজার অনুরোধে বৌদ্ধ ধর্মকে দুর্বীভূত করতে সেখানে যান- মুসিলিঙ্গের অতীশ দীপৎকর (জন্ম- বজ্রযোগিনী গ্রামে)।
- পুত্র বর্ণ/মহায়ানগড়ের রাজধানী স্থাপন করেন- স্বাট অশোক।
- মৌর্য যুগের গুগ্চরদের বলা হতো- সংগ্রহা

**চাণক্য**

- জন্ম- ফ্রিস্টপূর্ব ৩৭০ অদে এবং মৃত্যু- ফ্রিস্টপূর্ব ২৮৩ অদে
- প্রাচীন ভারতীয় অফনাতিবিদ, দার্শনিক ও রাজ উপদেষ্টা হিসেবে পরিচিত- চাণক্য
- চাণক্যের উপাধি- কৌটিল্য বা বিষ্ণুগুণ
- রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিষয়ের বিখ্যাত এছ- অর্থশাস্ত্র (১৫ খণ্ডের বই), চাণক্যান্তি
- রাষ্ট্রবিজ্ঞানে পাঞ্জিতের জন্য ভারতের মেকিয়াভেলি বলা হয়- চাণক্যকে
- চাণক্য অর্থনীতি ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপনা করেছেন- তফশীলা বিদ্যবিদ্যালয়।
- উপদেষ্টা ছিলেন- চন্দ্রগুণ মৌর্য ও বিন্দুসার

**গুপ্ত বংশ**

প্রতিষ্ঠাতা	১ম চন্দ্রগুণ
শ্রেষ্ঠ শাসক	সমুদ্র গুপ্ত
শেষ শাসক	২য় চন্দ্রগুণ
রাজধানী	পাটালীপুর

- কাব্য চন্দনার জন্য কথিরাজ উপাধি পান- সমুদ্রগুণ
- প্রাচীন ভারতের নেপোলিয়ন বলা হয়- সমুদ্রগুণকে
- চীনা ১ম পর্যটক ফা হিয়েন যার শাসনামলে বাংলাতে আসেন- ২য় চন্দ্রগুণের সময়
- ২য় চন্দ্রগুণের উপাধি- বিক্রমাদিত্য, বীরবিক্রম, সিংহবীর।
- গুপ্ত যুগের বিখ্যাত কবি “কালিদাসের” মহাকাব্য হলো- মেঘদূত।
- প্রাচীনকালে সাহিত্যের পৰ্যবেগ বলা হয়- গুপ্ত যুগে।
- চতুরঙ্গ বা দাবা খেলার প্রচলন হয়- গুপ্ত যুগে।
- গুপ্ত যুগের গুণী ব্যক্তি ও প্রতিভাবানদের প্রধান ৯ জনকে বলা হতো- নবরত্ন।
- কালীদাস, অমর সিংহ, বরাহ মিহির বিখ্যাত সাহিত্যিক ছিলেন- গুপ্তযুগের
- সংক্ষিত ভাষার শ্রেষ্ঠ কবি ও নাট্যকার ছিলেন- মহাকবি কালিদাস

## Mihir's GK Final Suggestion (বছর সময়ে পূর্ণাঙ্গ প্রস্তুতির জন্য সাম্প্রতিকসহ বাংলাদেশ, আজ্ঞানাতিক, ভূগোল ও ICT)

- অভিজ্ঞান শক্তির নাটক, রঘু বংশ ও কুমার সম্বর মহাকাব্য রচনা করেন- কালিদাস
- সংকৃত কবি, ব্যাকরণবিদ এবং প্রাচীন ভারতের শ্রেষ্ঠ অভিধান প্রণেতা- অমরসিংহ
- বিখ্যাত অভিধান 'অমরকোষ' এর লেখক- অমরসিংহ
- বরাহ মিহিরের প্রাচীন কালে বিখ্যাত ছিলেন- জ্যোতিরিবিদ
- বরাহ মিহিরের বিখ্যাত গ্রন্থ- বৃহৎ সংহিতা
- ভারত বর্ষের শুঙ্গ যুগের ভাস্কর্যকে বলা হতো- ক্রগদী
- রাজা কনিষ্ঠ যে বংশের শাসক ছিলেন- কৃষ্ণ
- উষ্ণধী ব্যবহাৰ আয়ুৰ্বেদ বিষয়ক 'চৰক সংহিতা' গ্রন্থের লেখক- চৰক
- কুষাণ সন্মাট প্রথম কনিষ্ঠের আয়ুৰ্বেদ চিকিৎসক ছিলেন- চৰক

### গৌড় রাজ্য

- গৌড় বংশের শক্তিশালী ও স্বাধীন রাজা - শশাক ।
- বাল্লার প্রথম স্বাধীন রাজা বা সন্মুক্ত- শশাক
- স্বাধীন গৌড় রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা - শশাক (৬০৬-৬৩৭ খ্রিঃ) ।
- শশাকের উপাধি - মহাসামান্ত, রাজাধিরাজ, গৌড়েশ্বর, গৌড়রাজ ।
- শশাকের রাজধানী ছিল- কর্ণসুবৰ্ণ (মুর্শিদাবাদ) ।
- শশাকের মৃত্যুর পর বাল্লায় দেখা দেয়- মাস্যন্যায় ।
- বঙ্গাদ চালু করেন - শশাক (৫৯৩ খ্রিস্টাব্দে) ।
- শশাক ও মাস্যন্যায় সম্পর্কে গ্রন্থ লিখেন- তিক্রাতীয় লেখক লামা তারানাথ
- গৌড়ের কথা প্রথম পাওয়া যায়- ইতিহাসবিদ ও বৈয়াকরণিক পাণিনির গ্রন্থে
- শুঙ্গ রাজাদের অধীনে বড় কোন অঞ্চলের শাসন কর্তাকে বলা হতো- মহাসামান্ত
- শশাক ছিলেন শুঙ্গ রাজা মহা সেন গুণের - একজন সামন্ত

### মাস্যন্যায় (৬৩৭-৭৫০ খ্রিঃ)

- অর্ধ- আইনশূলীর অবনতি, অরাজকতাপূর্ণ অবস্থা, বিশৃঙ্খলতা ।
- সময়কাল- ৭ম-৮ম শতক (প্রায় ১০০ বছর) ।
- মাস্যন্যায়ের সূচনা হয় - শশাকের মৃত্যুর পর ।
- অবসান ঘটে- রাজা গোপালের পাল বংশের প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ।
- মাস্যন্যায় ঘটে- তদ্রিপুর শাসনামলে

### হর্ষবর্ধন

- সিংহসনে আরোহন করেন - ৬০৬ খ্রিঃ (শশাকের সমসাময়িক শাসক ছিলেন), রাজধানী ছিল- কনৌজে
- হর্ষবর্ধনের সভাকবি - বানভট্ট
- হর্ষবর্ধনের জীবনীমূলক গ্রন্থ 'হর্ষচরিত' এর লেখক- বানভট্ট
- পৃথিবীর সবচেয়ে প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয়- নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের, বিহার
- ৭ম শতকের নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বধ্যক্ষের পদ অলংকৃত করেন - শীলভদ্র, তাঁর ছাত্র ছিলেন - চীনের পরিদ্রাজক হিউয়েন সাং ।

### পাল বংশ

প্রতিষ্ঠাতা	রাজা গোপাল (৭৫০ খ্�রিস্টাব্দ)
শ্রেষ্ঠ শাসক	ধর্মপাল
শেষ শাসক	মদন পাল

- বাংলা সাহিত্যের আদি নির্দশন 'চর্যাপদ' রচিত হয়- পাল আমলে ।
- পাল রাজারা ছিল- দেশীয় শাসক (ধর্ম ছিল- বৌদ্ধ) ।
- বাংলার দীর্ঘায়ী ও বংশানুক্রমিক শাসন প্রতিষ্ঠা করেন - পাল রাজারা (প্রায় চারশত বছর) ।
- নওগাঁ জেলার পাহাড়পুরের সোমপুর বিহারের প্রতিষ্ঠাতা - ধর্মপাল ।
- দিমাজপুরে "রামসাগর দিঘি" খনন করেন - রামপাল ।
- রামপালের আত্মজীবনীমূলক ইতিহাস গ্রন্থ- রামচরিত (লেখক সন্ধ্যাকর নন্দী)

*Note:* শেষ শাসক মদন পাল না থাকলে দিবো- রাম পাল

### সেন বংশ

প্রতিষ্ঠাতা	হেমন্ত সেন
শ্রেষ্ঠ শাসক	বিজয় সেন
শেষ শাসক	লক্ষণ সেন (উপাধি- গৌড়েশ্বর)
লক্ষণ সেনের রাজধানী ছিল	নদীয়া বা নবদ্বীপ

- কোলিনা প্রথার প্রচলন করেন- বল্লাল সেন ।
- ঢাকেশ্বরী মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা- বল্লাল সেন ।
- সেনদের ধর্ম ছিল- হিন্দু ধর্ম
- সেনরা আসেন- দক্ষিণ ভারতের কর্ণাটক থেকে
- দানসাগর, অচ্ছত সাগর রচনা করেন - বল্লাল সেন
- দানসাগর, অচ্ছত সাগর সমাপ্ত করেন- লক্ষণ সেন

*Note:* ১২০৪ সালে লক্ষণ সেন বখতিয়ার খিলজির নিকট প্রাপ্তি প্রাপ্তি হলে পালায়ে বিক্রমপুরে

আশ্রয় নেয় এবং এখানে কিছু দিন শাসন করেন ।

সর্বশেষ ১২৩০ সাল পর্যন্ত কেশব সেন শাসন করেন । তবে

ইতিহাসবিদদের মতে সীকৃত শেষ শাসক লক্ষণ সেন ।

### বিডিন গ্রন্থ ও ধর্ম গ্রন্থ

ইসলাম ধর্ম গ্রন্থ	আল-কুরআন
আর্যদের আদি ধর্ম	বেদ
হিন্দু	বেদ, রামায়ণ ও মহাভারত
আল বেরন্মী	কিতাবুল হিন্দ
কলহন	রাজতরামনী
আবুল ফজল	আইন-ই-আকবরী
বৌদ্ধ ধর্ম গ্রন্থ	ত্রিপিটক
ব্রিস্টান ধর্ম গ্রন্থ	বাইবেল
ফেরদৌসি	শাহানামা
বাল্যকী	রামায়ণ
মিনহাজ উস সিরাজ	তবকাত-ই-নাসিরী
গোলাম হোসেন সালিম	বিয়জ আস সালাতিন (গ্রাহিত গ্রন্থ)

### মুসলিম শাসন

- ভারতবর্ষে মুসলিম শাসন আসে মুহাম্মদ বিন কাসিমের নেতৃত্বে- ৭১২ খ্রিস্টাব্দে
- মুহাম্মদ বিন কাসিম আক্রমণ করেন- মুলতান ও সিন্ধু
- এ সময় সিন্ধু ও মুলতানের শাসক ছিল- রাজা দাহির
- ইরাকের গভর্নর হজারাজ বিন ইউসুফের জামাতা ছিল- মুহাম্মদ বিন কাসিম
- সুলতান মাহমুদ ১০০০ থেকে ১০২৭ সাল পর্যন্ত- মোট ১৭ বার ভারত বর্ষ আক্রমণ করেন ।
- সুলতান মাহমুদ গুজরাটের সোমনাথ মন্দির ধ্বন্দে করেন- ১০২৬ সালে
- সুলতান মাহমুদ ভারত বর্ষ আক্রমণ করে- ধন-সম্পদ লুট করেছেন কিন্তু মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা করেননি ।
- মুসলিম বীর "তারিক বিন জিয়দ" স্পেনের রাজা রডারিক-কে প্রাপ্তি করে স্পেন জয় করেন- ৭১২ সালে
- ১১১১ সালে ১ম তরাইনের যুদ্ধ হয়- মুহাম্মদ ঘুরি ও পৃষ্ঠী রাজের মধ্যে । এ যুদ্ধে প্রাপ্তি হয়- মুহাম্মদ ঘুরি ।
- ১১১২ সালে ২য় তরাইনের যুদ্ধে মুহাম্মদ ঘুরি পৃষ্ঠী রাজকে প্রাপ্তি করে- ভারতে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা করেন ।
- বাংলায় মুসলিম শাসন আসে বখতিয়ার খলজীর হাত ধরে- ১২০৪
- সেন বংশের শেষ শাসক লক্ষণ সেনকে প্রাপ্তি করে মুসলিম সদ্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন- বখতিয়ার খিলজি

### দিল্লীর স্বাধীন সুলতানী শাসন (সালতানাত)

দিল্লীর স্বাধীন সালতানাত প্রতিষ্ঠিত হয়	১২০৬ সালে
দিল্লীর স্বাধীন সালতানাতের পতন ঘটে	১৫২৬ সালে
দিল্লীর স্বাধীন সালতানাত টিকেছিল	মোট ৩২০ বছর
প্রতিষ্ঠাতা	কুতুবউদ্দিন আইবেক
প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা	ইব্রাহিম
একমাত্র মহিলা সুলতান	সুলতানা রাজিয়া
শেষ শাসক	ইব্রাহিম লোদী
রাজধানী	দিল্লী

- > ১৫২৬ সালে প্রথম পানি পথের যুক্তে লোদী বংশের শেষ শাসক ইব্রাহিম লোদী পরাজিত হলে – বাবর মুঘল সম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন
- > দাম বংশের প্রতিষ্ঠাতা- কুতুবউদ্দিন আইবেক
- > দিল্লীর কুতুব খিলার নির্মাণ করেন- কুতুবউদ্দিন আইবেক
- > দিল্লীর লাখ বজ্র বলা হয়- কুতুবউদ্দিন আইবেকে
- > দ্রব্যমূল্যের মৃত্যু নির্ধারণ করেন- আলাউদ্দিন খিলজি

### বাংলার স্বাধীন সুলতানী শাসন

বাংলার স্বাধীন সুলতানী শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়	১৩৩৮ সালে
বাংলার স্বাধীন সুলতানী শাসনের পতন ঘটে	১৫৩৮ সালে
বাংলার স্বাধীন সুলতানী শাসন টিকে ছিল	মোট ২০০ বছর
প্রতিষ্ঠাতা	ফখরুদ্দিন মোবারক শাহ
প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা	শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ
শ্রেষ্ঠ শাসক	আলাউদ্দিন হোসেন শাহ
শেষ শাসক	গিয়াসউদ্দিন মাহমুদ শাহ
রাজধানী	সোনারগাঁও ও গোড়

- > বাংলার সবগুলো জনপদকে একত্রিত করে 'বাঙ্গালাহ' নাম দেন- শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ
- > শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ এর উপাধি- শাহ-এ- বাঙ্গাল
- > 'ইলিয়াস শাহী' বংশের প্রতিষ্ঠাতা- শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ
- > 'হোসেন শাহী' বংশের প্রতিষ্ঠাতা- আলাউদ্দিন হোসেন শাহ (১৪৯৮-১৫১৯)
- > সুলতানী শাসনামলে যার শাসনকালকে 'ঘৰ্য্যুগ' বলা হয়েছে - আলাউদ্দিন হোসেন শাহ
- > বাংলার আকবর বলা হয় - আলাউদ্দিন হোসেন শাহকে
- > পারস্যের কবি হাফিজের সাথে পত্র আদান প্রদান করেন- গিয়াসউদ্দিন আয়ম শাহকে

### পানি পথের যুক্ত

- > এ পর্যন্ত পানি পথের যুক্ত হয়- ৩ টি।
- > পানিপথ নামক ছানটি অবস্থিত - ভারতের হরিয়ানা প্রদেশে যমুনা নদীর তীরে, পানিপথ- একটি গ্রামের নাম

যুক্ত	সাল	পক্ষ-বিপক্ষ	ফলাফল
১ম যুক্ত	১৫২৬	বাবর- ইব্রাহিম লোদী (জয়ী- বাবর)	ভারতবর্ষে মুঘল সম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা, প্রথম কামানের ব্যবহার করেন বাবর
২য় যুক্ত	১৫৫৬	বৈরাম খা-হিমু (জয়ী- বৈরাম খা)	দিল্লী উঞ্চার
৩য় যুক্ত	১৭৬১	আবদালী ও মারাঠা (জয়ী- মুসলিম মারাঠা)	বাংলার মুসলিম সম্রাজ্য বিস্তার

- > পানি পথের তৃতীয় যুক্তের উপর লিখিত নাটক - রাত্নক প্রান্তর (মুনীর চৌধুরী)।
- > পানি পথের তৃতীয় যুক্তের উপর লিখিত মহাকাব্য- মহাশশ্রান্ন (কায়কোবাদ)।

### মুঘল শাসন (১৫২৬-১৮৫৭)

- > ভারতবর্ষে মুঘল সম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম শাসক- জহিরউদ্দিন মোহাম্মদ বাবর। (১৫২৬ সালে পানি পথের প্রথম যুক্তের মাধ্যমে মুঘল সম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন- ভারতবর্ষে)
- > বাংলায় মুঘল শাসনের প্রতিষ্ঠাতা- সন্দ্রাট আকবর (১৫৭৬ সালে রাজমহলের যুক্তে দাউদ খান কররানীকে পরাজিত করে মুঘল শাসন প্রতিষ্ঠা করেন- বাংলায়)
- > মুঘল বংশের শেষ শাসক- ২য় বাহাদুর শাহ (১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহকে সমর্থন করায় মুঘল বংশের পতন হয়)।
- > মুঘল আমলে বাংলার নাম ছিল- সুবা-ই-বাঙালা
- > মুঘল বংশের মোট শাসক ছিল- ১৭ জন
- > দক্ষ শাসক ছিল- ৬ জন
- > যনে রাখার টেকনিক- বাবর হইল আবার জুর সারিল উষ্ণধে।
  - বাবর = বাবর (যে মুঘল সন্দ্রাট নিজের আজাজীবনী নিজেই লিখেন)
  - হইল = হুমায়ন (বাংলাকে জাম্মাতাবাদ ঘোষণা করেন)
  - আবার = আকবর (মুঘল বংশের শ্রেষ্ঠ শাসক)
  - জুর = জাহাঙ্গীর (তার সুবেদার ইসলাম খাঁ ১৬১০ সালে ঢাকাকে প্রথম রাজধানী করেন)
  - সারিল = শাহজাহান (Prince of Builders বলা হয়)
  - উষ্ণধে = আওরঙ্গজেব (জিনাপীর বলা হয়)

### দক্ষ মুঘল শাসক ৬ জন

#### জহির উদ্দিন মুহাম্মদ বাবর

- > জন্ম : ১৪৮৩ সালে আফগানিস্তানের ফারগনায়
- > শাসনকাল- (১৫২৬-৩০ খ্রি)।
- > ভারতের উত্তর প্রদেশের অযোধ্যায় বাবরী মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেন- ১৫২৮ সালে। উত্তরাদী হিন্দুরা ১৯৯২ সালে ৬ ডিসেম্বর এই মসজিদটি ধ্বংস করে।
- > সমাধি- কাবুলে (আফগানিস্তান)।
- > আজাজীবনী- তুযুক ই বাবর বা বাবরনামা (তুর্কিভাষায় লেখা)
- নাসিরুদ্দিন মুহাম্মদ হুমায়ুন
- > ডাকনাম- নাসিরুদ্দিন।
- > শাসনকাল- ১ম (১৫৩০- ৮০ খ্রি), ২য় (১৫৫৫-৫৬খ্রি)
- > গৃহাগরের সিডি থেকে পড়ে মারা যান।
- > ১৫৩৮ সালে মৌড় তথা বাংলাকে ঘোষণা করেন - "জাম্মাতাবাদ" \*\*\*
- > সমাধি- দিল্লী (ভারত)।

#### জালালুদ্দিন মুহাম্মদ আকবর

- > ভারতবর্ষে দীর্ঘ সময় ৪৯ বছর শাসন করে, তার সময়ে সবচেয়ে বেশি সম্রাজ্য বিস্তার লাভ করে।
- > ডাক নাম- জালালুদ্দিন।
- > শাসনকাল- (১৫৫৬-১৬০৫খ্রি)।
- > সমাধি- সেকেন্দ্রায় (ভারত)।\*\*\*
- > মৃত্যু বরণ করেন- ১৬০৫ সালে

#### নুরুল্লাহ মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর

- > ডাকনাম- সেলিম।
- > শাসনকাল- (১৬০৫-২৭ খ্রি)।
- > জী ছিল- মেহেরেন্দেস বা নূর জাহান বেগম।
- > বারো ভূইয়াদের পতন ঘটান এবং ইংরেজদের বাগিজ্য কুঠির নির্মাণের অনুমতি দেন - জাহাঙ্গীর।\*\*\*
- > আজাজীবনীমূলক গ্রন্থ- তুযুক ই-জাহাঙ্গীর
- > সমাধি লাহোর, পাকিস্তান

## Mihir's GK Final Suggestion (বছর সময়ে পূর্ণাঙ্গ প্রস্তুতির জন্য সাম্প্রতিকসহ বাংলাদেশ, আজর্জাতিক, ভূগোল ও ICT)

স্মার্ট শাহজাহান	
>	পুরোনাম- শাহবুদ্দিন মুহাম্মদ খুররাম
>	ডাক নাম- শেখুবাবা/শাহজাহান
>	শাসনকাল- (১৬২৭-১৬৫৮)
>	১৭৩৯ সালে পারস্যের “নাদির শাহ” মৃত্যুর সিংহাসন লুণ্ঠন করেন
>	তার চার পুত্র- খুররাম (আওরঙ্গজেব), শাহরিয়ার, দারাশিকো, শাহ সুজা
>	সমাধি- আগ্রা, উত্তরপ্রদেশ, ভারত
আওরঙ্গজেব	
>	জীবন কাল ছিল- ১৬৫৮-১৭০৭
>	উপাধি- আলমগীর শাহ গাজী
>	ডাক নাম ছিল- আলমগীর
>	সমাধি- খুলতাবাদ, মহারাষ্ট্র, ভারত
>	তিনি অত্যন্ত দীনবাদী ও ধার্মিক ছিলেন
>	মুগল বংশের যষ্ঠ শাসক ছিলেন
>	কুচবিহারের নামকরণ করা হয়- আলমগীরনগর
>	জিজিয়া কর পুনর্জুলিপন করেন

### আকবরের উল্লেখযোগ্য কর্ম

- > বাংলা সনের প্রবর্তন, নববর্তের প্রচলন, পহেলা বৈশাখের সূচনা
- > ‘মানসবদারি’ প্রথার প্রচলন ও ফতেহপুর সিক্রি নির্মাণ করেন।
- > ‘জিজিয়া কর’ ও ‘তীর্থকরণ’ রাহিতকরণ করেন।
- > পাঞ্চাবের ‘অমৃতসর স্বর্ণমন্দির’ নির্মাণ, জালালী সন প্রচলন করেন।
- > ‘বীন-ই-ইলাহী’ নতুন ধর্মের প্রচলন, ফসলী সনের সাথে সম্পর্কিত।

### আকবরের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ

আবুল ফজল	স্মার্ট আকবরের সভাকবি
তানসেন	রাজসভার গায়ক
টোডরমল	রাজব মন্ত্রী/অর্থমন্ত্রী
বীরবল	কৌতুককার

### শাহজাহানের উল্লেখযোগ্য কর্ম

- > আমমহল, খাস মহল, শীষ মহল, তাজমহল, মৃত্যুর সিংহাসন নির্মাণ করেন।
- > দিল্লির জামে মসজিদ, দিল্লির লাল কেন্দ্র নির্মাণ করেন।
- > সালিমার উদ্যান নির্মাণ করেন।

### সর্বশেষ মুঘল স্মার্ট ২য় বাহাদুর শাহ

- > সিপাহী বিদ্রোহকে সমর্পন করায় তাকে নির্বাসন দেওয়া হয়- রেঙ্গুনে (মিয়ানমার)।
- > রেঙ্গুনের বর্তমান নাম- ইয়াঙ্গু
- > মৃত্যু- ১৮৬২ সালে ৮৭ বছর বয়সে। সমাধি- রেঙ্গুনে (মিয়ানমার)।
- > সিপাহী বিদ্রোহের সাথে স্মৃতি বিজড়িত ছান- বাহাদুর শাহ পার্ক।

**Note:** ১৮৫৮ সালে ঢাকার নবাব আব্দুল গনী রানী ভিক্টোরিয়া সরাসরি ১৮৫৮ সালে ভারত বর্ষের দায়িত্ব হারেন করলে তার স্বরণে ভিক্টোরিয়া পার্ক নির্মাণ করেন। পরবর্তী ১৯৫৭ সালে ভিক্টোরিয়া পার্কের নাম পরিবর্তন করে নামকরণ করা হয় বাহাদুর শাহ পার্ক।

### আগ্রার তাজমহল

- > অবস্থিত- ভারতের উত্তর প্রদেশে, আগ্রা
- > যে নদীর তীরে- যমুনা, অপর নাম- মমতাজ মহল
- > নির্মাণ কাল- ১৬৩২-১৬৫৩ (সপ্তদশ শতক)
- > নির্মাণ শৰ্ম- ২০ হাজার শ্রমিক ২২ বছরে নির্মাণ করেন
- > ইপতি- ওজাদ আহমেদ লাহোরি

- > ইউনেস্কো কর্তৃক বিশ্ব ঐতিহ্য ঘোষণা করা হয়- ১৯৮৩ সালে (২৫২ তম)
- > বিশ্বের সপ্তম আশ্চর্যের অন্যতম অংশ- তাজমহল
- প্রেক্ষাপট: শাহজাহানের দ্বিতীয় ত্রৈ আরজুমান্দ বেগম যিনি মমতাজ নামে পরিচিত। তিনি ১৬৩১ সালে চতুর্দশ কন্যা সন্তান গৌহর বেগমকে জন্ম দিতে গিয়ে মৃত্যুবরণ করেন। শাহজাহান মমতাজের স্মৃতিকে ধরে রাখতেই এটি নির্মাণ করেন।

### বাংলায় ও দিল্লিতে মুঘল ছাপত্য

ইপতি	ঢাপত্যকর্ম
শায়েস্তা খান	লালবাগ কেন্দ্রা, ছোট কাটরা, সাত গম্বুজ মসজিদ,
	বিনত বিবির মসজিদ
শেরশাহ	আফগান দুর্গ, ইন্দ্রাকপুর দুর্গ
শাহজাহান	দিল্লী লাল কেন্দ্র, তাজমহল, মৃত্যুর সিংহাসন,
	সালিমার উদ্যান, আমমহল, খাসমহল
শাহজাদা সুজা	বড় কাটরা
মীর জুমলা	ঢাকা গেট
তারা মসজিদ	মীর্জা গোলামপীর
হোসনি দালান বা	মীর মুরাদ (১৭ শতকে ঢাকার বকশি বাজারে নির্মিত
ইমাম বাড়া	শিয়া ধর্মাবলাদীদের উপাসনালয় ও কবরছানা)

### বাংলায় সুবাদারী শাসন

বাংলার সুবেদার	উল্লেখযোগ্য কর্ম
মানসিংহ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• মানসিংহ আকবরের সুবেদার ছিলেন।</li> <li>• বারো ভূইয়াদের সাথে যুদ্ধ করেন।</li> <li>• বারো ভূইয়াদের দমন করতে ব্যর্থ হন।</li> </ul>
ইসলাম খান	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ইসলাম খান স্মার্ট জাহাঙ্গীরের সুবেদার ছিলেন।</li> <li>• বারো ভূইয়াদের দমন করেন।</li> <li>• ঢাকারে প্রথম রাজধানী করেন (১৬১০)।</li> <li>• ঢাকার নামকরণ করেন জাহাঙ্গীরনগর।</li> <li>• খোলাইখাল খনন করেন।</li> <li>• নৌকা বাইচের প্রচলন করেন।</li> </ul>
শাহ সুজা	<ul style="list-style-type: none"> <li>• শাহ সুজা স্মার্ট শাহজাহানের সুবেদার ছিলেন।</li> <li>• স্মার্ট শাহজাহান ও মমতাজের পুত্র ছিলেন।</li> <li>• বিনা শুকে ইংরেজদের অবাধ বাণিজ্য সুবিধা দেন।</li> <li>• ঢাকার চকবাজারে বড় কাটরা নির্মাণ করেন।</li> </ul>
মীর জুমলা (১৬৬০-৬৩)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• মীর জুমলা স্মার্ট আওরঙ্গজেবের সুবেদার ছিলেন।</li> <li>• ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অবস্থিত ঢাকা গেট নির্মাণ করেন।</li> <li>• ১৬৬০ সালে আসাম যুদ্ধ করেন শাহ সুজার সাথে।</li> <li>• ওসমানী উদ্যানে সংরক্ষিত কামানটি আসাম যুক্তে ব্যবহার করেন।</li> <li>• মুসিগঞ্জের ইন্দ্রাকপুর দুর্গ নির্মাণ করেন।</li> </ul>
শায়েস্তা খান (১৬৬৪-১৬৮৮)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• শায়েস্তা খান ছিলেন আওরঙ্গজেবের মামা ও সুবেদার।</li> <li>• চট্টগ্রাম ও সন্দীপ দখল করেন।</li> <li>• চট্টগ্রামের নাম রাখেন “ইসলামাবাদ”</li> <li>• পত্রুগিজ জলদস্যুদের বিপত্তি করেন।</li> <li>• “লালবাগের কেন্দ্র” নির্মাণ করেন।</li> <li>• চকবাজারে ছোট কাটরা ও চক মসজিদ নির্মাণ করেন।</li> <li>• ঢাকা মোহাম্মদপুরে সাত গম্বুজ মসজিদ নির্মাণ করেন।</li> <li>• মীর্জা আবু তালিব ইতিহাসে ‘শায়েস্তা খান’ নামে পরিচিত</li> <li>• বাংলায় ঢাপত্য শিল্পের বিকাশ ঘটে শায়েস্তা খানের সময়।</li> <li>• ঢাকায় ৮ মণি চাল পাওয়া যেত শায়েস্তা খানের সময়।</li> <li>• ঢাকার নারিদায় বিনত বিবির মসজিদ নির্মাণ করেন।</li> </ul>

## Mihir's GK Final Suggestion (বছর সময়ে পূর্ণাঙ্গ প্রস্তুতির জন্য সাম্প্রতিকসহ বাংলাদেশ, আজর্জাতিক, ভূগোল ও ICT)

১. প্রাদেশিক হাইকোর্টসহ নির্বাচনে প্রধান নির্বাচন করিষ্যান।	২. কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা।
৩. মুদ্রা ও অর্থ বিষয়ক ক্ষমতা।	৪. রাজীব ও শক্ত বিষয়ক ক্ষমতা।
৫. বৈদেশিক বাধিয় বিষয়ক ক্ষমতা।	৬. আধা মিলিশিয়া বাহিনী গঠনের ক্ষমতা।

### আগরতলা ঘড়িযন্ত্র মামলা- ১৯৬৮ সাল

- মামলা দায়ের- ৩ জানুয়ারি, ১৯৬৮।
- মামলার শিরোনাম- রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিব এবং অন্যান্য।
- মোট আসামি- ৩৫ জন (প্রধান আসামি- শেখ মুজিবুর রহমান)।
- শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেফার- ১৭ জানুয়ারি, ১৯৬৮ সাল (বঙ্গবন্ধুর অসমান্ত আজীবনী অনুযায়ী)
- মামলা ফাঁস করে দেয়- আমির হোসেন।
- মামলা বিচার কাজ শুরু হয়- ১৯ জুন ১৯৬৮ সালে ঢাকা সেনানিবাসে।
- মামলার প্রধান বিচারক ছিলেন- এস এ রহমান।
- শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষে মামলা পরিচালনা করেন- স্যার টমাস উইলিয়াম।
- মামলার সাথে জড়িত স্তুতিবিজড়িত জাদুঘর- 'বঙ্গবন্ধু জাদুঘর'
- 'বঙ্গবন্ধু জাদুঘর' অবস্থিত- ঢাকা সেনানিবাসে।

### গণঅভ্যর্থনা- ১৯৬৯ সাল

- ১৯৬৮ সালের নভেম্বরে ছাত্র অসংগোষ্ঠকে কেন্দ্র করে পাকিস্তানের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলনের সূর্যপাত হয়।
- ১৯৬৮ সালে "ঘোড়াও আন্দোলন কার্মসূচি" ঘোষণা করেন- মাজলানা আন্দুল হামিদ খান ভাসানী।
- ১৯৬৯ সালের ৪ জানুয়ারি সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ বা Students Action Committee (SAC) পেশ করে- ১১ দফা।
- ১৯৬৯ সালের ৮ জানুয়ারি গণতন্ত্র পতিষ্ঠার পক্ষে রাজনৈতিক এক পেশাজীবীরা Democratic Action Committee (DAC) গঠন করে দাবী পেশ করে- ৮ দফা।
- জড়িত শুরুত্বপূর্ণ ৪জন ব্যক্তি।
- আসাদ- (১৯৬৯ সালে ২০ জানুয়ারি ঢাবির ইতিহাসের ছাত্র আসাদকে হত্যা করা হয়), ২০ জানুয়ারি শহীদ আসাদ দিবস।
- মতিউর রহমান- (১৯৬৯ সালে ২৪ জানুয়ারি নবকুমার ইনসিটিউটের নবম শ্রেণির ছাত্রকে হত্যা করা হয়।)
- সার্জেন্ট জহরুল হক- ১৯৬৯ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি মামলার ১৭তম আসামী সার্জেন্ট জহরুল হককে ঢাকা সেনানিবাসে হত্যা করা হয়।
- ড.শামসুজ্জাহা- ১৯৬৯ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের শিক্ষককে হত্যা করা হয়।
- আগরতলা ঘড়িযন্ত্র মামলা প্রত্যাহার- ২২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৯ সালে।
- আগরতলা মামলা প্রত্যাহার দিবস- ২২ ফেব্রুয়ারি।
- শেখ মুজিবুর রহমানকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধি দেওয়া হয়- ২৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৯; রেসকোর্স ময়দানে (ছাত্র নেতা তোফায়েল আহমেদ কর্তৃক)
- গণঅভ্যর্থনার উপরে লিখিত উপন্যাস - 'চিলেকোঠার সেপাই', লেখক- আখতারুজ্জামান ইলিয়াস।
- গণঅভ্যর্থনার সাথে জড়িত কবিতা- 'আসাদের শার্ট' (শামসুর রাহমান)।
- আসাদ গেট পূর্ব নাম ছিল- আইয়ুব গেট যা গণ অভ্যর্থনার সাথে জড়িত।
- রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে অবস্থিত ড. শামসুজ্জাহার প্রতিক্রিতি- স্কুলিঙ্স
- স্কুলিঙ্স ভাস্কেটের হ্যাপ্টি- কনক কুমার পাঠক
- বাংলাদেশের প্রথম শহীদ বুদ্ধিজীবী-ড. শামসুজ্জাহা

### সাধারণ নির্বাচন- ১৯৭০

- ১৯৭০ এর নির্বাচনে প্রধান নির্বাচন কমিশনার ছিলেন- আন্দুস সাত্তার
  - আওয়ামী লীগ ও পিপিপি (পাকিস্তান পিপলস পার্টি মধ্যে হয়)
- | নির্বাচন           | তারিখ               | আসন   | আওয়ামী লীগ পার্টি                                 |
|--------------------|---------------------|---|--|
| জাতীয় পরিষদ       | ৭ ডিসেম্বর<br>১৯৭০  | মোট আসন ১৬৯<br>নির্বাচিত ১৬২ +<br>সংরক্ষিত ৭টি  | ১৬৭টি (নির্বাচিত<br>আসন ১৬০টি এবং<br>সংরক্ষিত ৭টি) |
| প্রাদেশিক<br>পরিষদ | ১৭ ডিসেম্বর<br>১৯৭০ | মোট আসন ৩১০<br>নির্বাচিত ৩০০ +<br>সংরক্ষিত ১০টি | ২৯৮টি (নির্বাচিত<br>২৮৮ এবং সংরক্ষিত<br>১০টি)      |
- নির্বাচনে আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন নিয়ে জয়লাভ করে শপথ নেয়- ৩ জানুয়ারি ১৯৭১ সালে। (রেসকোর্স ময়দানে)

### মহান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস

#### অসহযোগ আন্দোলন

- ইয়াকিন্স খান বেতার বার্তায় অধিবেশন হাস্তিত ঘোষণা করে- ১ মার্চ, ১৯৭১
- পূর্ব নির্ধারিত সময় অনুযায়ী অধিবেশন হওয়ার কথা ছিল- ৩ মার্চ, ১৯৭১
- বঙ্গবন্ধু ঢাকাতে হরতাল ডাকেন- ২ মার্চ, ১৯৭১
- বঙ্গবন্ধু অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন- ২ মার্চ ১৯৭১
- অসহযোগ আন্দোলন পালিত হয়- ৩ মার্চ থেকে ২৫ মার্চ ১৯৭১
- পাকিস্তান থেকে চট্টগ্রাম বন্দরে অ্যাসান- ৩ মার্চ ১৯৭১

#### ঝাবীনতার ইশতেহার

- ইশতেহার পাঠের আয়োজন করা হয়- ৩ মার্চ ১৯৭১ পল্টন ময়দানে
- আয়োজন করে- ঝাবীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ
- ঝাবীনতার ইশতেহার পাঠ করেন- বঙ্গবন্ধুর চার স্তীর্ঘ

ব্যক্তি	পদের অধিকারী
নূরে আলম সিদ্দিকী	ছাত্র লীগের সভাপতি
শাহজাহান সিরাজ	ছাত্র লীগের সাধারণ সম্পাদক
আ.স.ম আন্দুল রব	ডাকসুর সহ সভাপতি
আন্দুল কুন্দুস মাখন	ডাকসুর সাধারণ সম্পাদক

- জাতীয় সঙ্গীতের সাথে প্রথম জাতীয় পতাকা উত্তোলন হয়- পল্টন ময়দানে
- জাতীয় সঙ্গীতের সাথে প্রথম জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন- শাহজাহান সিরাজ

#### বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ

- সময়- ৭ মার্চ, ১৯৭১, রবিবার বিকাল ৩টা ২০ মিনিট
- শহীন- রেসকোর্স ময়দান (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান)
- মোট সময়- ২৩ মিনিট বিষ্ট রেকর্ড হয়- ১৮-১৯ মিনিট
- মোট শব্দ সংখ্যা- ১১০৮টি, রেকর্ডকারী- এ এইচ বন্দকার
- চিত্র ধারণকারী- আবুল খায়ের এমএনএ
- প্রথম লাইন ছিল- 'ভাইয়েরা আমার আপনারা সবই জানেন'
- শেষ লাইন ছিল- 'এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম ঝাবীনতার সংগ্রাম, জয় বাংলা।'
- মোট দফা ছিল- ৪টি (প্রথম দফা- সামরিক আইন প্রত্যাহার করতে হবে)
- বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চ ভাষণের ৪টি দফা:-

১. চলমান সামরিক আইন প্রত্যাহার করতে হবে	২. সৈন্যদের ব্যারাকে ফিরিয়ে নিতে হবে
৩. গণহত্যার তদন্ত করতে হবে	৪. নির্বাচিত প্রতিনিধির কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে

- মোট অনুদিত ভাষা- ১৭টি (সর্বশেষে জাপানী ভাষায়)
- মণ্ডিপরিষদ ৭ মার্চকে জাতীয় ঐতিহাসিক দিবস প্রস্তাব অনুমোদন ও ঘোষণা করেন- ৭ অক্টোবর ২০২০
- ৭ মার্চ প্রথম বারের মত ঐতিহাসিক ভাষণ দিবস হিসেবে পালিত হয়- ২০২১ সালে
- ময়দান জড়ে প্রোগান ছিল- “পদ্মা মেঘনা যমুনা, তোমার আমার ঠিকানা”
- বঙ্গবন্ধু রেসকোর্স ময়দানে প্রবেশের সময় জনতার প্রোগান ছিল- “শেখ মুজিবের পথ ধরো, বাংলাদেশকে স্বাধীন করো”।
- বঙ্গবন্ধুর সময় উপস্থিতি ছিল- প্রায় ১০ লক্ষ জনতা
- ৭ মার্চের ভাষণের উপর নির্মিত প্রামাণ্য চলচিত্র- দ্য স্পিচ (পরিচালক : ফখরুল আরেফিন)
- দ্য স্ট্যাচ অব স্পিচ অ্যান্ড ফিল্ডম অবস্থিতি- কালীগঞ্জ, বিনাইদহ (১২০ ফিট উচু ভাস্কর্য)
- ৭ মার্চের ভাষণ হলো স্বাধীনতার মূল দলীল- বলেছেন নেলসন ম্যান্ডেলা

### ভাষণের উক্তি

- প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলো তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শক্তির মোকাবেলা করতে হবে।
- রক্ত যখন দিয়েছি রক্ত আরো দেবো, তরুণ এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাল্লাহ।

### ৭ মার্চের ভাষণ এখন ঐতিহাসিক প্রামাণ্য দলিল

- ৭ মার্চের ভাষণকে মেমোরি অব দ্য ওয়ার্ল্ড রেজিস্টারের অঙ্গৃহুত করে প্রামাণ্য দলিল হিসেবে স্বীকৃত দেন- ইউনেকো ২০১৭ সালের ৩০ অক্টোবর
- ৪২৭টি প্রামাণ্য ঐতিহ্যের মধ্যে প্রথম অলিখিত ভাষণ- ৭ মার্চের ভাষণ
- ৭৮টি ভাষণের মধ্যে ৭ মার্চের ভাষণের অবস্থান- ৪৮তম
- ৭ মার্চের ভাষণকে মেমোরি অব দ্য ওয়ার্ল্ড রেজিস্টারের অঙ্গৃহুত করার সময়ে ইউনেকোর প্রধান ছিলেন- ফ্রাসের ইরিনা বকোভা
- ইউনেকো গুরুত্বপূর্ণ নথি সংগ্রহ করে আসছে- ১৯৯২ সাল থেকে
- ৭ মার্চ ভবন ও ৭ মার্চ জানুয়ার অবস্থিতি- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রোকেয়া হলে
- ৭ মার্চ ভাষণকে কেন্দ্র করে নির্মিত ভাস্কর্য ‘তজনি’ অবস্থিত- নরসিংহী
- ৭ মার্চের ভাষণকে তুলনা করা হয়- অব্রাহাম লিঙ্কনের গেটিসবার্গ ভাষণের সাথে

### ২৫ মার্চের গণহত্যা

- অপারেশন সার্চ লাইটের নীল নকশা তৈরি করে- ১৮ মার্চ, ১৯৭১
- অপারেশন সার্চ লাইটের নীল নকশা তৈরি করে- রাও ফরমান আলী, টিক্কা খান, জামশেদ
- সার্বিকভাবে গণহত্যার পরিকল্পনা তত্ত্বাবধায়ণ করে- জেনারেল টিক্কা খান
- অপারেশন সার্চ লাইট হলো- বাংলালি নিধন অভিযানের নাম
- অপারেশন সার্চ লাইট শুরু হয়- ২৫ মার্চ রাত ১১.৩০ ঘটিকায়
- ঢাকায় অপারেশন সার্চ লাইটের মূল দায়িত্বে ছিল- রাও ফরমান আলী
- ঢাকাকার বাহিরে সব ছানে দায়িত্বে ছিল- খাদেম হোসেন রেজা
- যে সাংবাদিক জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ডেইলি টেলিগ্রাফের মাধ্যমে প্রথম পাকিস্তানের বর্ষবর্তার খবর বিহিনিশে প্রচার করেন- সাইমন ড্রিং
- টিক্কা খান বলেন- “আমি এদেশের মানুষ চাইনা, মাটি চাই”
- ঢাকাতে অপারেশন সার্চ লাইট পরিচালনা করে মানুষকে হত্যা করা হয়- ৭ থেকে ৮ হাজার
- ২৬ মার্চ, ১৯৭১- প্রথম প্রহরে শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার ঘোষণা দেন এবং অপারেশন বিগ বার্ড এর মাধ্যমে শেখ মুজিবুর রহমানকে প্রেরণারের নেতৃত্ব দেয়- মেজর জেড এ খান
- ২৬ মার্চ, ১৯৭১- চট্টগ্রাম থেকে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এমএ হামান বঙ্গবন্ধুর পক্ষে স্বাধীনতার ঘোষণা দেন

### স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র

- প্রতিষ্ঠিত হয়- ২৬ মার্চ ১৯৭১ চট্টগ্রামের কালুরঘাটে
- প্রতিষ্ঠা করেন- ৮ম বেঙ্গল রেজিমেন্ট
- স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রথম স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ করেন- জিয়াউর রহমান (২৭ মার্চ, ১৯৭১)
- পাক বিমানবাহিনীর পোলার্বর্ধনের ফলে বন্ধ হয়- ৩০ মার্চ ১৯৭১ সালে
- পরবর্তী সম্প্রচার শুরু কলকাতার বালিগঞ্জ বেতার কেন্দ্র থেকে- ২৫ মে ১৯৭১ সালে।
- চৰমপত্ৰ সিৱিজিটিৰ পৰিকল্পনাকাৰী- আব্দুল মামান।
- হানীয় ঢাকাইয়া ভাষায় ক্লিপ লেখা ও উপস্থাপনা কৰেন- এম আৱ আখতাৰ মুকুল।
- স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে মুক্তিবাহিনীৰ জন্য প্রচাৰিত অনুষ্ঠান- অগ্নিশঙ্কা, দেশাভূবোধক গান, রণাঙ্গন কথিকা, রকস্বাক্ষর।
- প্রথম নাৰী শিশী ছিলেন- নমিতা ঘোষ
- পত্ৰিকা পাঠ কৰেন- বেলাল আহমেদ
- চৰমপত্ৰ (কথিকা) পাঠ কৰেন- এম আৱ আখতাৰ মুকুল
- স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্ৰে সবচেয়ে জনপ্ৰিয় অনুষ্ঠান ছিল- চৰমপত্ৰ পাঠ ও জল্লাদেৱ দৰবাৰ।
- ইয়াহিয়া খানকে ব্যঙ্গ কৰে “জল্লাদেৱ দৰবাৰ” অনুষ্ঠানটি চৰিআয়িত কৰেন- কেল্লা ফতেহ আলী খান

### মুক্তিফৌজ থেকে মুক্তিবাহিনী

- ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের ইউনিটগুলোৰ বাঙালি সৈন্যদেৱ নিয়ে নিয়মিত বাহিনী গঠন কৰা হয় সৱকাৱিভাবে এদেৱই নামকৰণ কৰা হয়- মুক্তিফৌজ হিসেবে
- মুক্তিফৌজ গঠিত হয়- ৪ এপ্ৰিল, ১৯৭১
  - মুক্তিফৌজ গঠনেৰ ছান- তৎকালীন সিলেটেৰ (বৰ্তমান হবিগঞ্জ জেলাৰ) তেলিয়াপাড়ায়
  - মুক্তিফৌজ গঠন কৰেন- এম এ জি ওসমানী
  - পৰিকল্পিতভাবে মুক্তিযুুক্ত পৰিচালনাৰ জন্য ১০ এপ্ৰিল ১৯৭১ মুক্তিবন্ধনৰ সৱকাৱিৰ বাংলাদেশকে বিভক্ত কৰেন- ৪টি যুদ্ধ অঞ্চলে
  - অনিয়মিত বাহিনীৰ সৱকাৱি নাম ছিলো- গণবাহিনী (এফএফ)
  - মুক্তিব বাহিনী (BLF) জন্য হয়- ভাৱতে
  - সশ্রবাহিনী গঠনে গোপনীয়তাৰ রক্ষাৰ্থে এৱ নাম হয়- কিলোফাইট

### মুক্তিবাহিনীৰ শীৰ্ষ নেতা

পদ	ব্যক্তি
মুক্তিযুদ্ধেৰ সৰ্বাধিনায়ক	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুৰ রহমান
মুক্তিবাহিনীৰ সৰ্বাধিনায়ক ও প্রধান সেনাপতি	এম এ জি ওসমানী
চিফ অফ স্টাফ (সেনাবাহিনীৰ প্রধান)	কৰ্নেল এম এ রব
বিমান বাহিনীৰ প্রধান ও উপ সেনাপতি	চ্রঞ্চ ক্যাপ্টেন এ কে খন্দকাৱ

### বাংলাদেশেৱ ৩টি ফোৰ্স

ফোৰ্সেৰ নাম	গঠন	প্রধান
জেড ফোৰ্স	৭ জুলাই, ১৯৭১	জিয়াউৰ রহমান
এস ফোৰ্স	সেপ্টেম্বৰ, ১৯৭১	কে এম শফিউল্লাহ
কে ফোৰ্স	১৪ অক্টোবৰ ১৯৭১	খালেদ মোশারেফ

### অস্থায়ী মুজিবনগর সরকার

- সরকার গঠন- ১০ এপ্রিল ১৯৭১ এবং শপথ গ্রহণ- ১৭ এপ্রিল ১৯৭১
- মন্ত্রণালয় ও বিভাগ ছিল - ১২টি এবং মন্ত্রী সভার সদস্য- ৬ জন

বিষয়	তারিখ/ব্যক্তি
রাষ্ট্রপতি ও সর্বাধিনায়ক	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি/উপ-রাষ্ট্রপতি	সৈয়দ নজরুল ইসলাম
প্রধানমন্ত্রী ও পরিকল্পনা মন্ত্রী	তাজউদ্দীন আহমদ
অর্থ-বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী	এম মনসুর আলী
স্বরাষ্ট্র, কৃষি, আগ ও পুনর্বাসন মন্ত্রী	এ এইচ এম কামারুজ্জামান

- সচিবালয় ছিল- কলকাতার ৮নং থিয়েটার রোড।
- শপথ বাক্য পাঠ করান- অধ্যাপক ইউসুফ আলী
- অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন- এম. এ মাহান
- অস্থায়ী সরকার গঠন করা হয়- মেহেরপুর জেলার বৈদ্যনাথ তলার আমবাগানে
- মুক্তিযুদ্ধের সর্বদলীয় উপদেষ্টা মণ্ডলীর সদস্য ছিল - ৮ জন (প্রধান তাসানী), গার্ড অব অনার দেন- আনসার বাহিনী
- গার্ড অব অনার দলের নেতৃত্ব দেন- মাহমুদ উদ্দিন আহমেদ।
- মুজিবনগর থেকে প্রকাশিত পত্রিকা- জয় বাংলা
- মুজিবনগর শপথ অনুষ্ঠানে নারী সমাজের পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করেন- বেগম নাজিরা ইসলাম।
- বৈদ্যনাথ তলার বর্তমান নাম- মুজিবনগর (নামকরণ- তাজউদ্দীন আহমদ)
- মুক্তিযুদ্ধ কালে কলকাতার ৮ নং থিয়েটার রোডে “বাংলাদেশ বাহিনী” গঠিত হয়- ১২ এপ্রিল ১৯৭১
- মুজিবনগরের অর্থনৈতিক ও পরিকল্পনার দায়িত্বে ছিলেন- তাজউদ্দীন আহমদ
- মুজিবনগরের সরকারের মৃত্যু সচিব ছিলেন- কুছুল কুন্দস
- বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র জারি(১০ এপ্রিল) এবং স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র পাঠ (১৭ এপ্রিল) করা হয়- মুজিবনগর হতে
- If blood is the price of independence, then Bangladesh has paid the highest price in the history- London Times (1971)

### মুক্তিযুদ্ধকালীন বিদেশে বাংলাদেশের কূটনৈতিক মিশন

- বাংলাদেশের প্রথম মিশন স্থাপিত হয়- কলকাতাতে
- বাংলাদেশের পক্ষে সর্বপ্রথম আনুগত্য প্রকাশ করেন- কে এম শাহাবুদ্দিন ও আমজাদ উল হক
- বাহিরিশে বাংলাদেশের বিশেষ প্রতিনিধি ছিলেন- বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী
- বাহিরিশে বাংলাদেশের পক্ষে সর্বপ্রথম গড়ে তোলেন- ভারতের সমর সেন

বিদেশ মিশন	দেশ	মিশন প্রধান
কলকাতা	ভারত	এম আর হোসেন আলী
দিল্লী	ভারত	হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী
লন্ডন	যুক্তরাজ্য	বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী
ওয়াশিংটন	যুক্তরাষ্ট্র	এম আর সিদ্দিকী

### মুক্তিযুদ্ধের সেক্টরসমূহ

#### মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের ১১টি সেক্টর



- মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক ছিলেন- বঙ্গবন্ধু
- মুক্তিলাইনীর সর্বাধিনায়ক ছিলেন- এমএজি গোমানী
- বাংলাদেশের মোট ১১টি সেক্টর- ১১টি
- সাব সেক্টর- ৬টি
- সেক্টরগুলোকে বিভক্ত করেন- তাজউদ্দিন আহমেদের নির্দেশে এমএজি গোমানী
- নিয়মিত সেক্টর কমাত্মক ছিল না এবং একমাত্র নো সেক্টর- ১০

- ১৯৭১ সালের ১১ এপ্রিল তাজউদ্দিন আহমেদের নির্দেশে এম.এ.জি গোমানী বাংলাদেশকে ১১টি সেক্টরে এবং ৬৪টি সাব সেক্টরে বিভক্ত করেন।
- ১ নং সেক্টর- চট্টগ্রাম, পার্বতা চট্টগ্রাম ও ফেনী নদী পর্যন্ত।
- ২ নং সেক্টর- ঢাকা, নোয়াখালী, কুমিল্লা ও ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আখতাড়া।
- ৩ নং সেক্টর- কিশোরগঞ্জ, হবিগঞ্জ ও ঢাকা জেলার অংশবিশেষ।
- ৪ নং সেক্টর- সিলেটের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল তথা মৌলভীবাজার।
- ৫ নং সেক্টর- সিলেটের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল ডাউকি সড়ক পর্যন্ত।
- ৬ নং সেক্টর- রংপুর বিভাগ (দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও, পঞ্চগড়)।
- ৭ নং সেক্টর- রাজশাহী বিভাগ (রাজশাহী, বগুড়া, পাবনা, নওগাঁ)।
- ৮ নং সেক্টর- ঘোরা, কুষ্টিয়া, মেহেরপুর, মুজিবনগর।
- ৯ নং সেক্টর- সাতকীরা, ঝুলনা, পটুয়াখালি, বরিশাল।
- ১০ নং সেক্টর- সমুদ্র উপকূলীয় অঞ্চল।
- ১১ নং সেক্টর- ময়মনসিংহ ও টাঙ্গাইল।

### সেক্টর কমান্ডরদের নাম মনে রাখার টেকনিক

সূত্র: জিয়ার খা শ দশ বানুর ও জন শূন্য তা

- জিয়া → জিয়াউর রহমান, রফিকুল ইসলাম (সেক্টর ১)
- খা → খালেদ মোশাররফ, এটিএম হায়দার (সেক্টর ২) \*\*\*
- শ → কে. এম শফিউল্লাহ, এ. এন. নুরজামান (সেক্টর ৩) \*\*\*
- দ → সি আর দত্ত (সেক্টর ৪) \*\*\*
- শ → শওকত আলী (সেক্টর ৫) \*\*\*
- বা → এম কে বাশার (সেক্টর ৬) \*\*\*

Mihir's GK Final Suggestion (বঙ্গ সময়ে পর্যাপ্ত প্রশ্নগুলির জন্য সাম্প্রতিকসহ বাংলাদেশ, আর্জন্তিক, ভূগোল ও ICT)

- নুর → কাজী নুরজামান (সেক্টর ৭) \*\*\*
  - ও → আবু উসমান চৌধুরী (সেক্টর ৮)
  - জন → আব্দুল জলিল (সেক্টর ৯)
  - শুণ্য → নিয়মিত সেক্টর কমান্ডর ছিল না (সেক্টর ১০)
  - তা → আব তাহের (সেক্টর ১১)

**Note:** নিয়মিত বাহিনী ছিল না, ফাসে প্রশিক্ষিত বাঙালি নেই বাহিনী দ্বারা গঠিত বাহিনী, বঙ্গের পদস্থানে স্টেট র ছিল ১০ নং।

কলসার্ট ফর বাংলাদেশ

- সময় : ১ আগস্ট ১৯৭১ (নিউইয়র্কের মেডিসন স্কারে)।
  - আয়োজক : ফোবানা, শুরু হয়- বাদ্য যন্ত্র বাজানোর মাধ্যমে
  - ব্যান্ড নাম : বিটলস্, প্রধান শিল্পী : জর্জ হ্যারিসন।
  - সেতার বাদক : ভারতের সর্বিশ্বর, অনুষ্ঠানের ছায়াছিল - ৪ ঘণ্টা
  - সহযোগী শিল্পী : বৰ ডিলান, এরিক ক্ল্যাপটন, বিলি প্রিস্টন, লিওন রাসেল, নিসো রকস্টার প্রমুখ।
  - বাংলাদেশ বাংলাদেশ গান পরিবেশন করেন- জর্জ হ্যারিসন
  - সরোদ বাদক- জ্ঞান আলী আকবর খা, তবলা বাদক- আঙ্গা রাখা
  - কনসার্ট ফর বাংলাদেশ চলচ্চিত্রের প্রিচালক- সল সইমার।

**Note:** ২০১৬ সালে সংগীত শিল্পী ও গীতিকার হিসাবে 'কলসার্ট ফর বাংলা দেশ'র অন্তর্ভুক্ত শিল্পী বর ডিলান সাহিত্য নামের পরিকল্পনা।

ବ୍ୟକ୍ତିଗୁରୁ ଗେରିଲା ବାହିନୀ - କ୍ର୍ୟାକ ପ୍ରାଟନ

- > জ্যাক প্রাইটন যুক্তে করেল - ২ নং সেক্টর তথা ঢাকা শহরে।
  - > জ্যাক প্রাইটন গঠন করেল - ২নং সেক্টর প্রধান খালেদ মোশাররফ ও এটিএম হায়দার।
  - > গেরিলা দল আত্মগণ করতেন - হিট এন্ড রান পদ্ধতিতে।
  - > অন্যতম সদস্য - জাহানারা ইমামের স্থান শহীদ রূপি, শিল্পী আজম খান, ত্বিকেটার জুয়েল, দাবি ছাত্র বন্দিউল আলম, আজদ ও অন্যান্যে।
  - > শহীদ আজদকে নিয়ে আনিসুল হক লেখেন - 'মা' উপন্যাস।
  - > ইমামুল আহমেদ মুক্তিযোদ্ধা বন্দিউল আলম-এর মহত্ত্ব ও বিজয়গাথা তুলে ধরে রচনা করেন - 'আঙ্গনের পরশুরথি' উপন্যাস ও চলচিত্রে।
  - > মুক্তিযোদ্ধের প্রথম বিরোধীতা করে- শাস্তি কামিটি
  - > ১৯৭১ সালে বঙ্গভূট্টীবী হত্যাকাণ্ড ঘটায়- আল বদর বাহিনী

ଆଧୁନିକ ବାହିନୀ

বাহিনীর নাম	যুদ্ধের অঞ্চল	বাহিনীর নাম	যুদ্ধের অঞ্চল
কাদেরিয়া বাহিনী	টঙ্গাইল	আকবর বাহিনী	মাণ্ডা
আফসার বাহিনী	ভালুকা, ময়মনসিংহ	জিয়া বাহিনী	সুন্দরবন
বাতেন বাহিনী	টঙ্গাইল	লতিফ মির্জা বাহিনী	সিরাজগঞ্জ, পাবনা
হেমায়েত বাহিনী	গোপালগঞ্জ, বরিশাল	হালিম বাহিনী	মানিকগঞ্জ

যৌথ বাড়ি

- > গঠিত হয়ে- ২১ নভেম্বর, ১৯৭১
  - > যার সময়ে গঠিত- বাংলাদেশের মুক্তি বাহিনী ও ভারতের মিত্র বাহিনী
  - > যৌথ বাহিনীর প্রধান ছিলেন- জগজিৎ সিং অরোরা
  - > ভারতের আক্ষণিক বাহিনীর প্রধান ছিলেন- জগজিৎ সিং অরোরা
  - > বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনী দিবস- ২১ নভেম্বর
  - > ভারতের সৈন্য বাংলাদেশ থেকে ভারতে ফিরে যান- ১২ মার্চ ১৯৭২
  - > পাকিস্তান বিমান বাহিনী ভারতের বিমান ঘাঁটিতে হামলা চালালে সেদিনই তৎকালীন ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী পাকিস্তানের বিরক্তে মৃত্যু ঘোষণা করেন- ৩ ডিসেম্বর, ১৯৭১

## একাত্মের শহীদ বুদ্ধিজীবী

- > পাকিস্তান হানাদার বাহিনী ও তাদের মিআ আল বদর বাহিনী বাংলার তৎকালীন শ্রেষ্ঠ সজ্ঞান বৃক্ষজীবীদের হত্যা করেন- ১০ থেকে ১৪ই ডিসেম্বর
  - > প্রতি বছর শহীদ বৃক্ষজীবী দিবস পালিত হয়- ১৪ই ডিসেম্বর
  - > বৃক্ষজীবীদের বেশিরভাগকেই হত্যা করা হয়- রামের বাজার বধ্যভূমিতে
  - > সেলিনা পারভীন যে পত্রিকায় কাজ করতেন- শিলালিপি
  - > উদ্বেগ্য বৃক্ষজীবী-

ড. ফজলে রাহিম

	চৌধুরী	দেব	মাহমুদ
রাজনীতিবিদ	শহীদুল্লাহ	সাহিত্যিক	সাহিত্যিক
ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত	কায়সর	মুসলিম চৌধুরী	আনোয়ার পশা
জ্ঞানিতরময় গুহ	সাংবাদিক	মোফজ্জল	ড. সিরাজুল
ঠাকুরতা	সেলিমা পারভীন	হয়দার চৌধুরী	ইসলাম

বিজয় দিবস

- > ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর (১৩৭৮ বঙ্গাব্দ) রাজ বৃহস্পতিবার বেলা ৪.৩১ মিনিটে পাক বাহিনী আত্মসমর্পনের দলিল ঘোষণিত হয়-  
রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী)
  - > পাকিস্তানের পক্ষে দলিল রাখ্যর করেন- ইস্টার্ন কমান্ডের অধিনায়ক আমির আব্দুল্লাহ খান নিয়াজী (এম এ জি নিয়াজী)
  - > বাংলাদেশের পক্ষে রাখ্যর করেন- যৌথ বাহিনীর প্রধান জগজিং সিং অরোরা
  - > বাংলাদেশের পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করেন- হৃষে ক্যাট্টেন এ কে খন্দকার
  - > ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর পাশাপাশি বাংলাদেশের প্রথম আক্ষণিক বাহিনী ঢাকায় প্রবেশ করেন- কাদেরিয়া বাহিনী

### মুক্তিযোদ্ধার বীরতস্তুক খেতাব (Gallantry Awards)

- ବନ୍ଦର୍ବଳୀ ୧୯୭୩ ମାଲେର ୧୫ ଡିସେମ୍ବର ମୁଖ୍ୟମୁଦ୍ରା ସାହିତ୍ୟକତା ଓ ବୀରତ୍ତ ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ଚାକିତିବ୍ରଜପ ୪ ଧରନେର ଖେତାବ ପ୍ରଦାନ କରିଲେ । ଯଥା:

খেতাব	১৯৭৩ সালের গেজেট (সংখ্যা)	বর্তমান সংখ্যা
বীরশ্রেষ্ঠ (The most valiant hero)	৭ জন	৭ জন
বীর উত্তম (Great valiant hero)	৬৮ জন	৬৭ জন
বীর বিক্রম (Valiant hero)	১৭৫ জন	১৭৪ জন
বীর প্রতীক (Ideal of courage)	৪২৬ জন	৪২৪ জন
মোট	৬৭৬ জন	৬৭২ জন

- দীর্ঘ উত্তম খেতাব প্রাপ্তি - ৬৭১৫ জন (সম্প্রতি বঙ্গবন্ধু পরিবারের জন্য আত্মত্যাগের জন্য দীর্ঘ উত্তম খেতাব পান- বিশ্বেতিয়ার জামিল)
  - মুক্তিযুদ্ধের মোট খেতাব পান - ৬৭২ জন +১ জন (এক জন বঙ্গবন্ধুকে রক্ষণ আত্মত্যাগের জন্য)

**Note:** ০৬ জুন, ২০২১ মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রালয় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যা মামলায় দণ্ডিত ৪ খুনির বীরত্বসূচক রাষ্ট্রীয় খেতাব বাতিল করে পারিবেন জারি করে।

## ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଚାର ଖଣ୍ଡର ଖେତାବ ବାତିଲ

নাম	থেক্টাৰ	গেজেট নং
লে. কর্ণেল শরিফুল ইক ডালিম	বৌৰ উত্তম	২৫
লে. কর্ণেল এস এইচ এম বি নূর চৌধুরী	বৌৰ বীৰকুম	৯০
লে. এ এম রাখেদ	বৌৰ প্ৰতীক	২৬৭
নাহেক সুবেদাৰ মোসলেম উদ্দিন খান	বৌৰ প্ৰতীক	৩২৯

- > নারী খেতাব প্রাপ্তি- ২জন (ক্যাপ্টেন সেতারা বেগম ও তারামন বিবি)
  - > প্রথম খেতাব প্রাপ্তি নারী- কিশোরগঞ্জের সেতারা বেগম (২ন্দ সেক্টরে যুদ্ধ করেন)
  - > যুদ্ধাতঙ্ক মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসার জন্য ভারতের মেলাঘরে ৪৮০ শয্যার বাহ্লাদেশ হিল্ড হাসপাতালে চিকিৎসা দেন সেতারা বেগম।

**Mihir's GK Final Suggestion (বর্তমানে পূর্ণাঙ্গ প্রস্তুতির জন্য সাম্প্রতিকসহ বাংলাদেশ, আজর্জাতিক, ভূগোল ও ICT)**

- কৃতিয়ামের তারামান বিবি ১১ নং সেক্টরে মুক্ত করেন, তাকে খেতাব দেওয়া হয়- ১৯৭৩ সালে
- তারামান বিবিকে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ ও অন্ত চালান শেখান- মুহিব হালদার
- তারামান বিবি মৃত্যুবরণ করেন- ২০১৮ সালের ১ ডিসেম্বর
- ১৯৯৬ সালে বীৰুতি দিলেও রাষ্ট্রীয় খেতাবে নাম উল্টেনি- কাঁকন বিবির।
- সুনামগঞ্জের খাসিয়া সম্প্রদায়ের কাঁকন বিবিকে গুণ্ঠল হিসেবে নিয়োগ করেন- রহমত আলী
- কাঁকন বিবি পরিচিত ছিলেন- মুক্তিবোট নামে। (মৃত্যু- ২১ মার্চ, ২০১৮)
- একমাত্র বিদেশী বীর প্রতীক খেতাব প্রাপ্তি- ডিব্রুড, এইচ. ওতোল্যান্ড (২০১৮ সেক্টর, নেদারল্যান্ডের বৎশোভূত ও অন্ট্রেলিয়ার নাগরিক)
- আদিবাসী হিসেবে প্রথম বীর বিক্রম খেতাব প্রাপ্তি- ইউ কে চীৎ মারমা (৬০২ সেক্টর)।
- সর্বকনিষ্ঠ বীর প্রতীক খেতাব প্রাপ্তি- শহীদুল ইসলাম (১২ বছর)।
- একমাত্র সাহিত্যিক হিসেবে বীর প্রতীক খেতাব পান- আবুস সাত্তার।
- প্রথম বীর উত্তম খেতাব পান- লে. কর্নেল আব্দুর রব (চিফ অব স্টাফ)
- প্রথম বীর বিক্রম খেতাব পান- মেজর খন্দকার নাজমুল হুদা
- প্রথম বীর প্রতীক খেতাব পান- মোহাম্মদ আব্দুল মতিন

### বীরশ্রেষ্ঠ

- মোট বীরশ্রেষ্ঠ- ৭ জন [সেনাবাহিনী-৩ জন, ইপিআর (বর্তার গার্ড) ২ জন, বিমানবাহিনী- ১ জন, মৌবাহিনী- ১ জন]
  - ১ম শহীদ- সিপাহী মোস্তফা কামাল (১৮ এপ্রিল, ১৯৭১)
  - সর্বশেষ শহীদ- ক্যাপ্টেন মহিউদ্দীন জাহাঙ্গীর (১৪ ডিসেম্বর, ১৯৭১)
  - সর্ব কনিষ্ঠ বীরশ্রেষ্ঠ ছিলেন- সিপাহী হামিদুর রহমান
- নেট: গড়: পোর্টাল অনুযায়ী ১ম শহীদ- মূলী আব্দুল রাউফ

সিপাহী মোস্তফা কামাল	জন্ম	১৯৪৭ সালে ভোলা জেলায়
	কর্মজ্ঞল	সেনাবাহিনী
	পদবি	সিপাহী
	সেক্টর	২ নং
	মৃত্যু	১৮ এপ্রিল, ১৯৭১
	সমাধি	ব্রাক্ষণবাড়িয়ার আখাউড়ায় দরজীন গ্রামে
ল্যাঙ্গ নায়েক মূলী আব্দুর রাউফ	জন্ম	১৯৪৩ সালে ফরিদপুর জেলায়
	কর্মজ্ঞল	ই.পি. আর (ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস)
	পদবি	ল্যাঙ্গ নায়েক
	সেক্টর	১ নং
	মৃত্যু	২০ এপ্রিল, ১৯৭১
	সমাধি	রাস্মামাটি জেলার নানিয়ার চরে
ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান	জন্ম	১৯৪৪ খ্রি. ঢাকায়; প্রেক্ষিক নিবাস রায়পুরা, নরসিংহপুর
	কর্মজ্ঞল	বিমানবাহিনী
	পদবি	লেফটেন্যান্ট
	সেক্টর	মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি পাকিস্তানে কর্মরত ছিলেন। পাকিস্তান বিমান বাহিনীর একটি টি-৩৩ প্রিলিফট বিমান (ছদ্ম নাম বু-বার্ড-১৬৬) ছিনতাই করে নিয়ে দেশে ফেরার পথে বিমান দুর্ঘটনায় নিহত হন।
	মৃত্যু	২০ আগস্ট, ১৯৭১
	সমাধি	পাকিস্তানের করাচির মৌরিপুর মাশরুর ঘাঁটিতে তাঁর সমাধিজ্ঞল ছিল। বীরশ্রেষ্ঠ মতিউর রহমানের দেহাবশ্যে পাকিস্তান হতে বাংলাদেশে ফিরিয়ে আনা হয় ২৪ জুন এবং ২৫ জুন, ২০০৬ পূর্ণ মর্যাদায় মিরপুরে শহীদ বুদ্ধিজীবী কবরস্থানে পুনরায় দাফন করা হয়।
	চলাচিত্র	‘অস্তিত্বে আমার দেশ’ তাঁর জীবনের উপর নির্মিত চলাচিত্র

ল্যাঙ্গ নায়েক মূলী আব্দুর রাউফ	জন্ম	১৯৩৬ সালে নড়াইল জেলার মহিষখোলা গ্রামে
	কর্মজ্ঞল	ই.পি. আর (ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস)
	পদবি	ল্যাঙ্গ নায়েক
	সেক্টর	৮ নং
	মৃত্যু	৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১
	সমাধি	বশেরের শর্শি উপজেলার কাশিপুর গ্রামে।
সিপাহী হামিদুর রহমান	জন্ম	১৯৫৩ সালে বিনাইদহের খালিশপুর গ্রামে
	কর্মজ্ঞল	সেনাবাহিনী
	পদবি	সিপাহী
	সেক্টর	৪ নং
	মৃত্যু	২৮ অক্টোবর, ১৯৭১ মৌলভীবাজারের কমলগঞ্জ উপজেলার ধলই সীমান্তে
	সমাধি	ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের আমবসর হাতিমেহরহচড়া গ্রামে সমাধি হিসেবে ১০ ডিসেম্বর, ২০০৭ তাঁর দেহাবশ্যে ত্রিপুরা হতে বাংলাদেশে ফিরিয়ে আনা হয় এবং পরদিন ১১ ডিসেম্বর ঢাকার মিরপুর শহীদ বুদ্ধিজীবী কবরস্থানে পুনরায় সমাহিত করা হয়।
ইঞ্জিনেরুম আটিফিশার রহমুল আমিন	জন্ম	১৯৩৫ সালে মোয়াখালী জেলায়
	কর্মজ্ঞল	মৌবাহিনী
	পদবি	গানবোট ‘পলাশ’ এর ইঞ্জিনেরুম আটিফিশার
	সেক্টর	প্রথমে ২ নং সেক্টর এবং পরে ১০ নং সেক্টরে যুদ্ধ করে শহীদ হন
	মৃত্যু	১০ ডিসেম্বর, ১৯৭১
	সমাধি	খুলনার রূপসা উপজেলার বাগমারা গ্রামে রূপসা নদীর তীরে
ক্যাপ্টেন মহিউদ্দীন জাহাঙ্গীর	জন্ম	১৯৪৯ সালে বারিশাল জেলায়
	কর্মজ্ঞল	সেনাবাহিনী
	পদবি	ক্যাপ্টেন
	সেক্টর	৭ নং
	মৃত্যু	১৪ ডিসেম্বর, ১৯৭১ (বীরশ্রেষ্ঠদের মধ্যে সর্বশেষ শহীদ হন)
	সমাধি	চাপাইনবাবগঞ্জের ছোট সোনা মসজিদ প্রাঙ্গণে
<b>মুক্তিযুদ্ধে বিদেশীদের অবদান</b>		
> বহির্বিশ্বে সর্বাধম পাকিস্তানি বর্বরতার খবর প্রকাশ করে- ব্রিটিশ সাংবাদিক সাইমন ড্রি।		
> মুক্তিযুদ্ধকালীন মৃত্যুবরণ করেন যে বিদেশি- ইতালির নাগরিক মাদার মারিও ডেরেনজি।		
> মুক্তিযুদ্ধের অর্থ সংগ্রহের জন্য Concert for Bangladesh এর অন্যতম সহযোগী আয়োজক- ভারতের সেতার বাদক রবি শংকর।		
> মার্কিন কবি September on Jessore Road কবিতার আয়োজন করেন- এলেন গিনেসবার্ল্ড (১৫২ লাইনের কবিতা)। September on Jessore Road এর বাংলা অনুবাদ করেন- খান মোহাম্মদ ফারাবী		
> মুক্তিযুদ্ধের সময় ব্রিটিশ বেঙ্গাসেবী সংস্থা অক্সফোর্ড কার্যক্রমের সমন্বয়ক হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন- জুলিয়ান ফ্রাসিস (যুক্তরাজ্যের নাগরিক)		
> ১৯৭১ সালে অক্সফোর্ড কর্তৃক প্রকাশ করেন- “টেস্টিমনি অফ সিঙ্গুলি অন দ্য ডাইসিস ইন বেঙ্গল” (বাংলাল মানুমের সংকটের ঘাটজনের সাফল্য)		
> মুক্তিযুদ্ধে বিশেষ অবদানের জন্য জুলিয়ান ফ্রাসিসকে দেওয়া হয়- মুক্তিযুদ্ধের মৈত্রী সম্মাননা। (Friends of Liberation war honour)		

পরবর্তী সকল আপডেট ও বইটির উপরে ধারাবাহিকভাবে পরীক্ষা দিতে Join করুন 'Mihir's GK পেইজ'

Page | 62

### মুক্তিযুদ্ধের সময় বৃহৎশক্তি

- বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে সমর্থন করেন- রাশিয়া, ভারত, ফ্রান্স ও যুক্তরাজ্য
- বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করে- যুক্তরাষ্ট্র ও চীন
- ৪ ডিসেম্বর ১৯৭১ সালে যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধ বিরতির প্রস্তাৱ কৰলে বাংলাদেশকে সমর্থন কৰে ভেটো দেন- রাশিয়া
- ভাৰতেৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ছিলেন- ইন্দিৱা গাদী এবং প্ৰেসিডেন্ট ছিলেন- ভিত্তি গিৰি
- সোভিয়েত রাশিয়াৰ প্ৰেসিডেন্ট ছিলেন- নিকোলাই পদগৰ্হণ
- যুক্তরাষ্ট্রৰ প্ৰেসিডেন্ট ছিলেন- রিচার্ড নিকলন (৩৭তম)
- যুক্তরাষ্ট্রৰ নিৰাপত্তা বিষয়ক উপদেষ্টা ছিলেন- হেন্ৰী কিসিঞ্চার (যিনি বাংলাদেশকে তলাবিহীন বৃত্তি বলেন)
- ঢাকায় নিযুক্ত মাৰ্কিন কনসুলেট ছিলেন- আৰ্চাৰ কে ব্ৰাড (তিনি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে সমৰ্থন কৰেন)

### মুক্তিযুদ্ধে বিদেশী বন্ধুদের সম্মাননা

- মুক্তিযুদ্ধে অবিশ্রান্তীয় অবদানের জন্য বিদেশী নাগৰিকদের জন্য বাংলাদেশের সৰ্বোচ্চ রাষ্ট্ৰীয় সম্মাননা- ৩ টি
- মোট রাষ্ট্ৰীয় সম্মাননা লাভ কৰেন- ৩২৮ জন বাতি ও ১০ টি প্রতিষ্ঠান।
- মুক্তিযুদ্ধে অসামান্য অবদানের জন্য স্বীকৃতিকৰণ ২০১১ সালে প্রথম সম্মাননা লাভ কৰেন- ভাৰতেৰ সাবেক প্ৰধানমন্ত্ৰী ইন্দিৱা গাদী।
- বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ সম্মাননা (Bangladesh Liberation war honour) লাভ কৰেন- ১৫ জন।
- মুক্তিযুদ্ধ দৈত্যী সম্মাননা (Friends Liberation war honour) লাভ কৰেন- ৩১২ জন ও ১০ টি সংগঠন।

### মুক্তিযুদ্ধে গণমাধ্যমের ভূমিকা

- মুজিবনগুল থেকে প্ৰকাশিত পত্ৰিকা- বাংলাদেশ, বঙ্গবাণী, রণাঙ্গন, দুদেশ, জয় বাংলা, বাধীন বাংলা, মুক্তিযুদ্ধ
- আমেরিকা থেকে প্ৰকাশিত- Bangladesh News Letter, বাংলাদেশ নিউজ বুলেটিন, শিক্ষা
- কানাডা থেকে প্ৰকাশিত- বাংলাদেশ স্কুলিঙ্স
- সাংবাদিক মাৰ্ক টালি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষেৰ প্ৰচাৱ কৰেন- বিবিসি থেকে
- দেবদূল বন্দোপাধ্যায় আকাশবাণী কলকাতা থেকে প্ৰতি রাতে প্ৰচাৱ কৰেন- সংবাদ প্ৰক্ৰিয়া

### স্বাধীন বাংলাদেশের স্বীকৃতি

- প্ৰথম দেশ- ভুটান ও ভাৰত (২য়) (৬ ডিসেম্বৰ, ১৯৭১)।
- প্ৰথম আৱৰ / মধ্যপ্রাচ্যেৰ দেশ- ইৱাক।
- প্ৰথম এশীয় মুসলিম দেশ/প্ৰথম অন্যাৰ মুসলিম দেশ- মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়া
- প্ৰথম আফ্ৰিকান দেশ/ প্ৰথম মুসলিম দেশ- সেনেগাল
- প্ৰথম ইউরোপিয়ান দেশ ও প্ৰথম সমাজতান্ত্ৰিক দেশ- পূৰ্ব জাৰ্মানি
- প্ৰথম উত্তৰ আমেরিকান দেশ- বাৰ্বাদোস
- প্ৰথম ওশেনিয়া মহাদেশেৰ দেশ- টোসা
- রাশিয়া স্বীকৃতি দেন- ২৪ জানুৱাৰি ১৯৭২
- যুক্তরাজ্য স্বীকৃতি দেন- ৪ ফেব্ৰুৱাৰি ১৯৭২ সাল
- ফ্রান্স স্বীকৃতি দেন- ১৪ ফেব্ৰুৱাৰি, ১৯৭২
- যুক্তরাষ্ট্র স্বীকৃতি দেন- ৪ এপ্ৰিল ১৯৭২ সাল
- পাকিস্তান স্বীকৃতি দেন- ২২ ফেব্ৰুৱাৰি ১৯৭৪
- চীন স্বীকৃতি দেন- ৩১ আগস্ট ১৯৭৫

### মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক গান

গান	গীতিকার/সুরকার/শিল্পী
সব কটি জনালা খুলে দাও না.....	গীতিকার- নজীৰল ইসলাম বাৰু সুরকার- আহমেদ ইমতিয়াজ বুলবুল শিল্পী- সাবিনা ইয়াসমিন
আমাদেৱ সংগ্ৰাম চলবেই, জনতাৱ সংগ্ৰাম চলবেই.....	গীতিকার- সিকন্দৰ আৰু জাফৰ
মোৱা একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে যুদ্ধ কৰি.....	গীতিকার- গোবিন্দ হালদার শিল্পী- আপেল মাহমুদ
পূৰ্ব দিগন্তে সূৰ্য উঠেছে.....	গীতিকার- গোবিন্দ হালদার
এক সাগৱ রক্তেৱ বিনিময়ে বাংলাৱ ঘাধীনতা আনলো যাবা.....	গীতিকার- গোবিন্দ হালদার শিল্পী- প্ৰথমে ষষ্ঠা রায়, পৱে রেবেকা সুলতানা
এক নদী রক্ত পেৰিয়ে.....	গীতিকার- খান আতাউৰ রহমান শিল্পী- শাহনাজ রহমতউল্লাহ
জয় বাংলা বাংলাৱ জয়..... /	গীতিকার- গাজী মাযহাকেল আনোয়াৰ
শোন একটি মুজিবৱেৰ থেকে.....	গীতিকার- গোৱাপ্ৰসন্ন মজুমদাৰ

### মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক প্রথম

ধৰন	নাম	পৰিচালক/ লেখক
স্বল্প দৈৰ্ঘ্য চলচ্চিত্ৰ	আগামী (১৯৮৫)	মোৰশেদুল ইসলাম
প্ৰামাণ্য চলচ্চিত্ৰ	স্টপ জেনোসাইড, ১৯৭১	জহিৰ রায়হান
পূৰ্ণাঙ্গ চলচ্চিত্ৰ	ওৱা ১১ জন (১৯৭২)	চাৰী নজীৰল ইসলাম
মুক্তিযুদ্ধেৰ প্ৰেৰণায় নিৰ্মিত প্ৰথম ভাস্কৰ্য	জায়ত চৌৰঙ্গী গাজীপুৰ (১৯৭৩)	আব্দুৱ রাজাক
মুক্তিযুদ্ধেৰ ১ম উপন্যাস	ৱাইফেল ৱোটি	আনোয়াৰ পাশা আওৱাত (১৯৭১)
মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক ১ম নাটক	পাদেৱ আওয়াজ পাঞ্জো যায়	সৈয়দ শামসুল হক
মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক ১ম কবিতা	ঘায়ীনতা তুমি	শামসুৱ রাহমান

### মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস

ঐতৃ	লেখক	ঐতৃ	লেখক
ৱাইফেল ৱোটি	শহীদ আনোয়াৰ পাশা	হাসেৱ নদী হেলেড, যুদ্ধ	সেলিনা হোসেন
জাহানাম হইতে	শওকত ওসমান	আঙেৱেৰ পৰশ্যমণি, জোছনা ও জলনীৱ	ইয়াহুন আহমেদ
বিদায়, নেকড়ে অৱণ্য, দুই সৈনিক, জলনী	গল, শ্যামল ছায়া, সূৰ্যেৱ দিন, সৌৰত, ১৯৭১		
উপমহাদেশ	আল মাহমুদ	ত্ৰিয় যোৰা প্ৰিয়তমা	হাকেল হাবিব
একটি ফুলেৱ জন্য,	বিজিয়া রহমান	একটি কালো	তাৱা শক্র
বটতলাৱ উপন্যাস		মেয়েৱ কথা	বন্দোপাধ্যায়
ঘাতা	শওকত আলী	মা	আনিসুল হক
ঘাচাৰ	ৱশিদ হায়দাৰ	ফেৰাবী সূৰ্য,	ৱাবেয়া খাতুন
		একান্তৰেৱ নিশান	
অক্ষুত আঁধাৱ এক	শামসুৱ রাহমান	ওঢ়াৱ,	আহমদ ছফা
দেয়াল	আবু জাফৰ শামসুদ্দিন	অলাতচক্ৰ	
		নিষিঙ্ক লোৱান,	সৈয়দ শামসুল
পূৰ্ব পচিম	সুনীল	নীল দংশন	হক
	গঙ্গোপাধ্যায়		
		কালো ঘোড়া,	ইমদানুল হক
		মহাযুদ্ধ, ঘেড়াও	মিলন

**Mihir's GK Final Suggestion** (বছর সময়ে পূর্ণাঙ্গ প্রস্তরি জন্য সাম্পত্তিকসহ বাংলাদেশ, আর্থজ্ঞাতিক, ভূগোল ও ICT)

**মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক নাটক**

গ্রন্থ	লেখক	গ্রন্থ	লেখক
পাওয়ার আওয়াজ পাওয়া যায়, 'নুকুল দীনের সারাজীবন'	সৈয়দ শামসুল হক	যে অরণ্যে আলো নেই	নৌলিমা ইবাহীম
কি চাহ শজাহিল, বর্ণচোরা, বৃকুল পুরের ঘায়ীনতা	মমতাজ উদ্দিন আহমদ	নরকে লাল গোলাপ	আলাউদ্দিন আল আজাদ

**মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক সম্পাদিত গ্রন্থ**

গ্রন্থ	লেখক
বাংলাদেশের ঘায়ীনতা যুদ্ধ: দলিল পত্র (১৫ খন্ড সংকলিত)	হাসান হাফিজুর রহমান
মুক্তিযুদ্ধ কোষ (১২ খন্ড সংকলিত)	মুনতাসীর মামুন
একাত্তরের চিঠি	প্রথমা প্রকাশন থেকে প্রকাশিত

**মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক ইংরেজিতে লেখা গ্রন্থ**

গ্রন্থ	লেখক
A Golden Age, The Good Muslim, The bones of Grace	তাহিমা আনাম
Surrender At Dacca: Birth of a Nation	জে আর জ্যাকব
দ্য ক্রান্যেল বার্থ অব বাংলাদেশ	আর্চার কে ব্র্যার্ড
ব্রাড চেলিহাম	গ্যারি জে ব্যাস
A Search for Identity	মেজর আপুল জালিল
The Liberation War of Bangladesh	সুখওয়াত সিং
The Rape of Bangladesh, Bangladesh A Legacy of Blood	অ্যাস্ট্রনি
Witness to Surrender	সিদ্ধিক সালিক
The Betrayal of East Pakistan	এ.কে. খান নিয়াজী

**মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক অন্যান্য গ্রন্থ**

গ্রন্থ	লেখক
মৃত্যুঞ্জয়ী মুজিব	শিরিন আত্তার
দুইশত ছেষটি দিনে ঘায়ীনতা	নুকুল কাদির
কালো ইলিশ	বশির আল হেলাল
জন্মই আমার আজন্ম পাপ	দাউদ হায়দার
লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে	মেজর রাফিকুল ইসলাম
আমি নারী আমি মুক্তিযোদ্ধা	সেলিমা হোসেন
আত্ম কথা ১৯৭১ (স্থিতিচারণমূলক)	নির্মলেন্দু গুণ
ঘায়ীনতা এ শব্দটি কীভাবে আমাদের হলো (কবিতা)	নির্মলেন্দু গুণ
ঘায়ীনতা তুমি, তোমাকে পাওয়ার জন্য হে	শামসুর রাহমান
ঘায়ীনতা	
অফ ব্রাড অফ ফায়ার (মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিকথা)	জাহানরা ইমাম

**গুরুত্বপূর্ণ কিছু গ্রন্থ**

গ্রন্থ	লেখক	গ্রন্থ	লেখক
রেইনকোট,	আখতারজামান	নামহীন পোতা	হাসান
অপঘাত	ইলিয়াস	হীন	আজিজুল হক
একাত্তরের ঘীণ	শাহরিয়ার কবির	সময়ের প্রয়োজনে	জহির
জলেশ্বরীর গঞ্জগুলো	সৈয়দ শামসুল হক	জন্ম যদি তব বঙ্গে	শওকত ওসমান

**মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক স্মৃতিকথা**

স্মৃতিকথা	লেখক	স্মৃতিকথা	লেখক
একাত্তরের দিনগুলি	জাহানরা ইমাম	একাত্তরের ডায়েরী	সুফিয়া কামাল
একাত্তরের নিশান	রাবেয়া খাতুন	ফেরারী ডায়েরী	আলাউদ্দিন আল আজাদ
একাত্তরের ঢাকা	সেলিমা হোসেন	প্রবাসে মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলি	আবু সাঈদ চৌধুরী
স্মৃতির শহর	শামসুর রাহমান	একাত্তরের বিজয়	রফিকুল ইসলাম
একাত্তরের বর্ষমালা, আমি বিজয় দেখেছি	এম আর আখতার মুকুল	আমার কিছু কথা	বঙ্গবন্ধু মুজিবুর রহমান

শেরে বাংলা থেকে বঙ্গবন্ধু, আমার দেখা রাজনীতির ৫০ বছর, আয়না, কুড় কলঘারেস	আবুল মনসুর আহমদ
শেখ বিকেলের মেয়ে, বরফ গলা নদী	জহির রায়হান
তেইশ নম্বর তৈলচিত্র	আলাউদ্দিন আল আজাদ
বিদ্রোহী কবিতা	কাজী নজরুল ইসলাম
বাঁধনহারা, মৃত্যুকুধা, কুহেলিকা (উপন্যাস)	কাজী নজরুল ইসলাম
বিদ্যাদ সিন্ধু, গাজী মিয়ার বঙ্গনী	মীর মোশাররফ হোসেন
কৌতুহলের হাসি (আইনুব খানের শাসনের উপর)	শওকত ওসমান
'বনলতা সেন' কবিতা, ঝুপসী বাংলা	জীবননন্দ দাশ
লালসালু উপন্যাসের লেখক- সৈয়দ ওয়ালীউদ্দ্বাৰ	
১৯৬৭ সালে ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশিত হয়- The Tree without Roots	

**Mihir's GK Final Suggestion (বছর সময়ে পূর্ণাঙ্গ প্রস্তুতির জন্য সাম্প্রতিকসহ বাংলাদেশ, আর্জান্তিক, ভূগোল ও ICT)**

<b>মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্র</b>				<b>মুক্তিযুদ্ধের ভাস্কর্য</b>		
চলচ্চিত্র	পরিচালক	চলচ্চিত্র	পরিচালক	ভাস্কর্য/সৃতিফলক	হ্রাপতি	অবস্থান
ওরা ১১ জন	চারী নজরবল ইসলাম	আগনের পরশমণি	হুমায়ুন আহমেদ	চেতনা ৭১	মোবারক হোসেন নৃপাল	শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়
শোভনের রাধীনতা	মানিক মানবিক	শ্যামল ছায়া		চেতনা ৭১	মোহাম্মদ মইবুল	পুলিশ লাইন, কুষ্টিয়া
হাজর নদী প্রেলেড	চারী নজরবল ইসলাম	জয়ঘাত্রা	তৌকির আহমেদ	পতাকা ৭১	কৃপম রায়	মুসিগঞ্জ
সংগ্রাম		একান্তরের যৌথ	নাসিরউদ্দীন ইউসুফ		শ্যামল চৌধুরী	বাংলাদেশ ক্ষমি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ
মেঘের পরে মেঘ		গেরিলা				
ধীরে বহে মেঘনা	আলমগীর কবির	আবার তোরা মানুষ হ	খান আতাউর রহমান			
আমার বহু রাশেদ		এখনও অনেক রাত				
খেলাধুর	মোরশেদুল ইসলাম	নদীর নাম মধুমতি				
অনিল বাগচির একদিন		চিত্রা নদীর পাড়ে				
একান্তরের লাশ	নাজিম উদ্দিন রিজভী	রাবেয়া				
আলোর মিছিল	নারায়ণ ঘোষ মিতা	জীবন চুলি				
যুদ্ধ শিশু	মৃত্যুঞ্জয় দেবব্রত	দীপ নিতে যায়	ইলজার ইসলাম			
৭১ এর মা জননী	শাহ আলম কিরণ	দেকানবরের মহাপ্রয়াণ	মাসুদ পাথক			
বাধনহারা	এ. জে. মিন্টু	হৃদয়ে '৭১	সাদেক সিদ্দিকী			
কলমালতা	শহীদুল হক খান	জয়বাংলা	ফখরুল আলম			
রাঙ্গাক বাংলা	মমতাজ আলী	মেঘের অনেক রং	হারচুন রশিদ			
<b>মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক বল্লদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র</b>				<b>মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিসৌধ ও ভাস্কর্য</b>		
চলচ্চিত্র	পরিচালক	চলচ্চিত্র	পরিচালক	জাতীয় স্মৃতিসৌধ		
ছলিয়া	তানভীর মোকাম্বেল	আগামী	মোরশেদুল ইসলাম	অবস্থান: ঢাকার অদূরে সাভারের নদীনগরে।		
একান্তরের মিছিল	কবীরী সারোয়ার	সূচনা		ভিত্তিপ্রস্তর ছাপন-১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭২ (শেখ মুজিবুর রহমান)।		
দুর্বত্ত	খান আখতার হোসেন	বখাটে	হাবিবুল ইসলাম হাবিব	উদ্বোধন - ১৬ ডিসেম্বর ১৯৮২ সালে (হাসেইন মু. এরশাদ কর্তৃক)।		
চাকি	এনায়েত করিম বাবুল	আবর্তন, ধূসর যাত্রা	আবু সায়িদ	হ্রাপতি- সৈয়দ মাইবুল হোসেন		
				উচ্চতা: ৪৬.৫ মিটার বা ১৫০ ফুট		
				ফলক আছে- ৭টি এবং করব আছে- ১০টি।		
				“সম্মিলিত প্রয়াস” কলা হয়- জাতীয় স্মৃতিসৌধকে		
				বাংলাদেশের স্মৃতিসৌধের প্রতিকূতি হ্রাপিত হয়েছে- মালদীপের আদৃত ও ভারতের তিপুরায়		
				জাতীয় স্মৃতিসৌধের ৭টি ফলক দ্বারা বৃক্ষাঙ্ক- ইতিহাসের ৭টি পর্যায়কে		
প্রামাণ্যচিত্র	পরিচালক	প্রামাণ্যচিত্র	পরিচালক	১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন	১৯৬৬ সালের ৬ দফা আন্দোলন	
Stop Genocide, A State is Born	জহির রায়হান	Liberation Fighters Diaries of Bangladesh		১৯৫৪ সালের যুক্তফুল নির্বাচন	১৯৬৯ সালের গণ অভ্যাসান	
Innocent Million	বাবুল চৌধুরী	কৃপালী সৈকত		১৯৫৬ সালের ইসলামিক শাসনতন্ত্র	১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধ।	
পলাশী ধানমতি	আব্দুল গফ্ফার চৌধুরী	এক সাগর রক্তের বিনিময়ে		১৯৬২ সালের শিক্ষা আন্দোলন		
Dateline Bangladesh	গীতা মেহতা	১৯৭১	তানভীর কবির			
মুক্তির কথা	তাকের মাসুদ ও ক্যাথারিন	কান্তি মেড ফর ডিজাস্টার	রবার্ট রজার্স			
মুক্তির গান	মাসুদ	সৃতি '৭১	তানভীর মোকাম্বেল			
নাইল মাছস টু ফ্রিডম	এস. সুকুদেব	রিফিউজি '৭১	বিনয় রায়			

পরবর্তী সকল আপডেট ও বইটির উপরে ধারাবাহিকভাবে পরীক্ষা দিতে Join করুন 'Mihir's GK পেইজ'

Page | 65

### জাতীয় স্মৃতিসৌধ

- মুক্তিযুদ্ধের প্রেরণায় ১ম নির্মিত ভাস্কর্য- জাতীয় চৌরঙ্গী
- অবস্থান- জয়দেবপুর চৌরাজা, গাজীপুর
- ভাস্কর্য- শিল্পী আব্দুর রাজাক, নির্মাণ করা হয়- ১৯৭৩ সালে
- প্রেক্ষাপট- ভাকর্যটি ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতের গণহত্যার বিরুদ্ধে বাংলি সৈনিকদের বীরত্বপূর্ণ প্রতিরোধের স্বাক্ষর।

### মুজিবনগর স্মৃতিসৌধ

- মুজিবনগর স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করা হয়- মুজিবনগর সরকারের স্মৃতির  
প্রতি সম্মান জানিয়ে
- অবস্থান- মেঘেরপুর জেলার মুজিবনগরে, হ্রাপতি- তানভীর কবির

### শহীদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধ

- অবস্থান- ঢাকার মিরপুরে, উদ্বোধন হয়- ২২ ডিসেম্বর ১৯৭২ সালে
- উদ্বোধন করেন- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
- ছাপ্তি- মোস্তফা হারুন কুন্দুস হালি

### রায়ের বাজার বধ্যভূমি স্মৃতিসৌধ

- অবস্থান- ঢাকার মোহাম্মদপুর থানার রায়ের বাজার এলাকায়।
- যাদের স্মরণে- ১৯৭১ সালের ১০-১৪ ডিসেম্বর দেশের স্বৰ্যসন্তানদের হত্যা করে এই ছানের ইটের ভাটার পচাতে ফেলে রাখা হয়েছিল।
- স্মৃতিসৌধ নির্মিত- ১৯৯৩ সালে সুর্যসন্তানদের স্মরণে ইটের ভাটার আদলে
- ছাপ্তি- ফরিদ উদ্দীন আহমেদ, জামি আল শফি।

### অপরাজেয় বাংলা

- অবস্থান- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা ভবনের সামনে
- ছাপ্তি- মুক্তিযোদ্ধা ভাস্কর সৈয়দ আব্দুল্লাহ খালিদ
- নির্মাণকাজ শুরু হয়- ১৯৭৩ সালে
- উদ্বোধন করা হয়- ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭৯ সালে
- বৈদির উচ্চতা- ৬ ফুট, ভাস্করের উচ্চতা- ১২ ফুট
- কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে বাংলার নারী পুরুষের মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ ও বিজয়ের প্রতীক

### মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর

- মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর প্রতিষ্ঠিত হয়- ২২ মার্চ ১৯৯৬ সালে
- প্রতিষ্ঠাকালীন অবস্থান- ঢাকার সেগুন বাগিচায়
- বর্তমান অবস্থান- ঢাকার আগারগাঁও
- স্থানাঞ্চল করা হয়- ১৬ এপ্রিল ২০১৭ সালে আগারগাঁও এর নির্মিত নিজীব ভবনে।
- মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক দেশের প্রথম জাদুঘর- মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর।

### বিজয় কেতন

- মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক জাদুঘর- বিজয় কেতন
- অবস্থান- ঢাকা সেনানিবাসে।
- জাদুঘরটির মূল প্রদর্শনী সামগ্রীর মধ্যে রয়েছে- বাংলাদেশের ঐতিহাসিক পটভূমি, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় আটক বঙ্গবন্ধুর বন্দিশালা
- বঙ্গবন্ধুর বন্দিশালার নামকরণ করা হয়েছে- হল অব ফ্রেম নামে
- জাদুঘরের মূল ফটকে নির্মিত হয়েছে- ৭ জন মুক্তিযোদ্ধার মৃত্যি, এদের একজন হলেন বাংলাদেশের পতাকাবাহী একজন নারী।  
বিশেষ এই ভাস্করটিকেই বলা হয় বিজয় কেতন।

### ১৯৭১: গণহত্যা নির্যাতন আর্কাইভ ও জাদুঘর

- প্রথম গণহত্যা আর্কাইভ জাদুঘর- ১৯৭১: গণহত্যা নির্যাতন আর্কাইভ ও জাদুঘর, সবচেয়ে বেশি গণহত্যা করা হয়- চুকনগর, খুলনা
- প্রতিষ্ঠাকালীন অবস্থান- ২০১৪ সালের ১৭ মে খুলনা নগরের ময়লাপোতা এলাকার শেরেবাংলা রোড।
- বর্তমান অবস্থান- সাউথ সেন্ট্রাল রোড, খুলনা।
- জাদুঘরটি শেরেবাংলা রোড থেকে সাউথ সেন্ট্রাল রোডের স্থানাঞ্চল করা হয়- ২০১৬ সালের ২৬ শে মার্চ।

### মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

- গঠিত হয়- ২০০১ সালের ৩০ অক্টোবর
- মন্ত্রণালয়টি রাষ্ট্রীয়ভাবে যে দিবসটি পালন করে - ১লা ডিসেম্বর মুক্তিযোদ্ধা দিবস

### শহীদ সাগর

- শহীদ সাগর- ছেট পুকুর
- অবস্থান- নাটোরের লালপুর উপজেলার নর্থবেঙ্গল সুগার মিলস লি. এর ভিতরে
- পাক বাহিনী পুকুরের সিঁড়িতে অর্ধশতাধিক মানুষকে শুলি করে হত্যা করে- ৫ মে ১৯৭১

### যুদ্ধাপরাধীদের বিচার

#### একান্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির

- ঘাতক দালালদের বিচারের জন্য একান্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি গঠিত করা হয়- ১৯৯২ সালের ১৯ জানুয়ারি
- একান্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির আহ্বায়ক ছিলেন- শহীদ জননী জাহানারা ইমাম।
- সোহরাওয়াদী উদ্যানে ঘাতক দালালদের বিচারের জন্য গঠিত হয়- গণআদালত ১৯৯২ সালে।
- গণআদালত গোলাম আয়মের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ উত্থাপন করেন- ১০টি

### আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল

- আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল গঠিত হয়- ২০১০ সালের ২৫ মার্চ
- দেশের শীর্ষস্থানীয় যুদ্ধাপরাধীদের বিচার হয়- আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল থেকে
- প্রথম রায় এসেছিল- ২০১৩ সালে ২১ জানুয়ারি

### প্রবাসী সরকারের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন

- প্রবাসী সরকার ভারত থেকে বাংলাদেশে আসেন এবং শাসন ক্ষমতা গ্রহণ করেন- ১৯৭১ সালের ২২ ডিসেম্বর
- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রাষ্ট্রপতি ছিলেন- ১০ এপ্রিল ১৯৭১ থেকে ১২ জানুয়ারি ১৯৭২ পর্যন্ত
- বঙ্গবন্ধু প্রধানমন্ত্রী হিসেবে প্রথম দায়িত্ব গ্রহণ করেন- ১২ জানুয়ারি ১৯৭২
- তাজউদ্দীন আহমদ প্রধানমন্ত্রী ছিলেন- ১০ এপ্রিল ১৯৭১ - ১২ জানুয়ারি ১৯৭২ পর্যন্ত
- তাজউদ্দীন আহমদ অর্থমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন- ১২ জানুয়ারি ১৯৭২ থেকে ২৬ অক্টোবর ১৯৭৪ সাল পর্যন্ত

### বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন

- পাক বাহিনী বঙ্গবন্ধুকে ছেফতার করেন- ২৫ মার্চ মধ্যরাত তথা ২৬ মার্চ ১ম প্রহরে
- পাক বাহিনী বঙ্গবন্ধুকে ছেফতার করেন- অপারেশন বিগ বার্ড পরিচালনা করে
- বঙ্গবন্ধুকে ছেফতার করে পাকিস্তানে ফয়সালাবাদ লায়ালপুর জেলে নিয়ে যান- ২৯ মার্চ ১৯৭১
- গোপনে বিচারের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুকে দেশদ্রোহী ঘোষণা করে মৃত্যুদণ্ডের রায় দেয়- ৭ সেপ্টেম্বর ১৯৭১
- ১৯৭১ সালের ৩ ডিসেম্বর ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ শুরু হলে বঙ্গবন্ধুকে লায়ালপুর জেল থেকে সরিয়ে নেয়া হয়- মিয়ানওয়ালি কারাগারে
- বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্তি পান- ৮ জানুয়ারি ১৯৭২
- বঙ্গবন্ধু বৃটেন-ভারত সফর করে বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন করেন- ১০ জানুয়ারি ১৯৭২
- বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস- ১০ জানুয়ারি

### সংবিধান (Constitution)

- রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আইন বা দলিল হলো- সংবিধান।
- রাষ্ট্রের দর্পণ বলা হয়- সংবিধানকে।
- সংবিধান প্রধানত দুই ধরনের (সুপরিবর্তনীয়, দুষ্পরিবর্তনীয়)
- লেখার ভিত্তিতে সংবিধান দুই ধরনের- লিখিত ও অলিখিত।
- অলিখিত সংবিধানের দেশ- যুক্তরাজ্য, স্পেন, নিউজিল্যান্ড ও সৌদি আরব
- পৃথিবীর শান্তি সংবিধান বলা হতো- জাপানের সংবিধানকে।
- পৃথিবীর সবচেয়ে বড় সংবিধান যে দেশের- ভারত।
- পৃথিবীর প্রাচীনতম সংবিধান এবং সবচেয়ে ছোট সংবিধান- যুক্তরাষ্ট্র
- বাংলাদেশের সংবিধান রচিত হয়েছে- ব্রিটেন ও ভারতের সংবিধানের আদলে।

### বাংলাদেশের সংবিধান

- সংবিধান শুরু- প্রস্তাবনা দিয়ে এবং শেষ হয়েছে- তফসিল দিয়ে।
- সংবিধানের প্রকৃতি- লিখিত ও দুষ্পরিবর্তনীয়।
- অভিভাবক / ব্যাখ্যা কারক- সুপ্রিম কোর্ট।
- মূল সংবিধান সংরক্ষিত আছে - শাহবাগ জাতীয় জাদুঘরে।
- বাংলাদেশের সংবিধান রচিত হয়- ইংরেজিতে (বাংলায় অনুবাদ করেন- অধ্যাপক আনিসুজ্জামান)
- সংবিধানের অঙ্গীয়ান আদেশ জারি করেন- শেখ মুজিব (১১ জানুয়ারি ১৯৭২)।
- সংবিধানের গণপরিষদের আদেশ জারি করেন- আবু সাঈদ চৌধুরী (২৩ মার্চ ১৯৭২)।
- গণপরিষদের প্রথম সভাপতি- আব্দুর রশিদ তর্কবাগিশ।
- গণপরিষদের প্রথম স্পিকার- শাহ আব্দুল হামিদ।
- গণপরিষদের প্রথম ডেপুটি স্পিকার- মোহাম্মদ উল্লাহ (জাতীয় সংসদের প্রথম স্পিকার)।
- রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি- ৪টি (জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতা, গণতন্ত্র, ও সমাজতন্ত্র)
- তফসিল/ মৌলিকনীতি- ৭টি, ভাগ বা অধ্যায়- ১১টি, অনুচ্ছেদ- ১৫৩টি
- মোট সংশোধনী- ১৭টি, সংবিধানের বৈশিষ্ট্য- ১২টি।
- রচনা কমিটি সদস্য- ৩৪ জন (আওয়ামী লীগের ৩৩ জন এবং ন্যাপের ১ জন)
- সংবিধানের জনক/রূপকার/চেয়ারম্যান/প্রধান/খসড়া সংবিধান উত্থাপনকারী - ড. কামাল হোসেন।
- একমাত্র মহিলা সদস্য- বেগম রাজিয়া বানু।
- বিশেষ দলীয় সদস্য- সুরজিত সেন গুপ্ত (খসড়া সংবিধানে একমাত্র দাক্কর করেননি)
- হস্ত লেখক- আব্দুর রাউফ (হস্ত লিখিত পৃষ্ঠা ৯৩টি এবং স্বাক্ষরসহ মোট পৃষ্ঠা ১০৮টি)।
- অক্ষসজ্জা করেন- শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন।
- গণ-পরিষদে উপায়িত- ১২ অক্টোবর, ১৯৭২ সালে।
- গণ-পরিষদে গৃহীত হয়- ৮ নভেম্বর, ১৯৭২ সালে।
- স্বাক্ষরিত হয়- ১৪ ও ১৫ ডিসেম্বর, ১৯৭২ সালে।
- কার্যকর হয় এবং গণপরিষদ বাতিল হয়- ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭২ সালে।

### সংবিধানের ভাগ - ১১টি ভাগ

- টেকনিক: পুরা মনের সাথে নিয়মিত অবিচার করলে নির্বাচনের হিসাব কর্ম সংশোধন বিবিধ করতে হবে।
- প্র = প্রথম ভাগ - প্রজাতন্ত্র (অনুচ্ছেদ ১- ৭)\*\*\*
- রা = দ্বিতীয় ভাগ - রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি (অনুচ্ছেদ ৮-২৫)\*
- মনের = তৃতীয় ভাগ - মৌলিক অধিকার (অনুচ্ছেদ ২৬-৮৭)\*\*\*
- নিয়মিত = চতুর্থ ভাগ - নির্বাচী বিভাগ (অনুচ্ছেদ ৪৮-৬৪)\*\*\*
- অ = পঞ্চম ভাগ - আইনসভা (অনুচ্ছেদ ৬৫-৯৩)
- বিচার = ষষ্ঠ ভাগ - বিচার বিভাগ (অনুচ্ছেদ ৯৪-১১৭)
- নির্বাচন = সপ্তম ভাগ - নির্বাচন (অনুচ্ছেদ ১১৮-১২৬)
- হিসাব = অষ্টম ভাগ - মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক (অনুচ্ছেদ ১২৭- ১৩২)
- কর্ম = নবম ভাগ-বাংলাদেশের কর্মবিভাগ (অনুচ্ছেদ ১৩৩-১৪১)
- সংশোধন = দশম ভাগ - সংবিধান সংশোধনী (অনুচ্ছেদ ১৪২)
- বিবিধ = একাদশ - বিবিধ (অনুচ্ছেদ ১৪৩ - ১৫৩)

### সংবিধানের গুরুত্বপূর্ণ অনুচ্ছেদ

বিষয়	অনুচ্ছেদ নং
১	প্রজাতন্ত্র
২ (ক)	রাষ্ট্রধর্ম
৩ ***	রাষ্ট্রভাষা
৪ ***	জাতীয় সংগীত, পতাকা ও প্রতীক
৪ (ক) ***	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতি স্থাপন
৫ *	রাজধানী
৬(২)***	নাগরিকত্ব
৭	সংবিধানের প্রাধান্য (১) প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ
৭ (ক)	সংবিধান বাতিল, ইত্যাদি অপরাধ
৭ (খ)	সংবিধানের মৌলিক বিধানাবলী সংশোধন অযোগ্য
৮	মূলনীতি
৯	জাতীয়তাবাদ
১০	সমাজতন্ত্র ও শোষণযুক্তি
১১	গণতন্ত্র ও মানবাধিকার
১২	ধর্ম নিরপেক্ষতা ও ধর্মীয় স্বাধীনতা
১৩	মালিকানার নীতি
১৪	কৃষক ও শ্রমিকের মুক্তি
১৫	মৌলিক প্রয়োজনের ব্যবস্থা ক) অগ্ন, বৰ্ত, আশ্রয়, শিক্ষা ও চিকিৎসাসহ জীবনধারণের মৌলিক উপকরণের ব্যবস্থা
১৬	গ্রামীণ উন্নয়ন ও কৃষি বিপ্লব
১৭ ***	অবৈত্তিক শিক্ষা ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা
১৮	জনস্বাস্থ্য ও নৈতিকতা
১৮ ক	পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও উন্নয়ন
১৯	সুযোগের সমতা ৩) জাতীয় জীবনের সর্বস্তরের মহিলাদের অংশগ্রহণ ও সুযোগের সমতা রাষ্ট্র নিশ্চিত করিবে
২০	অধিকার ও কর্তব্যরূপে কর্ম ২) রাষ্ট্র এমন অবস্থান সৃষ্টির চেষ্টা করিবেন, যেখানে সাধারণ নীতি হিসেবে কোন ব্যক্তি অনুপার্জিত আয় তোগ করিতে সমর্থ হইবেন না.....।

**Mihir's GK Final Suggestion (বছর সময়ে পূর্ণাঙ্গ প্রস্তুতির জন্য সাম্প্রতিকসহ বাংলাদেশ, আন্তর্জাতিক, ভূগোল ও ICT)**

২১	নাগরিক ও সরকারী কর্মচারীদের কর্তব্য ২) সকল সময়ে জনগণের সেবা করিবার চেষ্টা করা প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত প্রাত্যক্ষ ব্যক্তির কর্তব্য।	১৪৫	চুক্তি ও দলিল	
২২ ***	নির্বাহী বিভাগ থেকে বিভার বিভাগ প্রথক (২০০৭)	১৪৫ ক	আন্তর্জাতিক চুক্তি	
২৩	জাতীয় সংস্কৃতি	১৪৮	পদের শপথ	
২৩ (ক)	উপজাতি ও সুন্দর নৃতান্ত্রিক গোষ্ঠী	১৫০	ক্রান্তিকালীন অঞ্চলীয় বিধানাবলি	
২৪	জাতীয় স্মৃতি নির্দর্শন প্রত্নতি	১৫২	ব্যাখ্যা	
২৫	আন্তর্জাতিক শাস্তি, নিরাপত্তা ও সংহতির উন্নয়ন	১৫৩	প্রবর্তন, উল্লেখ ও নির্ভরযোগ্য পাঠ	
২৬	মৌলিক অধিকারের সহিত অসমঙ্গস আইন বাতিল	<b>সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান ও পদ</b>		
২৭ ***	আইনের দৃষ্টিতে সমতা	সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান	সাংবিধানিক পদ	
২৮ (২)***	নারী পুরুষের সমান অধিকার	জাতীয় সংসদ সচিবালয়	রাষ্ট্রপতি	
২৯ **	সরকারী নিয়োগ লাভে সুযোগের সমতা	প্রশাসনিক ট্রাইবুনাল	প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপ-মন্ত্রী	
৩০	বিদেশী খেতাব প্রভৃতি গ্রহণ নিষিদ্ধকরণ (রাষ্ট্রপতির অনুমতিতেও গ্রহণ করা যাবে)	নির্বাচন কমিশন	অ্যাটর্নি জেনারেল	
৩১ *	আইনের আঞ্চলিক লাভের অধিকার	অ্যাটর্নি জেনারেল	সংসদ সদস্য	
৩২ *	জীবন ও ব্যক্তি স্বাধীনতার অধিকার রক্ষণ	মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের দণ্ডন	স্পীকার, ডেপুটি স্পীকার	
৩৩ *	গ্রেওয়ার ও আটক সম্পর্কে রক্ষাক্রবচ	সরকারী কর্ম কমিশন	প্রধান বিচারপতি ও অন্যান্য বিচারপতি	
৩৬ ***	চলাচলের স্বাধীনতা	-	প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অন্যান্য কমিশনার	
৩৭	সমাবেশের স্বাধীনতা	-	মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক	
৩৮	সংগঠনের স্বাধীনতা	-	সরকারী কর্ম কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্য	
৩৯ ***	চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা এবং বাক-স্বাধীনতা (২) খ- সংবাদপত্রের স্বাধীনতার	সাংবিধানিক যে পদের শপথ নেই- অ্যাটর্নি জেনারেল		
৪০	পেশা বা বৃত্তির স্বাধীনতা	<b>তফসিল</b>		
৪১	ধর্মীয় স্বাধীনতা	তফসিল : ৭টি যথা-		
৪৮ *	রাষ্ট্রপতি নিয়োগ	▪ প্রথম তফসিল : অন্যান্য বিধান সভ্যেও কার্যকর আইন।		
৪৯ **	রাষ্ট্রপতির ক্ষমা প্রদর্শন	▪ দ্বিতীয় তফসিল : রাষ্ট্রপতি নির্বাচন (বিলুপ্ত)।		
৫১	রাষ্ট্রপতির দায়মুক্তি	▪ তৃতীয় তফসিল : শপথ ও ঘোষণা।		
৫২	অভিসংশন	▪ চতুর্থ তফসিল : ক্রান্তিকালীন ও অঞ্চলীয় বিধানাবলি।		
৫৫	মন্ত্রিসভা (২) প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক বা তাহার কর্তৃতে এই সংবিধান অনুযায়ী প্রজাতন্ত্রের নির্বাহী ক্ষমতা প্রযুক্ত হইবে।	▪ পঞ্চম তফসিল : ২৫ মার্চ, ১৯৭১; ২৬ মার্চ প্রথম প্রহরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃত প্রদত্ত স্বাধীনতার ঘোষণা।***		
৬৪ **	অ্যাটর্নি জেনারেল	▪ ষষ্ঠম তফসিল : ১০ এপ্রিল, ১৯৭১ এর মুজিবনগর সরকারের জারিকৃত স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র।***		
৭০ **	ক্ষেত্র ক্রেসিং	<b>সংবিধান সংশোধনী</b>		
৭৭ ***	ন্যায়পাল	সংশোধনী	সাল	বিষয়
৮১	অর্থনৈতিক	প্রথম সংশোধনী	১৯৭৩	• যুক্তপরাধীদের বিচার নিশ্চিতকরণ
৮৭	বার্ষিক আর্থিক বিবৃতি (বাজেট)	দ্বিতীয় সংশোধনী	১৯৭৩	• জরুরি অবস্থার বিধান
৯৩ ***	অধ্যাদেশ প্রণয়নের ক্ষমতা	তৃতীয় সংশোধনী	১৯৭৪	• সীমান্ত চুক্তি/চিটমহল বিনিয়োগ চুক্তি
৯৪ *	সুপ্রিম কোর্ট গঠন	চতুর্থ সংশোধনী	১৯৭৫	• সংসদীয় সরকারের পরিবর্তে রাষ্ট্রপতির শাসন চালু • বহুদলীয় রাজনীতির পরিবর্তে একদলীয় রাজনীতি (বাকশাল) প্রতিষ্ঠা
৯৫ *	বিচারপতি নিয়োগ	পঞ্চম সংশোধনী	১৯৭৯	• সংবিধানে বিসমিল্লাহ সংযোজন • জাতি হিসেবে বাঙালি এবং নাগরিক হিসেবে বাংলাদেশী • প্রথম বিকৃত সংশোধনী (First Distortion) বলা হয়
১০৮	কোড অব রেল্টের রূপে সুপ্রিম কোর্ট	অষ্টম সংশোধনী	১৯৮৮	• ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম করা হয় • Dacca কে Dhaka করা হয় • Bengali কে Bangla করা হয়
১১৭ **	প্রশাসনিক ট্রাইবুনাল			
১১৮ ***	নির্বাচন কমিশন			
১২৭ **	মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক			
১৩৭ ***	সরকারী কর্ম কমিশন			
১৪১ (ক)	জরুরী অবস্থা ঘোষণা			
১৪২	সংবিধানের সংশোধনের ক্ষমতা			

**Mihir's GK Final Suggestion (বর্তমানে পূর্ণাঙ্গ প্রস্তুতির জন্য সাম্প্রতিকসহ বাংলাদেশ, আর্জান্তিক, ভূগোল ও ICT)**

দাদশ সংশোধনী	১৯৯১	• রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারের পরিবর্তে সংসদীয় সরকার পুনঃপ্রবর্তন
অয়োদশ সংশোধনী	১৯৯৬	• তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবহৃত চালু
পঞ্চদশ সংশোধনী	২০১১	• তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবহৃত বিলুপ্ত • স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র সংযোজিত হয় • বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ সংযোজন • জাতির পিতার প্রতিকৃতি সংরক্ষণ • সংরক্ষিত নারী আসন ৪৫টি থেকে ৫০ টিতে বৃদ্ধি করা হয় • ১৯৭২ সালের সংবিধানের মূলনীতি পুনৰ্গৱায় বাহাল রাখা হয়
যোড়শ সংশোধনী	২০১৪	• বিচারপতিদের অভিশংসনের ফলমতা জাতীয় সংসদের হাতে প্রদান • ২০১৭ সালের ৩ জুলাই- যোড়শ সংশোধনীকে সুপ্রিমকোর্ট অবৈধ ঘোষণা করেন।
সপ্তদশ সংশোধনী	৮ জুলাই ২০১৮	• সংসদে ৫০টি সংরক্ষিত নারী আসন আগামী ২৫ বছরের জন্য নির্ধারণ

**Note:** এ পর্যন্ত সংবিধান সংশোধনী হাইকোর্ট বাতিল করে- ৪টি (পঞ্চম,  
সপ্তম, ত্রয়োদশ, যোড়শ)

বঙ্গবন্ধুর সময় সংবিধান সংশোধনী হয়- ৪টি।

### জাতীয় সংসদ (House of The Nation)

- বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আইন পরিষদ/আইনসভা/পার্লামেন্ট।
- বাংলাদেশের আইনসভা- এককক্ষ বিশিষ্ট
- জাতীয় সংসদ ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর- ১৯৬১ সাল আইয়ুব খান কর্তৃক।
- জাতীয় সংসদ ভবনের উদ্ঘোষণ- ১৯৮২ সালে আব্দুস ছাত্রার কর্তৃক।
- জাতীয় সংসদ ভবনের হাস্পতি- লুই আই কান (এস্টেনিয়ার বংশোদ্ধৃত মার্কিন নাগরিক), ২১৫ একর জায়গাতে ৯তলা ভবন অবস্থিত।
- জাতীয় সংসদ ভবন ছাপ্তিক সৌন্দর্যের জন্য আগাখান প্ররক্ষার পান- ১৯৮৯ সালে
- জাতীয় সংসদ ভবনের প্রতীক- শাপলা।
- জাতীয় সংসদ ভবনের মোট আসন- ৩৫০টি (নির্বাচিত আসন ৩০০টি,  
সংরক্ষিত আসন ৫০টি)
- নির্বাচিত ৩০০ আসনের ১ নং আসন আছে- পথগড়।
- নির্বাচিত ৩০০ আসনের ৩০০ নং আসন আছে- বান্দরবান।
- সবচেয়ে বেশি সংসদের আসন রয়েছে- ঢাকা জেলায় (২০টি)
- সবচেয়ে কম সংসদের আসন রয়েছে- ৩টি জেলায় (রাঙামাটি ১টি,  
খাগড়াছড়ি ১টি, বান্দরবান ১টি)
- জাতীয় সংসদে নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসন ছিল না- ৪৪ জাতীয় সংসদে
- জাতীয় সংসদের স্থানীকারের ভোটকে বলে- কাস্টিং ভোট।
- জাতীয় সংসদে ক্লোর ক্রেসিং হলো- নিজ দলের বিপক্ষে ভোট দান বা  
অন্য দলে যোগদান করা।
- জাতীয় সংসদের প্রথম নির্বাচন হয়- ৭ মার্চ, ১৯৭৩ সাল
- জাতীয় সংসদের প্রথম স্থানীকার- মোহাম্মদ উল্লাহ।
- জাতীয় সংসদের প্রথম নেতা-শেখ মুজিবুর রহমান।
- জাতীয় সংসদের অধিবেশন আরোহন, শুগিত, ভেঙ্গে দিতে পারেন ও  
অভিভাবক- রাষ্ট্রপতি (যিনি ৩৫ বছর বয়সে নিয়োগ পান)।
- সংসদ সদস্যদের দ্বারা উত্থাপিত বিল- বেসরকারি বিল
- মন্ত্রীদের দ্বারা উত্থাপিত বিল- সরকারি বিল

- জাতীয় সংসদে অধিবেশনের পরিচালনা করেন, বক্তব্য প্রদানের সুযোগ  
করে দেন- পিচকার।
- জাতীয় সংসদের হাইপের কাজ হলো- সংসদের শৃঙ্খলা রক্ষা করা।
- বর্তমান সংসদ ভবনের পূর্বৰ্বৰ্তী কার্যক্রম হয়- ঢাবির জগতাপ হলে।
- বাংলাদেশের যে সংসদে প্রধানমন্ত্রীর প্রশ়িক্ষণ পর্ব চালু হয়- ৭ম সংসদে
- সাদা-কালো পোস্টার, ছবি মুক্ত ভোটার তালিকা, না ভোট চালু হয়- নবম  
সংসদে
- প্রধানমন্ত্রী, অন্যান্য মন্ত্রী, স্থানীকার, প্রধান বিচারপতি কে নিয়োগ ও শপথ বাক্য  
পাঠ করান- রাষ্ট্রপতি।
- রাষ্ট্রপতি ও সংসদ সদস্যকে শপথ বাক্য পাঠ করান- স্থানীকার।
- নির্বাচন কমিশনের প্রধান, মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়মাবলীর প্রধান, সরকারি  
কর্ম কমিশনের চেয়ারম্যান কে নিয়োগ দেন- রাষ্ট্রপতি কিন্তু শপথ বাক্য পাঠ  
করান- প্রধান বিচারপতি।
- প্রধানমন্ত্রীর বাস ভবনের নাম- গণভবন, (শেরে বাংলা নগর)।
- রাষ্ট্রপতির বাস ভবনের নাম- বঙ্গভবন (দিলকুশা, মতিবিল)।
- বাংলাদেশ প্রশাসনের মাঝেক্ষেত্রে হলো- সচিবালয়।
- সরকারি যাবতীয় সিদ্ধান্ত সর্বপ্রথম গৃহিত হয়- সচিবালয়ে।
- বাংলাদেশের সচিবালয় হলো- আমলাতাত্ত্বিক

### সংখ্যাতত্ত্ব

১২০	জরুরী অবস্থার মেয়াদ সর্বোচ্চ ১২০ দিন
৯০	উপনির্বাচনের মেয়াদ ৯০ দিন, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মেয়াদ ছিল ৯০ দিন, স্থানীকারের পূর্বানুমতি ছাড়া কোন সংসদ সদস্য ৯০ দিনের বেশি সংসদের বাহিরে থাকতে পারবেন না।
৬০	দুই অধিবেশনের মধ্যবর্তী সময় সর্বোচ্চ ৬০ দিন
৩০	সাধারণ নির্বাচন হওয়া ৩০ দিনের মধ্যে সংসদের প্রথম অধিবেশন হবে
১৫	রাষ্ট্রপতি যে কোন বিল স্বাক্ষরের জন্য সময় পান ১৫ দিন
৭	সংশোধিত বিলের জন্য রাষ্ট্রপতি সময় পান ৭ দিন

### Warrant of Precedence বা রাষ্ট্রের পদমালক্রম

প্রথম	(রাষ্ট্রপ্রধান) মহামান্য রাষ্ট্রপতি
দ্বিতীয়	(সরকার প্রধান) মাননীয় প্রধানমন্ত্রী
তৃতীয়	জাতীয় সংসদের স্থানীকার
চতুর্থ	বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি ও প্রাক্তন রাষ্ট্রপতিবৃন্দ
পঞ্চম	মন্ত্রিবর্গ, চীফ টাইফ, ডেপুটি স্থানীকার, বিমোচী দলীয় নেতা
সপ্তদশ	বিশ্ববিদ্যালয়ের উপচার্য, জাতীয় অধ্যাপক, সচিব পদ মর্যাদার কর্মকর্তা

### বাংলাদেশের প্রতিরক্ষাবাহিনী ও অন্যান্য বাহিনীর সদর দপ্তর

বাহিনীর নাম	সদর দপ্তর	প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
বাংলাদেশ সেনাবাহিনী	কুর্মিটোলা, ঢাকা	ভাটিয়ারী, চট্টগ্রাম
বাংলাদেশ নৌবাহিনী	বলানী, ঢাকা	পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম
বাংলাদেশ বিমানবাহিনী	কুর্মিটোলা, ঢাকা	যশোর
বাংলাদেশ পুলিশ	ফুলবাড়িয়া	সারদা, রাজশাহী
বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)	পিলখানা, ঢাকা	বাইতুল ইজ্জত, সাতকানিয়া
বাংলাদেশ আনন্দার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী	খিলগাঁও, ঢাকা	সফিপুর, গাজীপুর

## সুশাসন (Good Governance)

- ১৯৮৯ সালে সুশাসনের প্রথম ধারণা দেন- বিশ্বব্যাংক।
- জনগণ, রাষ্ট্র ও প্রশাসনের সাথে ঘনিষ্ঠ প্রত্যয় হলো- সুশাসন।
- সুশাসন হচ্ছে এমন একটি শাসন ব্যবস্থা যা শাসক ও শাসিতের মধ্যে সুসম্পর্ক গড়ে তোলে।
- সুশাসন বলতে -রাষ্ট্রের সঙ্গে সুশীল সমাজের, সরকারের সঙ্গে শাসিত জনগণের, শাসকের সঙ্গে শাসিতের সম্পর্ক বোঝায়” বলেছেন- ম্যাককরনী।
- ১৯৯৭ সালে UNDP সুশাসন নিশ্চিতকরণে উপাদান উল্লেখ করেন- ৯টি।
- মানুষের আচরণ পরিচালনাকারী নীতি ও মানদণ্ড হলো- মূল্যবোধ।
- সরকারি চাকরীতে সততার মাপকাটি- নির্মোহ ও নিরপেক্ষভাবে অর্পিত দায়িত্ব যথাবিধি সম্পন্ন করা।
- ২০০২ সালে Johannesburg Plan of Implementation সুশাসনের সঙ্গে যে বিষয়টিকে অধিক গুরুত্ব দেয়- টেকসই উন্নয়ন
- বিশ্বব্যাংকের মতে সুশাসনের জ্ঞত- ৪টি এবং উপাদান - ৬টি।
- সুশাসনের পূর্ব শর্ত হচ্ছে- মত প্রকাশের স্বাধীনতা, অর্থনীতি ও সামাজিক উন্নয়ন।
- সমাজের শিক্ষিত শ্রেণির যে অংশ সরকার বা কর্পোরেট এপে থাকে না কিন্তু সকলের উপর প্রভাব বিজ্ঞার করার ক্ষমতা রাখে- সুশীল সমাজ।
- Civil Society শব্দের পরিভাষা - সুশীল সমাজ।
- সুশীল সমাজের কাজ - সরকারকে দিকনির্দেশনা দেয়া।
- ১৯৮৬ সালে কার্যক্রম শুরু হওয়া আইন ও সালিশ কেন্দ্র যে ধরনের সংঘা - মানবাধিকার।
- সুশাসনের পথে অঙ্গরায়- স্বজনপ্রীতি।
- নিরপেক্ষ ও শক্তিশালী গণমাধ্যমের অনুপস্থিতি যার অঙ্গরায়- সুশাসনের জবাবদিইমূলক উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় সুশীল সমাজের প্রত্যক্ষ অংশহৃঢ়কে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে ১৯৯৩ সালে সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ প্রতিষ্ঠা করেন- অধ্যাপক শফিক রেহমান।
- চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী হচ্ছে এমন এক গোষ্ঠী যার সদস্যগণ সমজাতীয় মনোভাব এবং স্বার্থের দ্বারা আবদ্ধ, স্বার্থের ভিত্তিতে তারা পরস্পরের সাথে আবদ্ধ হন।
- Almond ও Powel চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠীকে বিভক্ত করেছেন - ৪ ভাগে (স্বতন্ত্র স্বার্থগোষ্ঠী, সংগঠনভিত্তিক স্বার্থগোষ্ঠী, সংগঠনহীন স্বার্থগোষ্ঠী, প্রাতিষ্ঠানিক স্বার্থগোষ্ঠী)।
- গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে বিকল্প সরকার বলা হয় - বিরোধী দলকে।
- বাংলাদেশের নবনৈতিকতার প্রবর্তক হলেন- আরজ আলী মাতৃর প্রস্তরের সাথে আবদ্ধ হন।
- IMF Good Governance এর এজেন্টা গ্রহণ করে - ১৯৯৬ সালে।
- IDA সুশাসনের উপর প্রতিবেদন প্রকাশ করে- ১৯৯৮ সালে।
- ১৯৯৫ সালে ADB সুশাসনের উপর রিপোর্ট প্রকাশ করে- Governance: Sound Development Management নামে।
- বিশ্বব্যাংক সুশাসনের সংজ্ঞা প্রদান করে- শাসন প্রক্রিয়া এবং উন্নয়ন শীর্ষক রিপোর্টে।
- ১৯৯৭ সালে জাতিসংঘ শীর্ষক প্রতিবেদন প্রকাশ করে- শাসন ও ক্রমবর্ধমান মানবিক উন্নয়ন।
- কোটিল্য ও IDA -এর মতে সুশাসনের উপাদান- ৪টি।
- জাতিসংঘের মতে সুশাসনের উপাদান - ৮টি।

- রাষ্ট্রের কোর্থ এস্টেট বা চতুর্থ জ্ঞত- গণমাধ্যম।
- উপযোগবাদ (Utilitarianism) তত্ত্বের জনক বা প্রতিষ্ঠাতা- ইলিশ দার্শনিক জেরেমি বেছাম।
- জেরেমি বেছাম ১৭৮৯ সালে প্রকাশিত তাঁর 'An Introduction of the Principles of Morals and Legislation' হচ্ছে উপযোগবাদ তথ্যটি প্রথম ব্যাখ্যা করেন।
- 'Critique of Pure Reason', 'Critique of Practical Reason' রচয়িতা- জার্মান অধিবাসী নৈতিক দার্শনিক ইমানুয়েল কান্ট।
- ব্রিটিশ দার্শনিক বাট্টার্স রাসেল এর বিখ্যাত এস্ট- A History of Western Philosophy, The elements of Ethics, Introduction to Mathematical Philosophy, Human Society in Ethics and Politics, Power: A New Social Analysis, Principia Mathematica, Dictionary of Mind, Marriage & Morals.

## বাংলাদেশের নদী-নদী

- নদী বিদ্যাকে বলা হয়- পোটোমলোজি। (Potamology)
- যৌথ নদী কমিশন (JRC) গঠিত হয়- ১৯৭২ সালে।
- বাংলাদেশের আন্তর্সীমান্ত/অভিস্থ নদী- ৫৭টি।
- বাংলাদেশ ও ভারত এর মধ্যে অভিস্থ নদীর সংখ্যা- ৫৪টি।
- মিয়ানমার থেকে বাংলাদেশে প্রবেশকারী নদী- ৩টি (নাফ, মাতামুহূরী, সান্দু)।
- বাংলাদেশ নদী গবেষণা ইনসিটিউট অবহিত- হাকেকান্দি, ফরিদপুর।
- বাংলাদেশ নদী গবেষণা ইনসিটিউট প্রতিষ্ঠিত হয়- ১৯৭৭ সালে।
- বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক মানের নদী- ২টি (পদ্মা ও ব্ৰহ্মপুত্ৰ)
- কুমিল্লার দুৰ্ঘ কো হয়/ যে নদীতে জোয়ার ভাটা হয় না - গোমতী নদীকে।
- ১৭৮৭ সালের ভূমিকম্পের ফলে সৃষ্টি নদী- যমুনা।
- পশ্চিমাঞ্চলের লাইফ লাইন কো হয়- গড়াই নদীকে।
- পশ্চিমা বাহিনীর নদী বলা হয়- বিল ডাকাতিয়াকে।
- বাংলার দুৰ্ঘ কো হয়- দামোদার নদীকে।
- চট্টগ্রামের দুৰ্ঘ কো হয়- চাকতাই খালকে।
- বাংলার সুয়েজখাল বলা হয়- গাবখান নদীকে (ঝালকাঠি)।
- বাংলাদেশ ও মিয়ানমারকে বিভক্তকারী নদী- নাফ (দৈর্ঘ্য ৫৬ কি.মি.)।
- বাংলাদেশ ও ভারতকে বিভক্তকারী নদী- হাড়িয়াভাঙা। (সাতক্ষীর জেলার সীমান্তে, দৈর্ঘ্য ৩৮ কি.মি.)
- বাংলাদেশের জলনীমায় উৎপন্ন ও সমাপ্তি নদী- হালদা।
- বাংলাদেশের একমাত্র প্রাকৃতিক মৎস্য প্রজনন কেন্দ্র- হালদা নদী।
- এশিয়ার বৃহত্ম প্রাকৃতিক মৎস্য প্রজনন কেন্দ্র-হালদা নদী।
- বাংলাদেশের প্রধান নদীবদ্ধর- নারায়ণগঞ্জ।
- বাংলাদেশের একমাত্র বিদ্যুৎ উৎপাদনে সক্ষম নদী- কর্ণফুলী।
- বাংলাদেশের একমাত্র খরগোতা নদী- কর্ণফুলী।
- ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদের বৰ্তমান প্ৰাবাহ যে নামে পরিচিত- যমুনা।
- ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদের তিকোনীয় অংশের নাম- সানপো।
- তিকোন (চীন)-ভারত, ভুটান-বাংলাদেশের ভিতৰ দিয়ে প্ৰবাহিত নদ- ব্ৰহ্মপুত্ৰ
- নেপাল-ভারত বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে প্ৰবাহিত নদী- পদ্মা।
- যে নদীটির নামকরণ কো হয়েছে একজন ব্যক্তির নামে- রূপসা (জলপাল শাহ)।
- যে নদীটির নামে জেলার নামকরণ কো হয়েছে- ফেনী (ফেনী জেলা)।

### প্রথম বিশ্বযুদ্ধে নেতৃত্বান্বকারী বিভিন্ন দেশের নেতা

ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী	হ্যানরো আসকুইথ
	লরেড জর্জ
যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট	উদ্বো উইলসন (২৮ তম)
রাশিয়ার রাজা	জার দ্বিতীয় নিকোলাস।
জার্মানির রাজা	দ্বিতীয় উইলহেম

### জাতিপুঞ্জ (League of Nations)

- প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য- বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠা করা।
- যাত্রা- ১৯২০ সালের ১০ জানুয়ারি।
- প্রস্তাবক ছিলেন- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ২৮ তম প্রেসিডেন্ট উদ্বো উইলসন।
- সদর দপ্তর- জেনেভা (সুইজারল্যান্ড)
- ১৪ দফা উপাগন করেন- উদ্বো উইলসন
- জাতিপুঞ্জের উদ্যোগা হয়েও সদস্য ছিল না- যুক্তরাষ্ট্র।
- বিলুপ্ত হয়- ১৯৩৯ সালে (২য় বিশ্বযুদ্ধের শুরু মাধ্যমে)।
- অনুষ্ঠানিকভাবে বিলুপ্ত হয়- ১৯৪৬ সালে।

### দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ

- শুরু হয়- ১ সেপ্টেম্বর, ১৯৩৯ (জার্মানি পোল্যান্ডকে আক্রমণের মাধ্যমে)।
- শেষ হয়- ২ সেপ্টেম্বর, ১৯৪৫।

অক্ষশক্তি	মিথশক্তি
জার্মানি, জাপান, ইতালি (জাজাই)	পোল্যান্ড, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, রাশিয়া, ফ্রান্স, ক্রেজিয়াম।

- ১৯৪১ সালের ৭ ডিসেম্বর জাপান আমেরিকার যে নৌবাটিতে বোমা নিক্ষেপ করে-পার্ল হারবার।
- আমেরিকা দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধে যোগদান করে- ১৯৪১ সালে ৮ ডিসেম্বর
- ১৯৪৪ সালে ৬ জুন ফ্রান্সের নরম্যান্ডিতে মিত্র শক্তি “অপারেশন ডোবলোড” (কোড ন্যাম অপারেশন নেপচুন) পরিচালনা করে হিটলারের বাহিনীকে পরাজিত হয় যা ইতিহাসে D-Day নামে পরিচিত (৬ জুন D-Day দিবস)।
- ১৯৪৫ সালের ৩০ এপ্রিল আত্মহত্যা করে- জার্মানির হিটলার।

### বিশ্বযুদ্ধকালীন বিভিন্ন দেশের নেতা

- যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী- উইলসন চার্চিল।
- যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট- রুজভেল্ট (৩২ তম) ও ট্রুম্যান (৩৩তম)
- রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট- যোসেফ স্টালিন।
- জার্মানির চ্যালেন্ডার- এডলফ হিটলার।
- ইতালির প্রেসিডেন্ট- মুসোলিনি।
- জাপানের স্মৃট- হিরোহিতো (১২৪তম)।
- এডলফ হিটলার আত্মহত্যা করেন- ১৯৪৫ সালে ৩০ এপ্রিল।
- ১৯৪৫ সালের ৬ আগস্ট- জাপানের হিরোশিমায় লিটলবয় নিক্ষেপ করে ট্রুম্যানের নির্দেশে।
- ১৯৪৫ সালে ৯ আগস্ট- জাপানের নাগাসাকিতে ফ্যাটম্যান বোমা নিক্ষেপ করে ট্রুম্যানের নির্দেশে।
- দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পিতৃভূমি বলা হয়- রাশিয়াকে।
- দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মহড়া ক্ষেত্র বলা হয়- স্পেনের গৃহযুদ্ধকে।
- জার্মানি আন্তর্সমর্পণ করে- ১৯৪৫ সালে ৭ মে।
- ১৯৪৫ সালের ৮ মে জার্মানির আন্তর্সমর্পণ উপলক্ষে ইউরোপে যে বিজয় উৎসব পালিত হয় তা ইতিহাসে পরিচিত- V E Day (Victory in Europe) নামে।
- জাপান আন্তর্সমর্পণ করে- ১৯৪৫ সালে ১৪ আগস্ট।
- ১৯৪৫ সালের ২ সেপ্টেম্বর জাপান অনুষ্ঠানিকভাবে আন্তর্সমর্পণ দলিল এ দাক্ষ করে যা ইতিহাসে পরিচিত- V J Day (Victory Over Japan Day) নামে।

### দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জড়িত ভ্রান্তি

- আল-আমিন যুদ্ধক্ষেত্রে অবস্থিত - আফ্রিকার মিশেরে।
- ন্যুরেমবার্গ আদালত অবস্থিত- জার্মানিতে, টোকিও ট্রায়াল- জাপান
- টোকিও ট্রায়ালের বাঙালি বিচারক ছিলেন- রাধা বিনোদ পাল
- স্ট্যান্ড অব পিচ অবস্থিত- জাপানের নাগাসাকিতে।
- কমলগোফেখ সমাধিক্ষেত্র/মরণামতি ওয়ার সেমিট্রি অবস্থিত- কুমিল্লা ও চট্টগ্রাম
- কর্ণার স্টেচন অব পিস অবস্থিত- জাপানের প্রকিন্নাওয়াতে।

### জাতিসংঘ (United Nations)

- প্রতিষ্ঠা- ১৯৪৫ সালের, ২৪ অক্টোবর।
- সদর দপ্তর- নিউইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্র। (ইস্ট নদীর তীরে)
- প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্য- ৫১টি। (৫১ তম সদস্য দেশ- পোল্যান্ড)
- বর্তমান সদস্য- ১৯৩টি।
- সর্বশেষ সদস্য- দক্ষিণ সুদান (১৪ জুলাই, ২০১১)।
- আধীন দেশ কিন্তু জাতিসংঘের সদস্য নয়- ২টি (ভার্টিক্যান সিটি ও কসোভো)।
- জাতিসংঘের পর্যবেক্ষক দেশ- ২টি (ভ্যাটিকান সিটি ও প্যালেস্টাইন)।
- মোট ভাষা- ৬টি (ইংরেজি, ফ্রেঞ্চ, চাইনিজ, ইংলি, স্প্যানিশ, আরবি)
- অফিসিয়াল বা কার্যকরি ভাষা- ২টি (ইংরেজি ও ফ্রেঞ্চ)
- জাতিসংঘের বর্তমান মহাসচিব- আয়াতোনিও গুতেরেস (৯ম, পর্তুগাল)।
- জাতিসংঘের প্রথম মহাসচিব- ট্রিগ্লেভী (নরওয়ে)
- জাতিসংঘের যে মহাসচিব বিমান দুর্ঘটনায় মারা যান- দ্যাগ হ্যামারশোভ, সুইডেন (১৯৬১ সালে)।
- জাতিসংঘের প্রথম এশিয় মহাসচিব, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকালীন মহাসচিব- উ-থাট (মিয়ানমার)
- জাতিসংঘের Veto Power সম্পূর্ণ দেশ ৫টি- চীন, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, রাশিয়া ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।
- জাতিসংঘের মূল সংস্থা- ৬টি (সাধারণ পরিষদ, নিরাপত্তা পরিষদ, সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিষদ, অধি পরিষদ, সচিবালয়, আন্তর্জাতিক আদালত)
- ১৯৪৬ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের প্রথম অধিবেশন হয়- লন্ডনের ওয়েস্ট মিনিস্টার অ্যাবেটে (যুক্তরাজ্য)
- জাতিসংঘের প্রতিষ্ঠার প্রথম ঘোষণা হিসেবে লন্ডন ঘোষণা, ১৯৪১
- ১৯৪২ সালের ১ জানুয়ারি ওয়াশিংটন ডিসি সফ্রেলনে জাতিসংঘের নামকরণ করেন- মার্কিন প্রেসিডেন্ট ফ্রাঙ্কলিন ডি রজাভেট।
- ১৯৪৩ সালে ভার্জিনিয়া সফ্রেলনের মাধ্যমে প্রথম বিশেষায়িত সংস্থা- FAO প্রতিষ্ঠিত হয়।
- ১৯৪৪ সালে যুক্তরাষ্ট্রের নিউ হ্যাম্পশায়ারের ব্রিটন উডস রেস্টুরেন্টে ব্রিটন উডস সক্রেলেন ব্রিটন সক্রেলেন হয়। এই সক্রেলেনে বিশ্ব ব্যাংক ও আইএমএফ গঠিত হয়।
- ১৯৪৫ সালে ২৫ এপ্রিল থেকে ২৬ জুন পর্যন্ত সানফার্সিসকো সক্রেলেনে সনদে স্থান্তর করে- ৫০টি দেশ এবং ১৫ অক্টোবর সনদে স্থান্তর করে-পোল্যান্ড
- ১৯৪৫ সালের ২৪ অক্টোবর জাতিসংঘ যাত্রা করে- ৫১টি দেশ নিয়ে।
- আন্তর্জাতিক আদালত (ICJ) অবস্থিত- নেদারল্যান্ডসের হেগ শহরে (বিচারক ১৫ জন, ৯ বছরের জন্য নিয়োগ পায়)।
- আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত (ICC) অবস্থিত- নেদারল্যান্ডসের হেগ শহরে (বিচারক ১৮ জন, ৯ বছরের জন্য নিয়োগ পায়)।
- জাতিসংঘের জমি দান করেন- রক ফেলার।
- জাতিসংঘের বিশেষায়িত সংস্থা- ৭টি।
- জাতিসংঘের সবচেয়ে বেশি চাঁদা দেয়া- যুক্তরাষ্ট্র, ২য় চীন।
- জাতিসংঘের যে মূল সংস্থা বর্তমানে অকার্যকর- অছি পরিষদ।
- জাতিসংঘের পতাকায় সাদা ও নীল রং রয়েছে জলপাই গাছে ছবি রয়েছে যা দ্বারা- শান্তির প্রতীক বুঝায়।
- জাতিসংঘের পতাকার ডিজাইনার-ডেনান্ড ম্যাগলিন (যুক্তরাষ্ট্র)।
- নিরাপত্তা পরিষদের ছারী সদস্য- ৫টি (যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, রাশিয়া, চীন) এবং অচারী সদস্য- ১০টি (২ বছরের জন্য নিয়োগ পায়)।
- নিরাপত্তা পরিষদের সভাপতির মেয়াদ- ১ মাস।

## Mihir's GK Final Suggestion (বর্তমানে পূর্ণাঙ্গ প্রস্তুতির জন্য সাম্প্রতিকসহ বাংলাদেশ, আর্জান্টিন, ভূগোল ও ICT)

- জাতিসংঘের অধ্যায়- ১৯টি এবং অনুচ্ছেদ- ১১১টি।
- ESCAP এর সদরদপ্তর অবস্থিত- ব্যাংকক, থাইল্যান্ড।
- ১৯৭২ সালের ১৭ অক্টোবর বাংলাদেশ সদস্য পদ দাবি করলে চীন ভেটো দেওয়ায় পর্যবেক্ষক দেশের মর্যাদা লাভ করে- বাংলাদেশ।
- জাতিসংঘে নিযুক্ত বাংলাদেশের প্রথম নারী ছায়ী প্রতিনিধি ছিলো- এস এ করিম (সৈয়দ আনোয়ারকল করিম)।
- জাতিসংঘে নিযুক্ত বাংলাদেশের প্রথম নারী ছায়ী প্রতিনিধি- ইসমাত জাহান বাংলাদেশের সাথে জাতিসংঘের সদস্য হয়- ২টি দেশ (আনাড়া, শিনি বিসাউ)

### কার্তিপয় সংস্থার সদর দপ্তর

- জেনেভা, সুইজারল্যান্ড- WTO, WHO, WMO, WIPO, ILO, ITU, ITC, UNCTAD, UNITAR, UNHCR. জাতিসংঘ মানবাধিকার কমিশন (UNHRC), G-15।
- ওয়াশিংটন ডিসি, যুক্তরাষ্ট্র- IDA, IMF, IFC, IBRD, ICSID, MIGA, OAS (Organization of American States)
- নিউইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্র- UN, UNICEF, UNDP, UNFPA, UNIFEM, UN WOMAN, CEDAW.
- ডিয়েনা, অস্ট্রিয়া- UNIDO, UNODC, IAEA, CTBTO.
- হেগ, নেদারল্যান্ডস- ICJ, ICC, OPCW.
- নাইরোবী, কেনিয়া- UNEP, OXFAM, UN Habitat.
- লন্ডন, মুক্তরাজ্য- অ্যামেনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল, IMO.
- **Note:** G- 7, G-20, G-77, NAM- এ সংস্থা গুলোর কোনো সদরদপ্তর নেই।

### কার্যক্রমভিত্তিক শুরুত্বপূর্ণ সংস্থা

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| UNDP                  | - মানব উন্নয়ন/ HDI রিপোর্ট প্রকাশ  |
| CEDAW                 | - নারীর প্রতি বৈষম্য দ্রুতীকরণ  |
| UNIFEM                | - নারীর উন্নয়ন ও নারীর অধিকার বিষয়ক সংস্থা                                  |
| UNCTAD                | - অনুন্নত বিশ্বের বাণিজ্য সম্প্রসারণ, বাণিজ্য রিপোর্ট প্রকাশ করে              |
| IDA                   | - ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান   |
| MIGA                  | - বহুমুখী বিনিয়োগ  |
| UNICEF                | - শিশু বিষয়ক কার্যক্রম/ মীলা কার্টন, বিনামূল্যে পাঠ্যবই বিতরণে আর্থিক অনুদান |
| UNESCO                | - World Heritage (বিশ্ব ঐতিহ্য) ঘোষণা   |
| CTBT                  | - পারমাণবিক অঞ্চল নিষিদ্ধকরণ  |
| UN Women              | - লিঙ্গ সমতা ও নারী শিক্ষা  |
| WTO                   | - বিশ্ব বাণিজ্য সম্প্রসারণ ও নিয়ন্ত্রণ                                       |
| UNFCCC                | - COP (জলবায়ু পরিবর্তন সম্মেলন) আয়োজক।                                      |
| UNHCR                 | - শরণার্থী ও উদ্বাস্তু (রিফিউজি) বিষয়ক কার্যক্রম                             |
| NPT, SALT, OPCW, CTBT | - নিরীক্ষকগণের সাথে জড়িত।  |

### বিভিন্ন শুরুত্বপূর্ণ সংস্থা

#### World Bank

- বিশ্বব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়- ১৯৪৪ সালে।
- বিশ্বব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়- ব্রিটিন উডস্ সম্মেলনের মাধ্যমে (১৯৪৪ সালের জুলাই মাসে এ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়)।
- বিশ্বব্যাংকের সদর দপ্তর- ওয়াশিংটন ডি.সি. (যুক্তরাষ্ট্র)।
- বিশ্বব্যাংক থেকে সদস্যপদ প্রত্যাহারকারী একমাত্র দেশ- কিউবা (১৯৬০)
- বিশ্বব্যাংক যে ধরনের সংস্থা- বিশ্বেষায়িত সংস্থা।
- বাংলাদেশের খনের সময়সূচক- বিশ্বব্যাংক।
- ১ম দেশ হিসেবে ঋণ গ্রহণ করে- ফ্রান্স।
- প্রধান অর্থনীতিবিদ- পিনেলপি কোজিনেট গোল্ডবার্গ।
- বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ এর জনক- লর্ড কেইনস, হ্যারি ডেক্রাটার।
- বিশ্ব ব্যাংকে প্রধান নির্বাচিত হন- যুক্তরাষ্ট্র থেকে।
- ব্রিটিন উডস ইনসিটিউশন বলা হয়- বিশ্ব ব্যাংক ও IMF কে

### বিশ্বব্যাংকের অঙ্গসংস্থা: ৫টি

- ৫টি সংস্থার সদরদপ্তর- ওয়াশিংটন ডি.সি., যুক্তরাষ্ট্র।
- **IBRD** – International Bank for reconstruction and Development.
- **IFC** – International Finance Corporation.
- **IDA** – International Development Association.
- **ICSID** – International Centre for Settlement Investment Disputes.
- **MIGA** – Multilateral investment Guarantee Agency.
- **বিশ্বব্যাংকের ৫টি অঙ্গ সংস্থাগুলোর কার্যক্রম:**
- IBRD (1945): বিশ্বব্যাংকের মূল কার্যক্রম পরিচালনা করে।
- IFC (1956): বেসরকারি খাতে ক্ষুদ্র ঋণ দেয়। যা ‘International Soft Loan Window’ নামে পরিচিত।
- IDA (1960): সহজ শর্তে ঋণ দেয়। যা ‘International Soft Loan Window’ নামে পরিচিত।
- ICSID (1966): পুঁজি-বিনিয়োগজনিত বিশেষ মীমাংসার ব্যবস্থা করে।
- MIGA (1988): বিনিয়োগে গ্যারান্টি প্রদান করে।

### BRICS\*\*

- পূর্ণরূপ - Brazil, Russia, India, China, South Africa.
- **BRICS** - উদীয়মান অর্থনৈতিক সংস্থা।
- BRICS এর উদ্যোগী দেশ- চীন।
- BRICS প্রতিষ্ঠা - ২০০৮ সালে।
- BRICS-এর সর্বশেষ সদস্য - দক্ষিণ আফ্রিকা (২০১০ সাল)।
- BRICS সদরদপ্তর - সাংহাই, চীন।

### নয়া উন্নয়ন ব্যাংক (NDB)

- BRICS এর নতুন ব্যাংক - NDB (New Development Bank বা নয়া উন্নয়ন ব্যাংক); NDB প্রতিষ্ঠা- ২০১৫ সালে
- কার্যক্রম শুরু করে- ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৬।
- NDB এর সদরদপ্তর -সাংহাই, চীন।
- সদস্য দেশ- ৭টি (ব্রাজিল, রাশিয়া, ইন্ডিয়া, চীন, দক্ষিণ আফ্রিকা, বাংলাদেশ ও সংযুক্ত আরব আমিরাত)
- ব্রিকস এর সদস্য নয় ক্ষিতি NDB এর সদস্য-দুইটি দেশ
- NDB কে তুলনা করা হয়- IMF এর সাথে।
- বর্তমান প্রেসিডেন্ট- মার্কোস প্রাদেট্রাজো (ব্রাজিল)
- বাংলাদেশ NDB তে যোগ দেয়- ১৬ সেপ্টেম্বর, ২০২১
- সংযুক্ত আরব আমিরাত NDB এর সদস্য হয়- ৪ অক্টোবর, ২০২১

### শিশু অবকাঠামো ব্যাংক (AIIB)

- প্রতিষ্ঠা লাভ করে- ২৪ অক্টোবর, ২০১৪ (কার্যক্রম শুরু ২০১৬ সালে।
- সংস্থাটি উদ্যোগী দেশ- চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং কর্তৃক।
- AIIB এর পূর্ণরূপ - Asian Infrastructure Investment Bank.
- সদরদপ্তর অবস্থিত- বেইজিং, চীন।
- বর্তমান মহাসচিব- জিন লিকুন, চীন।
- **AIIB** যে সংস্থার বিকল্প তৈরি করা হয়েছে- বিশ্বব্যাংক।

### UNESCO \*\*

- UNESCO-এর পূর্ণরূপ- United Nations Educational Scientific and Cultural Organization.
- UNESCO প্রতিষ্ঠিত হয় - ১৯৪৫।
- UNESCO-এর সদরদপ্তর অবস্থিত - ফ্রান্সের প্যারিসে।
- বিশ্ব ঐতিহ্য ঘোষণা করে - UNESCO
- প্রতিষ্ঠা কালীন সদরদপ্তর ছিল- যুক্তরাজ্য।
- ইউনিকো পুরকার প্রদান করে- কুলিস পুরকার (বিজ্ঞান) একমাত্র বাংলাদেশী হিসেবে এ পুরকার লাভ করেন আব্দুল্লাহ আল মুত্তি শরফুদ্দিন

### WTO \*\*

- WTO-এর পূর্ণরূপ – World Trade Organization.
- WTO-এর পূর্ব নাম – GATT (General Agreement on Tariff & Trade)।
- GATT চুক্তি স্বাক্ষর-১৯৪৭, কার্যকর হয় – ১৯৪৮ সালে।
- ১৯৮৬ সালে উক্তগুর্যতে ১০৭ টি দেশের প্রতিনিধিদের নিয়ে গ্যাটের বৈষ্ঠক শুরু হয় এবং ১৯৯৩ সালের ১৫ ডিসেম্বর অষ্টম রাউন্ডের চুক্তি হিসেবে ডাঙ্কেল প্রস্তাব গৃহীত হয়।
- WTO প্রতিষ্ঠিত হয় – ১ জানুয়ারি, ১৯৯৫ সালে।
- WTO-এর বর্তমান সদস্য সংখ্যা – ১৬৪টি (সর্বশেষ- আফগানিস্তান)।
- WTO এর বর্তমান সদরদণ্ড - জেনেভা, সুইজারল্যান্ড।
- বাংলাদেশ WTO-এর সদস্যপদ লাভ করে- ১ জানুয়ারি, ১৯৯৫

### ILO

- ILO – International Labour Organization.
- ILO যে সালে প্রতিষ্ঠিত হয় – ১৯১৯ সালে।
- যে চুক্তির মাধ্যমে ILO গঠিত হয় – দ্বিতীয় ভার্সাই চুক্তি।
- ILO এর সদরদণ্ড - জেনেভা, সুইজারল্যান্ড।

### WHO

- WHO-এর পূর্ণরূপ- World Health Organization.
- WHO প্রতিষ্ঠিত হয় – ৭ এপ্রিল, ১৯৪৮।
- WHO-এর সদরদণ্ড - জেনেভা (সুইজারল্যান্ড)।
- বিশ্ব খাদ্য দিবস পালিত হয় – ৭ এপ্রিল।

### FAO

- FAO-এর পূর্ণরূপ- Food and Agricultural Organization.
- FAO- এর সদরদণ্ড - ইতালির রোম। FAO- প্রতিষ্ঠা-১৯৪৫ সালে।
- বিশ্ব খাদ্য দিবস – ১৬ অক্টোবর।

### IAEA

- IAEA-এর পূর্ণরূপ- International Atomic Energy Agency.
- IAEA প্রতিষ্ঠিত হয় – ১৯৫৭ সালের।
- IAEA-এর সদরদণ্ড - ডিয়েনা (অস্ট্রিয়া)।
- IAEA-বর্তমান প্রধান- রাফায়েল মারিয়ানা।

### UPU

- UPU-এর পূর্ণরূপ- Universal Postal Union.
- UPU-এর সদরদণ্ড - বার্স (সুইজারল্যান্ড)।

### IMF

- IMF প্রতিষ্ঠা হয়- ১৯৪৫ সালে। কার্যক্রম শুরু করে- ১৯৪৭ সালে
- IMF-এর পূর্ণরূপ- International Monetary Fund.
- IMF প্রতিষ্ঠিত হয় যে সম্মেলনের মাধ্যমে- ট্রিটন উত্তস সম্মেলন।
- IMF-এর সদরদণ্ড - ওয়াশিংটন ডি.সি (যুক্তরাষ্ট্র)।

### UNHCR

- UNHCR-এর পূর্ণরূপ- United Nations High Commissioner for Refugees. প্রতিষ্ঠা- ১৯৫০ সালের ১৪ ডিসেম্বর।
- জাতিসংঘের উদ্বান্ত ও শরনার্থী বিষয়ক সংস্থা।
- UNHCR-এর সদরদণ্ড - জেনেভা (সুইজারল্যান্ড)।

### UNICEF

- UNICEF-এর পূর্ণরূপ- United Nations International Childrens Emergency Fund.
- UNICEF- প্রতিষ্ঠা- ১৯৪৬ সালের ১১ ডিসেম্বর
- UNICEF-এর সদরদণ্ড - নিউইয়র্ক (যুক্তরাষ্ট্র)।

### UNU

- UNU-এর পূর্ণরূপ- United Nations University.
- UNU প্রতিষ্ঠিত হয় – ১৯৭৩ সালে।
- UNU-এর সদরদণ্ড - টোকিও (জাপান)।
- UNU জাতিসংঘ শাস্তি বিশ্ববিদ্যালয় অবচিন্ত- কেন্টারিকার সানজোস, কেন্টারিকা।

### UNEP

- UNEP-এর পূর্ণরূপ- United Nations Environment Programme.
- UNEP-এর সদরদণ্ড - নাইরোবি (কেনিয়া), প্রতিষ্ঠা- ১৯৭২

### ITU

- ITU-এর পূর্ণরূপ- International Telecommunication Union.
- ITU-এর সদরদণ্ড - জেনেভা (সুইজারল্যান্ড)

### WMO

- WMO-এর পূর্ণরূপ – World Meteorological Organization.
- WMO-এর সদরদণ্ড - জেনেভা, সুইজারল্যান্ড।

### UNDP

- UNDP-এর পূর্ণরূপ- United Nations Development Programme.
- UNDP- এর সদরদণ্ড - নিউইয়র্ক (যুক্তরাষ্ট্র)। প্রতিষ্ঠা- ১৯৬৫
- HDI (Human Developement Index) প্রকাশ করে- UNDP.

### WIPO

- WIPO- এর পূর্ণরূপ- World Intellectual Property Organization (বিশ্ব মেধাবৃত্ত সংস্থা), প্রতিষ্ঠা- ১৯৬৭ সাল।
- সদরদণ্ডের অবচিন্ত- জেনেভা, সুইজারল্যান্ড।
- GI (Geographical Indication) পণ্যের স্বীকৃতি প্রধান করে- WIPO

### Transparency International (ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল)

- প্রতিষ্ঠা- ১৯৯৩ সালে (আন্তর্জাতিক বেসরকারি সংস্থা)।
- সদরদণ্ডের অবচিন্ত- বার্লিন, জার্মানি।
- দূর্নীতির রিপোর্ট প্রকাশ করে, সংস্থাটি সংক্ষেপে পরিচিত- TI নামে।
- ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল প্রতিষ্ঠাতা- পিটার হাজন (Peter Eigen)
- ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল অব বাংলাদেশ (TIB) চালু হয়- ১৯৯৬ সালে, অফিস- আগারগাঁও।

### বিভিন্ন রাজনৈতিক সংস্থা

#### OIC (মুসলিম দেশগুলোর সহযোগিতা সংস্থা)

- OIC-এর পূর্ণরূপ- Organization of Islamic Co-operation.
- প্রতিষ্ঠিত হয় – ১৯৬৯ সালে (১৯৬৭ সালে জেরাজালেমের আল-আকসা মসজিদে অগ্নিকান্দে প্রেক্ষিতে প্রতিষ্ঠা হয়, উদ্যোগ- মিশর)
- সদর দণ্ড - জেনেভা, সৌদি আরব।
- বাংলাদেশ OIC-এর সদস্যপদ লাভ করে – ১৯৭৪ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি।
- ১৯৭৪ সালে ২৩ ফেব্রুয়ারি OIC এর ২য় সম্মেলনে যোগদান করতে পাকিস্তানের লাহোরে যান- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।
- বাংলাদেশ OIC-এর সদস্য হয়- ৩২ তম সদস্য দেশ হিসেবে।
- সদস্য দেশের সংখ্যা – ৫৭টি (সর্বশেষ দেশ- আইভারিকোস্ট)।
- মুসলিম দেশ না হয়েও OIC সদস্য- মোজাম্বিক, উগান্ডা, গায়ানা, সুরিনাম
- প্রথম সম্মেলন হয় - মরক্কোর রাবাতে ১৯৬৯ সালে।
- ভাষা রয়েছে - ৩৮টি (আরবি, ইংরেজি ও ফ্রেঞ্চ)।

### কমনওয়েলথ (Commonwealth)

- > আনুষ্ঠিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় - ১৯৪৯ সালে
- > প্রতিষ্ঠার ধারণা গৃহীত হয় - ১৯২৬ সালের বেলফোর ঘোষণা ও ১৯৩১ সালের ইম্পেরিয়াল সম্মেলনে।
- > সদস্য সংখ্যা - ৫৪ টি (সর্বশেষ সদস্য- ক্যানাডা)।
- > সদর দপ্তর- মার্লবোরো হাউজ, লন্ডন (যুক্তরাজ্য)।
- > যে আন্তর্জাতিক সংগঠনের লিখিত সনদ নেই- কমনওয়েলথ।
- > বাংলাদেশ প্রথম যে আন্তর্জাতিক সংস্থার সদস্যপদ লাভ করে - কমনওয়েলথ (১৮ এপ্রিল, ১৯৭২)।
- > বাংলাদেশ কমনওয়েলথের সদস্যপদ লাভ করেন- ৩২ তম দেশ হিসেবে
- > ব্রিটিশ উপনিবেশ না হয়েও কমনওয়েলথের সদস্য- মোজাহিদিক, ক্যানাডা
- > ব্রিটিশ শাসিত হয়েও কমনওয়েলথের সদস্য নয়- যুক্তরাষ্ট্র, মিয়ানমার, জিম্বাবুয়ে।
- > ১ম সম্মেলন হয় - সিঙ্গাপুরে, ১৯৭১ সালে
- > ২০২২ সালে ২৬তম সম্মেলন হবে - কিগালি, ক্যানাডা।
- > কমনওয়েলথভুক্ত রাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূতকে বলা হয়- হাইকমিশনার।

### CIS (Commonwealth of Independent States)

- > প্রতিষ্ঠা- ১৯৯১ সালে
- > সদর দপ্তর- মিনক, বেলারুশ
- > পূর্ণাঙ্গ সদস্য- ৯টি এবং সহযোগী সদস্য- ২টি

### NAM

- > পূর্ণরূপ- Non Aligned Movement (জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন)
- > প্রতিষ্ঠা- ১৯৬১ সালে।
- > যে সম্মেলনের মাধ্যমে NAM গঠিত হয়- বান্দুং সম্মেলন, ইন্দোনেশিয়া (১৯৫৫ সাল)।
- > NAM-এর সদর দপ্তর - সদরদপ্তর নেই।
- > বর্তমান সদস্য - ১২০টি (সর্বশেষ সদস্য- আজারবাইজান)।
- > ন্যাম এর প্রথম সম্মেলন হয়- বেলগ্রেড (১৯৬১ সাল)।
- > বাংলাদেশ ১৯৭৩ সালে ন্যাম এর সদস্যপদ লাভ করে এবং বঙ্গবন্ধু ১৯৭৩ সালের ৬ সেপ্টেম্বর ন্যাম এর চতুর্থ সম্মেলনে যোগদান করেন- আলজেরিয়ার রাজধানী আলজিয়ার্সে।

### বিভিন্ন আঞ্চলিক সংস্থার গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

#### EU (European Union)

- > বিশ্বের সবচেয়ে বড় অর্থনৈতিক জোট - EU.
- > EU-এর পূর্বনাম- EEC (European Economic Community)
- > EEC প্রতিষ্ঠার জন্য রোম চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়- ১৯৫৭সালে।
- > EEC প্রতিষ্ঠা হয়- ১৯৫৮ সালে।
- > EEC থেকে EU প্রতিষ্ঠার জন্য ম্যাস্ট্রিচ্ট চুক্তি হয়- ১৯৯২ সালে।
- > EU নামে যাত্রা করে- ১৯৯৩ সালে।
- > EU এর সদরদপ্তর অবস্থিত - ব্রাসেলস, বেলজিয়াম।
- > EU এর সদস্য দেশ সংখ্যা - ২৭টি। (সর্বশেষ দেশ- ক্রোয়েশিয়া)
- > EU থেকে বের হওয়ার জন্য গণভোটের আয়োজন করে- ব্রিটেন (যা Brexit নামে পরিচিত)।
- > ইউরোপীয় ইউনিয়নের একক মুদ্রা- ইউরো।
- > 'ইউরো' মুদ্রার জনক - কানাডার রবার্ট মুন্ডেল।
- > ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশে 'ইউরো' মুদ্রা চালু আছে - ১৯টি দেশে।

- > সর্বশেষ সদস্য দেশ- লিখুনিয়া (১জানুয়ারি ২০১৫ সাল)
- > ইউরো মুদ্রা প্রবর্তন হয় - ১৯৯৯ সালের ১ জানুয়ারি।
- > ইউরো মুদ্রা প্রচলন হয় - ২০০২ সালে
- > ইউরোপীয় ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সদর দপ্তর অবস্থিত - ফ্রাঙ্কফুর্ট, জার্মানি।
- > EU-এর প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্য হয়েও মুদ্রা গ্রহণ করেনি- ডেনমার্ক, সুইডেন
- > যুক্তরাজ্য ইউরোপীয় ইউনিয়নে থাকা না থাকা উপর যে গণভোট হয় তা BREXIT নামে পরিচিত (গণভোট হয়- ২৩ জুন, ২০১৬)।
- > BREXIT আনুষ্ঠানিক কার্যকর হয়- ৩১ জানুয়ারি, ২০২০।

### ইউরোপীয় পার্লামেন্ট

- > ইউরোপীয় ইউনিয়নের সর্বনিম্ন পরিষদ- ইউরোপীয় পার্লামেন্ট।
- > সরাসরি নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত- ৭৫১ জন সদস্য নিয়ে গঠিত।
- > সচিবালয় অবস্থিত- স্ট্রাসবার্গ, ফ্রান্স।
- > ইউরোপীয় পার্লামেন্ট অবস্থিত- লুক্রেমবার্গে।
- > পার্লামেন্ট ভবন প্রতিষ্ঠা- ১৯৭৪ সালে।
- > Frontex- ইউরোপীয় ইউনিয়নের সীমান্তস্থকী বাহিনী।
- > ইউরোপোল- ইউরোপীয় ইউনিয়নের পুলিশ সংস্থা।
- > Accord (অ্যাকর্ড)- বাংলাদেশ থেকে পোশাক আমদানীকারক ইউরোপীয় ইউনিয়ন ভুক্ত দেশগুলোর জোট।

### AU

- > AU-এর পূর্ব নাম- Organization of African Unity (OAU).
- > AU-এর বর্তমান সদস্য সংখ্যা - ৫৫টি, নতুন নামকরণ হয়- ২০০২
- > AU-এর সদর দপ্তর অবস্থিত - আদিস আবাবা (ইথিওপিয়া)।

### সার্ক (SAARC)\*\*

- > SAARC এর পূর্ণরূপ- South Asian Association for Regional Co-Operation.
  - > প্রতিষ্ঠা হয় - ৮ ডিসেম্বর, ১৯৮৫।
  - > সার্ক সচিবালয় অবস্থিত - কাঠমান্ডু, নেপাল।
  - > সদস্য দেশ - ৮টি টেকনিক: BNP IS MBA
- B = বাংলাদেশ, N = নেপাল, P = পাকিস্তান, I = ইতিয়া, S = শ্রীলঙ্কা, M = মালদ্বীপ, B = ভুটান, A = আফগানিস্তান।
- > প্রথম মহাসচিব- আবুল আহসান (বাংলাদেশ)।
  - > বর্তমান মহাসচিব- এসেলা এয়েরাকুন (শ্রীলঙ্কা)।
  - > সার্কভুক্ত যে দেশের শিক্ষার হার বেশি - মালদ্বীপ।
  - > সার্কভুক্ত যে দেশের আয়তন প্রায় বাংলাদেশের সমান- নেপাল।
  - > SAARC-এর অন্তর্ভুক্ত ছলবেষ্টিত রাষ্ট্র- আফগানিস্তান, নেপাল, ভুটান।
  - > উদ্দেশ্য- অর্থনৈতিক, প্রযুক্তিগত, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও উন্নয়নের একটি মৌখ আন্তর্নির্বালীতা।
  - > ভাষা: ১০টি। তবে দাপ্তরিক ভাষা- ইংরেজি।
  - > বাংলাদেশে সম্মেলন- ৩ বার (১৯৮৫, ১৯৯৩ ও ২০০৫)।
  - > ২০তম সম্মেলন হবে- ইসলামাবাদ, পাকিস্তান।
  - > প্রথম সভাপতি দেশ ছিল- বাংলাদেশ।
  - > সার্ক বিশ্ববিদ্যালয় (সাউথ এশিয়ান ইউনিভার্সিটি)- নয়দিনি, ভারত (২০১০ সাল)।
  - > সার্কের সর্বশেষ সদস্য- আফগানিস্তান (২০০৭ সাল)।
  - > প্রথম সার্ক পুরকার লাভ করেন- ২০০৪ সালে জিয়াউর রহমান।
  - > ২০১৯ সালে পুরকার লাভ করেন- অধ্যাপক আনিসুজ্জামান।

সার্কের আঞ্চলিক সংস্থা			বিভিন্ন অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক সংস্থা
কেন্দ্রের নাম	সংক্ষিপ্ত নাম	অবস্থান	D-8
কৃষি তথ্য কেন্দ্র	SAIC	ঢাকা, বাংলাদেশ	> উন্নয়নশীল দেশ ক্লোর সংস্থা-D-8 (Developing-8)
আবহাওয়া গবেষণা কেন্দ্র	SMRC	ঢাকা, বাংলাদেশ	> D-8 প্রতিষ্ঠিত হয় - ১৯৯৭ সালে।
যাত্রা ও এইচআইডি/এইডস কেন্দ্র	STAC	কাঠমাডু, নেপাল	> D-8 এর সদর দপ্তর অবস্থিত - ইন্ডামুল (তুরক)।
সার্ক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কেন্দ্র *	ADMC	নয়া দিল্লি, ভারত	> D-8-এর সদস্য সংখ্যা - ৮টি। টেকনিক: বাপ মা নাই তুমি ই সব (বা = বাংলাদেশ, প = পাকিস্তান, মা = মালয়েশিয়া, না = নাইজেরিয়া, ই = ইন্দোনেশিয়া, তু = তুরক, মি = মিশর, ই = ইরান।
সার্ক মানব উন্নয়ন কেন্দ্র	SHRDC	ইসলামাবাদ, পাকিস্তান	
সার্ক জ্বালানী শক্তি কেন্দ্র	SEC	ইসলামাবাদ, পাকিস্তান	
উপর্যুক্তি অঞ্চল ব্যবস্থাপনা কেন্দ্র	SCZMC	মালো, মালদ্বীপ	
সার্ক তথ্য কেন্দ্র	SIC	কাঠমাডু, নেপাল	
সার্ক বন গবেষণা কেন্দ্র *	SFC	থিস্কু, ভুটান	
সার্ক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র ***	SCC	কলমো, শ্রীলঙ্কা	
সাপটা (SAPTA)	• SAPTA: South Asian Preferential Trading Arrangement • সার্ক সদস্য দেশগুলোর মধ্যে বাণিজ্য উদারীকরণ • চুক্তি স্বাক্ষর হয়- ১১ এপ্রিল, ১৯৯৩ • কার্যকর - ১৯৯৫		
সাফটা (SAFTA)	• SAFTA: South Asian Free Trade Area • সার্ক সদস্য দেশগুলোর মধ্যে বাণিজ্য সহযোগিতা জোরাদার করা। • চুক্তি স্বাক্ষর হয় ৬ জানুয়ারি ২০০৪ • কার্যকর - ১ জুলাই, ২০০৬		
<b>আরব লীগ (ARAB LEAGUE)</b>			
> আরবী ভাষী দেশগুলোর সংস্থা- আরব লীগ।			> সময় - ৮ এপ্রিল, ২০২১। আসর- দশম। ছান- ঢাকা, বাংলাদেশ
> প্রতিষ্ঠিত হয়- ১৯৪৫, সদস্য সংখ্যা - ২২টি।			> সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন- প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা
> সদর দপ্তর- কায়রো (মিশর)।			> প্রতিপাদ্য- পরিবর্তনময় বিশ্বে অংশীদারিত্ব: যুব শক্তি ও প্রযুক্তির প্রস্তুতি
> ১৯৭৯-১৯৯০ পর্যন্ত আরব লীগের সদর দপ্তর ছিল- তিউনেসিয়ার তিউনিসে			> D-8 এর চেয়ারম্যান- ২০২১ সালে ৮ এপ্রিল ২ বছর মেয়াদের চেয়ারম্যান হন- বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা
<b>ASEAN</b>			
> পূর্ণ নাম - Association of South East Asian Nations.			> D-8 এর নতুন মহাসচিব- ইসিয়াক আবদুল কাদির ইমাম (নাইজেরিয়া)। D-8 বিশ্ববিদ্যালয় হবে- ইরান
> প্রতিষ্ঠিত হয়- ১৯৬৭ সালের।			<b>Note:</b> D-8 এর একাদশ শীর্ষ সম্মেলন হবে- মিশরে।
> সদর দপ্তর- কায়রো (মিশর)।			
> ১৯৭৯-১৯৯০ পর্যন্ত আরব লীগের সদর দপ্তর ছিল- তিউনেসিয়ার তিউনিসে			
<b>CIRDAP</b>			
> CIRDAP - Centre on Integrated Rural Development for Asia and the Pacific.			<b>G-7</b>
> সদর দপ্তর- ঢাকা (চামেলী হাউজ)।			> G-7 পূর্ণরূপ -Group of Seven.
> প্রতিষ্ঠা - ১৯৭৯, সদস্য সংখ্যা - ১৫টি।			> G-7 হলো-বিশ্বের শিল্পোন্নত ও ধনী দেশগুলোর সংগঠন।
<b>GCC</b>			> সদর দপ্তর - নেই, প্রতিষ্ঠা- ১৯৭৫
> পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চলের সংস্থা হলো- GCC.			> G-7 ভূক্ত একমাত্র এশীয় দেশ- জাপান।
> পূর্ণরূপ- Gulf Cooperation Council.			> পৃথিবীর দ্বিতীয় শীর্ষ শিল্পোন্নত হয়েও জি-৭ সদস্য নয়- চীন।
> সদর দপ্তর অবস্থিত - রিয়াদ (সৌদি আরব)।			> সদস্য দেশ - ৭টি।
> সদস্য দেশ - ৬টি। টেকনিক: কার্কু সৌদিতে Job করে			> মনে রাখার টেকনিক-AJI জার্মানিতে, CEF মনে করে।
(কা = কাতার, কু = কুয়েত, সৌ = সৌদিআরব, J = সংযুক্ত আরব আমিরাত, O = ওমান, b = বাহরাইন।			A = আমেরিকা, J = জাপান, I = ইতালি, জার্মানিতে = জার্মানি, C = কানাডা, E = ইংল্যান্ড, F = ফ্রান্স
> পারস্য উপসাগরের দেশ হয়েও সদস্য নয়-ইরান।			> NOTE: ১৯৯৭ সালে রাশিয়া G-7-এ যোগদান করলে সংস্থার নাম হয় G-8। কিন্তু ২০১৪ সালে রাশিয়া ইউক্রেনের কাছ থেকে ক্রিমিয়া উপদ্বীপ দখল করলে G-8 থেকে রাশিয়াকে বাদ দিয়ে সংস্থার নামকরণ করা হয় G-7।
<b>IDB</b>			
> পূর্ণরূপ- Islamic Development Bank, প্রতিষ্ঠা- ১৯৫৭			
> সদর দপ্তর অবস্থিত - জেদ্দা (সৌদি আরব)।			
<b>ADB</b>			
> পূর্ণরূপ- Asian Development Bank. ADB প্রতিষ্ঠা- ১৯৬৬			
> ADB এর সদর দপ্তর অবস্থিত - ম্যানিলা (ফিলিপাইন)।			
<b>OPEC</b>			
> বিশ্বের তেল রপ্তানিকারক দেশগুলোর সংগঠন -OPEC			
> OPEC এর পূর্ণরূপ - Organization of Petroleum Exporting Countries			
> প্রতিষ্ঠা - ১৯৬০ সালে, উদ্যোক্তা দেশ - ভেনেজুয়েলা।			
> সদর দপ্তর - ভিয়েনা, অস্ট্রিয়া।			
> OPEC ভূক্ত অ-আরব এশীয় দেশ -ইন্দোনেশিয়া ও ইরান।			

### তথ্য প্রযুক্তি ও কম্পিউটার (ICT)

- পৃথিবীর প্রথম গণনায়জ্ঞের নাম- অ্যাবাকাস।
- কম্পিউটারের আবিষ্কারক- হাওয়ার্ড অ্যাইকিন।
- কম্পিউটারের জনক- চার্লস ব্যাবেজ। ক্যাম্বিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিতের অধ্যাপক।
- প্রথম কম্পিউটারের প্রোগ্রাম- অ্যাডা অগাস্টা (কবি লর্ড বায়রনের কল্পনা)
- কম্পিউটার সফ্টওয়্যার জগতে নামকরা প্রতিষ্ঠান- মাইক্রোসফট কর্পোরেশন (মুভেন্ট্রেট্রে)।
- আইপ্যা�ড (i-Pad)- ট্যাবলেট কম্পিউটার।
- বাংলাদেশে প্রথম ব্যবহৃত বাংলা ফন্ট- বিজয়, একুশে, অন্ধ, খেনী, বৈৰাগী প্রত্তুতি।
- বিজয় কী বোর্ড আবিষ্কার করেন- আচুল জবাবর
- অন্ধ কী বোর্ড আবিষ্কার করেন- মেহেনী হাসান
- মুদ্রিত লেখা সরাসরি Input যেমার জন্য ব্যবহৃত হয়- OCR
- RAM এর পূর্ণরূপ- Random access memory
- ROM এর পূর্ণরূপ- Read only Memory
- কম্পিউটারের ছায়ী/প্রধান স্মৃতি শক্তিকে বলে-ROM.
- বর্তমান সময়ের সবচেয়ে জনপ্রিয় প্রোগ্রাম- Microsoft Excel
- কম্পিউটারের কয়েকটি ইন্সুট ডিভাইস হচ্ছে- কী-বোর্ড, পেনড্রাইভ, মাউস, ক্যানার, OMR, OCR, ওয়েব ক্যাম।
- আউটপুট ডিভাইস হচ্ছে-মনিটর, প্রিন্টার, স্পিকার, প্রজেক্টর, হেডফোন, প্রটার।
- ইনপুট ও আউটপুট উভয় ডিভাইস- মডেম, টাচস্ক্রিন, ডিজিটাল ক্যামেরা, ডিভিডি/সিডি।
- বর্তমানে জনপ্রিয় সার্চইঞ্জিন (Search engine) - ইয়াহ, গুগল, আক ডট কম, পিপলিকা, চৰকি প্রত্তুতি।
- Google হলো সবচেয়ে জনপ্রিয়- সার্চ ইঞ্জিন। প্রতিষ্ঠাতা ল্যারি পেইজ ও সের্জেই স্ক্রিন।
- ইউটিউবের জনক- চ্যাড হারলি, সিত্ত চ্যান ও জাভেদ করিম (১৪ হেক্সাবারি, ২০০৫ সালে)।
- Firefox - উন্মুক্ত অপারেটিং সিস্টেম।
- প্রথম বাংলা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম- বেশতো বা BESHTO
- বাংলাদেশে মোবাইল অপারেটরদের জোট- আয়ারটেল।
- বিশ্বের সবচেয়ে বড় স্মার্টফোন কোম্পানি- স্যামসাং।
- সম্প্রতি ফিল্যান্ডিয়িক মোবাইল ফোন 'নেকিয়া' ও 'লিঙ্কড-ইন'-কে কিনে নেয়- মাইক্রোসফট।
- 'সিবিট এক্সপ্রেস' নামে কম্পিউটার মেলা হয়- জার্মানির হ্যানোভারে।
- ১৯৯৯ সালে প্রতিষ্ঠিত অনলাইন মাকেটিং 'আলীবাবা ডটকম'-এর প্রতিষ্ঠাতা- চীনের জ্যাকমা।
- বিশ্বের প্রথম যে দেশে 'সেলফোন' প্রচলন হয়- অস্ট্রেলিয়া।

### কম্পিউটার ও তথ্যপ্রযুক্তি নিয়ে আরো কিছু তথ্য

- যে মাধ্যমে আলোর পালস ব্যবহৃত হয়- অপটিক্যাল ফাইবার।
- ই-মেইল এবং কর্তৃ অধিক ব্যবহৃত প্রটোকল - POP3।
- মাইক্রোসফটের প্রথম প্রোগ্রাম- MS DOS।
- কম্পিউটার নেটওয়ার্কে OST মডেমের স্তর- ৭টি।
- যে প্রটোকল ইন্টারনেট সংযোগের ক্ষেত্রে সর্বাধিক ব্যবহৃত হয়- TCP/IP
- যে চিহ্নটি ই-মেইল ঠিকানায় অবশ্যই থাকবে- @।
- ই-কমার্স সাইট amazon.com প্রতিষ্ঠিত হয়- ১৯৯৪ সালে।
- EDSAC কম্পিউটারে ডাটা সংরক্ষণের জন্য যে ধরনের মেমোরি ব্যবহার করা হতো- Mercury Delay Lines।
- কম্পিউটার সিপিইউ (CPU) এর যে অংশ গাণিতিক সিদ্ধান্ত প্রয়োজন করে- এ.এল.ইউ (ALU)।
- এনজিয়েড অপারেটিং সিস্টেমের ক্ষেত্রে সঠিক হলো- এটির নির্মাতা গুগল, এটি লিনাক্স (Linux) কার্নেল নির্ভর, এটি প্রধানত টাচস্ক্রিন মোবাইল ডিভাইসের জন্য তৈরি।

- আইওএস (IOS) মোবাইল অপারেটিং সিস্টেমটি বাজারজাত করে- অ্যাপল
- TCP দিয়ে বুঝানো হয়- প্রোটোকল।
- ই-মেইল আদান প্রদানে ব্যবহৃত SMTP-এর পূর্ণরূপ - Simple Mail Transfer Protocol।
- যে মেমোরিটি Non-volatile - ROM।
- নিম্নলিখিত ভাষার অভিহিত করা হয়- যান্ত্রিক ভাষা (Machine Language) এবং অ্যাসেম্বলি ভাষাকে (Assembly Language)।
- উচ্চ জ্ঞানের ভাষা হিসাবে অভিহিত করা হয়- বেসিক (BASIC), সি (C), সি++, জাভা, প্যাসকাল, ফোর্ট্রান, কোবল ইত্যাদি যাকে তৃতীয় প্রজন্মের ভাষাও বলা হয়।
- ১ কিলোবাইট - ১০২৪ বাইট।
- Wi-fi যে স্ট্যান্ডার্ড-এর উপর ভিত্তি করে কাজ করে- IEEE 802.11
- যে যন্ত্র সাধারণ ইনফ্রারেড ডিভাইস ব্যবহার করা হয়- TV রিমোট কন্ট্রোল।
- 8086 যত বিটের মাইক্রোপ্রসেসর - ১৬ বিটের।
- যেটি ডাটাবেজ language - Oracle।
- কম্পিউটারের প্রাইমেরী মেমোরি - RAM। (Volatile)
- কম্পিউটারের মূল মেমোরি তৈরি যা দ্বারা - সিলিকন।
- কম্পিউটার মেমোরি থেকে সংরক্ষিত ডাটা উদ্ভোলনের পদ্ধতিকে বলে- Read।
- MICR-এর পূর্ণরূপ - Magnetic Ink Character Recognition (or Reader)।
- সোস্যাল নেটওয়ার্কিং টুইটার তৈরি হয় - ২০০৬ সালে।
- আর্ট ফোন অপারেটিং সিস্টেমের ওপেন সোর্স প্লাটফর্ম - Android।
- মোবাইল কমিউনিকেশনে 4G-এর ক্ষেত্রে 3G-এর তুলনায় অতিরিক্ত বৈশিষ্ট্য- ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সেবা।
- Oracle Corporation-এর প্রতিষ্ঠাতা- Lawrence J. Ellison।
- মডেম-এর মধ্যে যা থাকে তা হলো- একটি মডেলেটর ও একটি ডিমডুলেটর।
- কম্পিউটার ভাইরাস হলো- একটি ফিল্ডকারক প্রোগ্রাম।
- তারবিহীন দ্রুতগতির ইটারনেট সংযোগের জন্য উপযোগী - ওয়াইম্যাজ।
- কম্পিউটার-টু-কম্পিউটারের তথ্য আদান-প্রদানের প্রযুক্তিকে বলা হয় - ইন্টারনেট।
- টেপ রেকর্ডার এবং কম্পিউটারের স্মৃতির ফিল্ড ব্যবহৃত হয় - ছায়ী চূর্চক
- পৃথিবীতে ল্যাপটপ কম্পিউটার প্রবর্তিত হয় এবং যে কোম্পানি এটা তৈরি করে- এপসন, ১৯৮১।
- 'ল্যাপটপ' হলো - ছোট কম্পিউটার।
- কম্পিউটারের যা নেই- বুদ্ধি বিবেচনা।
- কম্পিউটার সফ্টওয়্যারের জগতে নামকরা প্রতিষ্ঠান - মাইক্রোসফট।
- সফ্টওয়্যারের বলতে বুঝানো হয় - কম্পিউটারের প্রোগ্রাম বা কর্ম পরিকল্পনার কোশিশ।
- কম্পিউটারের প্রথম প্রোগ্রাম- ফোর্ট্রান।
- একটি e-mail পাঠানো যার সমতুল্য - Writing a letter।
- প্রথম প্রজন্মের প্রথম কম্পিউটার - UNIVAC-1।
- ইন্টারপ্রেটার হলো - অনুবাদক প্রোগ্রাম।
- ইউটিলিটি সফ্টওয়্যার হলো - এন্টি ভাইরাস।
- বাংলাদেশের যে ব্যাংক সর্বপ্রথম কম্পিউটার গ্রহণ করে - ইউনাইটেড ব্যাংক।
- বাংলাদেশের প্রথম কম্পিউটার বর্তমানে যেখানে সংরক্ষিত আছে - জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরে।
- 'মাইক্রোসফট উইন্ডোজ' এর সর্বশেষ ভাসন - উইন্ডোজ-১০।
- Spread Sheet প্রোগ্রাম দিয়ে যে কাজ করা হয় - হিসাব নিকাশ।
- যেটিকে সামাজিক অন্তর্জাল (Social Network) বলে - Facebook।
- MS Excel এ সঠিকভাবে লেখা ফর্মুলা = sum (C 9 : C 12)।
- বুদ্ধিবিবেচনা নেই - কম্পিউটারের।
- কম্পিউটার একটি - হিসাবকারী যন্ত্র।

**বিগত বছরের বিসিএস, বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য প্রতিযোগিতায় আসা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সমূহ  
(বিগত প্রশ্ন থেকে প্রায় ৩০ শতাংশ প্রশ্ন রিপিট হয়)**

- **Untroubled Recollections:** The years of Fulfillment গ্রাহ্য লিখেছেন- রেহমান সোবহান
- ম্যানিলা যে জাতের ফসল- তামাক
- সেকেভারি মার্কেট জাড়িত- স্টক মার্কেটের সাথে
- চীন থেকে ক্রয়কৃত বাংলাদেশ নৌবাহিনীর ড্রুবোজাহাজ দুটি যে প্রেরণি- মিং-ক্লাস
- Hydro-Meteorological দূর্ঘাগ হিসেবে পরিচিত যে দূর্ঘাগ- বন্যা
- যে বনাঞ্চল প্রতিনিয়ত লবণাক্ত পানি দ্বারা প্রাপ্তি হয়- ম্যানচোত বন
- বাংলাদেশের যে অঞ্চলে আকস্মিক বন্যা হয়- উত্তর পূর্বাঞ্চল
- সবচেয়ে নদীভাজন প্রবণ উপজেলা- নড়িয়া
- একটি আদর্শ তড়িৎ উৎসের অভ্যন্তরীণ রোধ- শূন্য
- ট্রাপিক্যাল সাইক্লোন সৃষ্টি হবার জন্য সাগর পৃষ্ঠের ন্যূনতম তাপমাত্রা হওয়া প্রয়োজন- ২৬.৫° সেলসিয়াস।
- সালোকন-শ্বেষণে সুরু আলোর রাসায়নিক প্রক্রিয়া পরিগত করার কর্মসূচিতা হলো- ৩-৬ শতাংশ
- জারণ প্রতিয়া সম্পন্ন হয়- অ্যানোডে
- পানির অণু একটি- ডায়াচুরক
- দ্বন্দ্যক্ষেত্রে সংকোচন হওয়াকে বলা হয়- সিস্টেল, প্রসারিত হওয়াকে বলে ডায়াস্টেল
- যে প্রকৃতি “Payas you Go” সার্ভিস মডেল অনুসরণ করে - Cloud Computing.
- **Keyboard** এবং CPU এর মধ্যে যে পক্ষত্বে Data Transmission হয়- Simplex
- যে মেমোরিতে Access Time” সবচেয়ে কম- Cache memory.
- DNS সার্ভারের কাজ হচ্ছে- Domain name ও IP address পরিবর্তন করা।
- “কর্তব্যের জন্য কর্তব্য” ধারণাটির প্রবর্তক- ইমানুয়েল কান্ট
- নেতৃত্বক মূল্যবোধের উৎস- ধর্ম
- ‘On Liberty’ গ্রন্থের লেখক- জন স্ট্যার্ট ফিল
- উৎপত্তিগত অর্থে “Governance” শব্দটি যে ভাষা থেকে এসেছে- ত্রিক
- সুশাসনের মূলভিত্তি- আইনের শাসন।
- বাংলাদেশে যে সালে “জাতীয় উদ্বাচার কৌশল” প্রণয়ন করা হয়- ২০১২ সালে
- ক্ষেত্রের যে দুটি শাখা এশিয়ার অঙ্গর্গত- ইতিক ও ও তুথারিক।
- মনসা দেবীকে নিয়ে লেখা বিজ্ঞানের মঙ্গলকাব্যের নাম- পঞ্চাশুণ
- সুন্দ জাতিগোষ্ঠী নিয়ে লেখা উপন্যাস- কর্ণফুলি
- দ্বিতীয় বিদ্যাসাগরের জন্মাবল করেন- দেবানন্দপুর গ্রামে (হগলি)
- সজনীকান্তদাস সম্পাদিত পত্রিকার নাম- শনিবারের চিঠি
- LASER এর পূর্ণরূপ- Light Amplification by the Stimulated Emission of Radiation.
- রামিয়ার সীমান্তবর্তী দেশ নয়- ফিল্যান্ড
- কিংবদন্তি মোহাম্মদ আলী যে জন্য বিখ্যাত- বর্জিং
- সূর্যহর্ষের সময়- চাঁদ পৃথিবী ও সূর্যের মাঝে থাকে।
- BIOS দিয়ে বুকানো হয়- Basic Input/ Output System
- Knowledge Comes but wisdom lingers - উক্তি করেছেন-Alfred Lord Tennyson.
- প্রোটিনের অভাবে যে রোগ হয়- কোয়াশিয়ারকর
- বাংলা মুদ্রাকরের জনক বলে পরিচিত- চলর্স উইলকিস
- ড্রিটো কারেন্সির স্থীরতান্ত্রিক প্রথম দেশ- এল সালভেদোর
- পামটপ হলো- ছোট কম্পিউটার
- হাড় ও দাঁতকে মজবুত করে- ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস
- মোহিতলাল মজুমদারের ছদ্মনাম- সত্তাসুন্দর দাস
- ইনসোমনিয়া যে ধরনের অসুখ- নিদাহীনতার রোগ
- ল্যানকাং দীপ যে সাগরে অবস্থিত- জাভা সাগর
- SQL এর পূর্ণরূপ- Structured Query Language
- জীবন ও রাজনৈতিক বাস্তবতা হলো- মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস, লেখক শহিদুল জাহির
- মুদ্রিত লেখা সরাসরি ইনপুট নেয়ার জন্য ব্যবহার করা হয়- OCR
- কবি বিহারী লাল চক্রবর্তীকে “ভোরের পাখি” বলেছেন- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
- বলাকা কাব্য লিখেছেন- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
- অন্য ঘরে অন্য “ব” গল্পাছে রচয়িতা- আখতারজামান ইলিয়াস
- শাহীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচালিত অনুষ্ঠান- বজ্রকষ্ট
- “আজাদ হিন্দু ফৌজ” এর সর্বাধিনায়ক ছিলেন- নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু
- “কবি কঙ্কন” যে কবির উপাধি- মুকুমদার চক্রবর্তী
- কসমিক ইয়ার- ছায়াপথের নিজ অক্ষের আবর্তকাল
- মুক্তিযুদ্ধের প্রভাবে রচিত গল্পগুচ্ছ- নামহীন গোত্রাহিন
- ঘরের খাদ বের করতে যে এসিড ব্যবহার করা হয়- নাইট্রিক এসিড
- রবীন্দ্রনাথের মেঘদৃষ্ট যে কাব্যাত্মে প্রকাশিত হয়- মানসী
- সামৰণদ ও পুঁজিবাদের দ্বন্দ্ব দেখা যায় যে গঁরো- কালিন্দী
- বাংলাদেশের আঞ্চলিক অভিধানের প্রধান সম্পাদক- ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ
- সুম নেই, এই দেশ, এই দেশ যে ধরনের নাটক- মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক
- কৃবিবিদদের মর্যাদাপূর্ণ প্রথম শ্রেণি প্রদান করেন- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
- “মুজিব-লেনিন-ইন্দিরা” কাব্যাত্মের লেখক- নির্মলেন্দু গুণ।
- যে আলোক রশ্মি ত্বকে ডিটামিন তৈরিতে সাহায্য করে- আল্ট্রা ভায়োলেট রশ্মি।
- বায়ুমভলের যে জ্বরে বজ্রপাত ঘটে- ট্রাপোমভল
- সত্য সমাজের মানদণ্ড হলো- আইনের শাসন
- FTP এর পূর্ণরূপ- File Transfer Protocol
- ‘একাডেমি অব সায়েন্স’ যে দেশের বিখ্যাত লাইব্রেরি- রাশিয়া
- একসাথে অনেক পরীক্ষার্থীর ফলাফল প্রত্নত সবচেয়ে কার্যকর মাধ্যম হলো- MS Excel
- ঘদেশী আলোনের পটভূমিতে রচিত রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস- ঘরে বাইরে
- প্রাকৃতিক লাঙল বা কৃষকের বক্স বলে- কেঁচোকে
- বিশ্বের যে প্রতিষ্ঠানকে “বিগ ব্রু” বলা হয়- IBM
- দ্বিতীয় বিদ্যাসাগরকে বিদ্যাসাগর উপাধি দেয়- সংস্কৃত কলেজ
- সেলিনা হোসেনের “যাপিত জীবন” উপন্যাসটি যে পটভূমিতে রচিত- ভাষা আন্দোলন
- “মাতৃভাষায় যার ভক্তি নাই সে মানুষ নহে” উক্তিটি - মীর মোশাররফ হোসেনের।
- দ্বিতীয় বিদ্যাসাগরের আজাজীবনী এষ্ট হলো- আত্মচরিত
- Leave no behind বক্তব্যটি - SDG's এর একটি অঙ্গীকার
- Palma ratio হলো- আয় বৈষম্য পরিমাপের সূচক
- করাগারে রোজনামচা একটি- দিনলিপি
- ভূমিক্ষেপের সাথে যে ঘটনাটি ঘটার সম্ভাবনা থাকে- সুনামি
- Optical mark reader (OMR) আলোর যে নীতির ভিত্তিতে কাজ করে- প্রতিফলন
- বি-৫২ হলো- এক ধরনের বিমান
- OIC Statecom এর সদরদণ্ড- আংকারা
- ম্যান্যোভ হলো- উপকূলীয় বন
- সংবিধান অনুযায়ী অ্যাটনি জেনারেল কতদিন স্বপদে বহল থাকতে পারেন- বাস্ত্রপতির ইচছা অনুযায়ী
- ঢাকা ও চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের ন্যূনতম আয়কর- ৫ হাজার টাকা
- সাবমেরিন ক্যাবলের মাধ্যমে যে দীপের সাথে বৈদ্যুতিক সংযোগ স্থাপন করা হয়েছে- সন্দীপ



২০০০ + চাকরির প্রস্তুতি সহায়ক ফ্রি PDF  
ফাইল ডাউনলোড করতে  
[www.exambd.net](http://www.exambd.net) এর সাথেই থাকুন।

## Download Menu

- ⌚ [চাকরির প্রস্তুতি সহায়ক বই PDF](#)
- ⌚ [বিগত সালের নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্ন সমাধান PDF](#)
- ⌚ [গণিতের বই PDF](#)
- ⌚ [মাসিক কাবেন্ট অ্যাকেডেমিস প্রশ্ন সমাধান PDF](#)
- ⌚ [সাম্প্রতিক নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্ন সমাধান PDF](#)
- ⌚ [ইংরেজি শেখার সকল বই PDF](#)
- ⌚ [বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তির প্রস্তুতি সহায়ক বই PDF](#)

উপরের Menu থেকে প্রয়োজনীয় PDF ফাইলটি ডাউনলোড করে নিন



২০০০ + চাকরির প্রস্তুতি সহায়ক ফ্রি PDF  
ফাইল ডাউনলোড করতে  
[www.exambd.net](http://www.exambd.net) এর সাথেই থাকুন।

## Download Menu

- ⌚ [চাকরির প্রস্তুতি সহায়ক বই PDF](#)
- ⌚ [বিগত সালের নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্ন সমাধান PDF](#)
- ⌚ [গণিতের বই PDF](#)
- ⌚ [মাসিক কাবেন্ট অ্যাকেডেমি প্রশ্ন সমাধান PDF](#)
- ⌚ [সাম্প্রতিক নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্ন সমাধান PDF](#)
- ⌚ [ইংরেজি শেখার সকল বই PDF](#)
- ⌚ [বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তির প্রস্তুতি সহায়ক বই PDF](#)

উপরের Menu থেকে প্রয়োজনীয় PDF ফাইলটি ডাউনলোড করে নিন



২০০০ + চাকরির প্রস্তুতি সহায়ক ফ্রি PDF  
ফাইল ডাউনলোড করতে

[www.exambd.net](http://www.exambd.net) এর সাথেই থাকুন।

## Download Menu

- ⌚ [চাকরির প্রস্তুতি সহায়ক বই PDF](#)
- ⌚ [বিগত সালের নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্ন  
সমাধান PDF](#)
- ⌚ [গণিতের বই PDF](#)
- ⌚ [মাসিক কাবেন্ট অ্যাকেডেম্সি PDF](#)
- ⌚ [সাম্প্রতিক নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্ন  
সমাধান PDF](#)
- ⌚ [ইংরেজি শেখার সকল বই PDF](#)
- ⌚ [বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তির প্রস্তুতি সহায়ক  
বই PDF](#)

উপরের Menu থেকে প্রয়োজনীয় PDF ফাইলটি ডাউনলোড করে নিন



২০০০ + চাকরির প্রস্তুতি সহায়ক ফ্রি PDF  
ফাইল ডাউনলোড করতে  
[www.exambd.net](http://www.exambd.net) এর সাথেই থাকুন।

## Download Menu

- ⌚ [চাকরির প্রস্তুতি সহায়ক বই PDF](#)
- ⌚ [বিগত সালের নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্ন সমাধান PDF](#)
- ⌚ [গণিতের বই PDF](#)
- ⌚ [মাসিক কাবেন্ট অ্যাকেডেমি প্রশ্ন সমাধান PDF](#)
- ⌚ [সাম্প্রতিক নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্ন সমাধান PDF](#)
- ⌚ [ইংরেজি শেখার সকল বই PDF](#)
- ⌚ [বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তির প্রস্তুতি সহায়ক বই PDF](#)

উপরের Menu থেকে প্রয়োজনীয় PDF ফাইলটি ডাউনলোড করে নিন